# মাধবীলতা।

( কণ্ঠমালার পূর্ব্ব ভাগ )

বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,
২০১ নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্; বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
২ নং, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্; ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৪।

# দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

মাধবীলতার প্রথম সংস্করণ সর্ব্বত্র সাদরে পরিগৃহীত হইয়া শীঘ্রই নিঃশেষিত হইয়া যায়। কিন্তু আমি অন্যান্য কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় উপযুক্ত সময়ে ইহার পুনঃ-সংস্করণে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। এক্ষণে আদ্যো-পান্ত সংশোধনপূর্ব্বক ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ করিলাম। ভরসা করি, সাহিত্যানুরাগী গুণগ্রাহী পাঠকবর্গ পূর্ব্ববৎ সস্নেহ দৃষ্টিপাতে মাধবীলতাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

প্রকাশক।

# মাধবীলতা।

## উপন্যাস।

### প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদা সিংহশত গ্রামে এক জন ধনবান্ রাজা বাস করিতেন। এক্ষণে সে গ্রাম নাই, সে রাজাও নাই, কেবল বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার দুই একটি ভগ্নাংশ পড়িয়া আছে। ধনবানের শেষ চিহ্ন এইরূপ—প্রস্তরখণ্ড, বা ইষ্টকস্তূপ। উপযুক্ত পরিণাম! বিক্রমাদিত্যের এক্ষণে সিংহদ্বারের এক ভগ্নাংশ মাত্র আছে। কিন্তু গরিব কালিদাসের শকুন্তলা অদ্যাপি নবপ্রস্ফুটিত কাননকুসুমের ন্যায় সদ্যস্ক; পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর ও দিগন্তব্যাপী। মূর্খের নিকট শকুন্তলা বৃথা। অন্ধের নিকট চন্দ্রও মিথ্যা। বিক্রমাদিত্য স্বর্ণসিংহাসনে, আর কালিদাস নিম্নে, যোড় হস্ত। ভুল।

সিংহশত গ্রামের শেষ রাজা ইন্দ্রভূপ পরাক্রান্ত ছিলেন না;

সামান্য লোকের ন্যায় শান্ত ও সরল ছিলেন। সেই সরলতা তাঁহার অনর্থের মূল হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল অবধি বংশের এই নিয়ম ছিল যে, জ্যেষ্ঠপুত্র বিষয়-অধিকারী হইবেন, কনিষ্ঠেরা কেবল কিঞ্চিৎ মাসিক পাইবেন। এই নিয়ম, সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, রাজবংশের মধ্যে দুইটি নূতন বৈষম্য ঘটাইয়াছিল; একটি প্রকৃতিগত, অপরটি আকৃতিগত। এক শাখা সদা সন্তুষ্ট, সরল, শান্ত ও উদার। অপর শাখা সদা ঈর্ষ্যাপরবশ ও কুটিল। এক শাখা রূপবান্, অপর শাখা কুৎসিত। এক বংশের মধ্যে পরস্পর এতাদৃশ প্রভেদ বিস্ময়জনক; কিন্তু, ঘটিয়াছিল। যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবেন, তাঁহার অসন্তোষের কোন কারণ ছিল না, সকলেই তাঁহার আশৈশব সন্তোষ বিধান করিত। কিন্তু যিনি বিষয়বৈভব কিছু পাইবেন না, তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেন, "পিতার এত ঐশ্বর্য্য! কি অপরাধে আমি তাহাতে বঞ্চিত? সামান্য প্রজার সন্তানেরা পিতৃ-বৈভবে তুল্যাংশী, আমি রাজপুত্র অথচ আমার ভাগ্যে কিছুই নাই!" যাঁহার মনে সতত এই আলোচনা, সর্ব্বদা তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত, সর্ব্বদা তাঁহার তীর্য্যগ্‌দৃষ্টি, সর্ব্বদা তাঁহার দন্ত লগ্ন, সর্ব্বদা তাঁহার মুখ বিকট। মুখের উপর মনের আধিপত্য অতি চমৎকার; মনোবৃত্তি মাত্রেই মুখে আসিয়া উদিত হয়। কোন মনোবৃত্তির স্থান ভ্রূযুগ, কোনটির বা ভ্রূযুগ ও নেত্র। কোন মনোবৃত্তির স্থান ওষ্ঠ, কোনটির বা ওষ্ঠপার্শ্ব ও নাসা। এইরূপ রাগ, ঈর্ষ্যা, শোক, আহ্লাদ প্রভৃতি যে কোন মনোবৃত্তি হউক, মুখের কোন অংশ না কোন অংশ অধিকার করিয়া থাকে। যে মনোবৃত্তির সর্ব্বদা উদয় হয়,

তাহার অধিকার-স্থল ক্রমে পুষ্টিলাভ করে। মুখের সেই অংশ ক্রমে এত স্পষ্ট হয় যে, প্রথমেই সেই অংশের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সে মনোবৃত্তি তৎকালে মনে উপস্থিত থাক্ বা না থাক্, মুখে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। এই জন্য দেখিবামাত্র জানা যায় যে, কাহার মুখে কোন্ বৃত্তির গতিবিধি অধিক। এই লোক স্বভাবতঃ উগ্র, এই লোক স্বভাবতঃ শান্ত, এই লোক স্বভাবতঃ দয়ালু যে অনুভব হয়, তাহার কারণ অপর কিছুই নাই।

কুপ্রবৃত্তি কুৎসিত। মুখের যে অংশ কুপ্রবৃত্তির অধিকার-স্থল, তাহা পুষ্ট হইলে, মুখ কুৎসিত হয়। এই জন্য সিংহশত রাজবংশের এক শাখা কুৎসিত ছিলেন। ঈর্ষ্যা, বৈরক্তি, অসন্তোষ প্রভৃতি বৃত্তি সর্ব্বদা তাঁহাদের মনে জাগরিত।

সজ্জন ব্যক্তিরা সুশ্রী। সৎপ্রবৃত্তি মনে প্রবল থাকিলে মুখ সুশ্রী হয়। যাঁহারা অসজ্জনকে সুশ্রী দেখিয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রম হইয়াছে। শ্রী কখন মুখের অংশ নহে, অন্তরের অংশ। অবস্থানুসারে প্রকৃতি হইতে আকৃতি।

ইন্দ্রভূপ স্বয়ং সর্ব্বদা সন্তুষ্ট; সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, কেবল জ্ঞাতিদের পারেন না। তিনি তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লইয়াছেন, কেন তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন? জ্ঞাতিদের নিকট ইন্দ্রভূপ অধার্ম্মিক, অবিবেচক, অত্যাচারী; কেবল এক জন জ্ঞাতি ইন্দ্রভূপের প্রশংসা করিতেন, সর্ব্বদা তাঁহার অনুগত থাকিতেন। তাঁহার নাম চূড়াধন বাবু। তিনি যৎপরোনাস্তি মিষ্টভাষী, নম্র, শান্ত এবং নির্ব্বিরোধী ছিলেন, তাঁহাকে ইন্দ্রভূপ বিশেষ ভাল বাসিতেন। তিনি কাহাকেই বা ভাল না বাসিতেন?

চূড়াধন বাবু বড় সাবধানি ছিলেন। আপনি কখন রাজসম্মুখে কোন কথাই উত্থাপন করিতেন না। মহারাজ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সসম্মানে নতশিরে কেবল সেই কথারই উত্তর দিতেন, কখন নিজের মত জানাইতেন না। সাধারণের মত কি, অন্যের মত কি, দেওয়ান্ মহাশয়ের মত কি, আবশ্যক হইলে কেবল তাহাই জানাইতেন। ইন্দ্রভূপ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন; ভাবিতেন, চূড়াধন বড় বিজ্ঞ।

রাজা ইন্দ্রভূপ আহার করিবার সময় নিত্য বহুজন-পরিবেষ্টিত হইয়া আহার করিতেন। অতি উপাদেয় সামগ্রী নানা দেশ হইতে সংগৃহীত হইত; কিন্তু পরিচারকগণ দেখিত, চূড়াধন বাবু সে সকল কিছুই স্পর্শ করিতেন না, বাছিয়া বাছিয়া কেবল অপ-কৃষ্ট সামগ্রী আহার করিতেন।

আহারান্তে ইন্দ্রভূপ প্রত্যহ নিয়মিতরূপে কোন না কোন সংস্কৃত মূলগ্রন্থ শ্রবণ করিতেন। রাজসভায় কখন ভগবদ্গীতা, কখন যোগবাশিষ্ঠ, কখন রামায়ণ, কখন মহাভারত পাঠ হইত। শ্রোতারা সকলেই সংস্কৃতজ্ঞ; ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন হইত না। এই সময়ে যে কথাবার্ত্তা আবশ্যক হইত, তাহা সমুদয় সংস্কৃত ভাষায় হইত। ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, ইচ্ছা হইলেও বড় কেহ কথা কহিতে পাইতেন না, কাজেই নির্ব্বিঘ্নে পাঠ হইত। কিন্তু রামায়ণ কি মহাভারত পাঠকালে এ নিয়ম বড় খাটিত না। অন্ধমুনির বিলাপ, সীতার বিলাপ, দশরথের বিলাপ বা তদ্বৎ কোন অংশ পাঠ হইতে আরম্ভ হইলে, প্রথমে সকলেই নিঃস্পন্দ হইয়া শুনিতেন; ক্রমে সকলের হৃদয় যখন পূর্ণ হইয়া উঠিত, তখন হয় ত কোন শ্রোতা আর শোকসংবরণ করিতে

সমর্থ না হইয়া কুণ্ঠিত ভাবে নিশ্বাস ফেলিতেন, অমনি নিকটেই সজোরে নস্যগ্রহণের দুই একটি শব্দ হইত, তাহার পরেই চারিদিকে উপর্য্যুপরি নস্য গ্রহণের তুমুল শব্দ হইয়া উঠিত। কেবল নাসার দীর্ঘ শব্দ। এই একরূপ ক্রন্দন। অধ্যাপকের ক্রন্দন শেষ হইতে না হইতে ইন্দ্রভূপ স্বয়ং কম্পিতকণ্ঠে শোক প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন, তাহার পর কথা কহিবার আর বাধা থাকিত না; প্রথম দুই একটি সংস্কৃত, পরেই বাঙ্গালা চলিত। তখন সকলেই কথা কহিতেন, কেবল চূড়াধন বাবু নিস্তব্ধ থাকিতেন। রামায়ণ, মহাভারত তাঁহার ভাল লাগিত না; লোকের কেন ভাল লাগে, তাহাও তিনি অনুভব করিতে পারিতেন না। এক দিন তিনি দেওয়ান্ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কোন দিন রামায়ণ শুনিতে বসেন না কেন?" দেওয়ান্ উত্তর করিলেন, "রামায়ণ কর্ম্মনাশা, একদিন শুনিলে, দুই দিন কোন কর্ম্ম করিতে পারা যায় না।" চূড়াধন একটু হাসিলেন, তাঁহার বিকট দন্ত দেখা গেল। তাহা দেখিয়া দেওয়ান্ মহাশয়ের এক জন পরিচারক ভাবিল, "দাঁত ছড়ান যদি হাসি হয়, তাহা হইলে শৃগালেরও হাসি আছে। বাস্তব সকল হাসি, হাসি নহে। সকলে হাসিতে পারে না; অনেকে আবার হাসিবার অধিকারীও নহে। অথচ সকলেই হাসিতে যান; হাসিতে কাহার না সাধ? হাসি দেখিলে হাসি পায়; কিন্তু যে ব্যক্তি হাসিতে অনধিকারী, তাহার হাসি দেখিলে কেহ হাসে না, বরং ভয় পায়। সুধীরা হাসিতে জানে, সরল ও উদার ব্যক্তিরা বিলক্ষণ হাসিতে পারে, প্রণয়ীরা চমৎকার হাসে, শোকাকুল ব্যক্তিরা ম্লান হাসি হাসে, যেন অন্ধকার ঝড় বৃষ্টিতে দীপালোক পড়ে; কিন্তু কুটিল

ব্যক্তিরা হাসিতে পারে না; তাহাতেই পরিচারক চূড়াধন বাবুর হাসিকে "দাঁত ছড়ান" বিবেচনা করিয়াছিল।

চূড়াধন বাবু প্রায় রাজবাটীতেই সময় অতিবাহিত করিতেন। কোন কার্য্যের বিশেষ ভার ছিল না, তথাপি তিনি প্রত্যূষে আসিয়া রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, ইন্দ্রভূপ বহির্গত হইলে সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পোদ্যানে বেড়াইতেন, নিতান্ত নিকটে যাইতেন না; অথচ এমত দূরে থাকিতেন যে, অন্যের কথা যদিও একান্ত না শুনিতে পান, তথাপি রাজার উত্তর শুনিতে পাইবেন। যিনিই যত মৃদুস্বরে কথা বলুন, রাজা উচ্চৈঃস্বরে তাহার উত্তর দিতেন। ইন্দ্রভূপ কখন মৃদুস্বরে কথা কহিতে পারিতেন না। যিনি মৃদুস্বরে কথা কহিতে পারেন না, তিনি আবার প্রায় কোন কথা গোপন করিতেও পারেন না; কথা আপনারই হউক, পরেরই হউক, সকলের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে তাহা আলোচনা করা তাঁহার অভ্যাস হয়।

পুষ্পোদ্যান হইতে ইন্দ্রভূপ যখন বিষয় কার্য্য করিতে যাইতেন, চূড়াধন বাবু সেই অবকাশে রাজভৃত্য ও পরিচারকদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন; কখন বা অধ্যাপকদের সহিত শাস্ত্রীয় কথা লইয়া তর্ক করিতেন। নানাশাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। পণ্ডিতেরা তাঁহার ভূরিভূরি প্রশংসা করিতেন; অপর সকলে তাঁহার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশংসা করিতেন, কেবল একা দেওয়ান্ মহাশয় এ বিষয়ে নিস্তব্ধ থাকিতেন।

রাজা সর্ব্বদাই চূড়াধনকে মিষ্ট সম্ভাষণ করিতেন, সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট রাখিতে যত্ন করিতেন। ইন্দ্রভূপ ভাবিতেন যে, চূড়াধন বাবুর পিতা রাজ্যাধিকারী হইলে চূড়াধন কতই সুখভোগ

করিত। অতএব যাহাতে সে অভাব চূড়াধন অনুভব করিতে না পান, রাজা সতত সেই চেষ্টায় থাকিতেন; কিন্তু অর্থানুকূল্যের দ্বারা সে অভাব পূরণ করিতে পারিতেন না। দেওয়ান্ তাহাতে, কোন গতিকে না কোন গতিকে, ব্যাঘাত ঘটাইতেন। দেওয়ানের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, চূড়াধন বাবুর অর্থাভাব রাজার পক্ষে মঙ্গল।

দেওয়ানের বৈরিত্ব চূড়াধন বাবু জানিতেন; কিন্তু সেজন্য দেওয়ানের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতেন না, বরং তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। সকলেই দেখিত, স্বয়ং ইন্দ্রভূপও দেখিতেন যে, চূড়াধন বাবু দেওয়ানের বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। এক দিন অকস্মাৎ দেওয়ানের গৃহদাহ হয়, চূড়াধন বাবু তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাগ্রে যাইয়া দেওয়ান্‌কে উদ্ধার করেন। সকলেই চূড়াধন বাবুকে ধন্যবাদ দিয়াছিল, কিন্তু দেওয়ান্ দেন নাই; সেই জন্য সকলেই দেওয়ানের নিন্দা করিত; দেওয়ান্ তাহা শুনিয়া কোন উত্তর করিতেন না। কেবল একবার পুত্রকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "গৃহদাহ বিস্মরণ হইও না।"

পুত্র। কেন?

দেও। তাহা হইলে যে দাহ করিয়াছে, তাহাকে ভুলিবে।

পুত্র। কে দাহ করিয়াছেন?

দেও। চূড়াধন বাবু।

পুত্র। তিনি আপনাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

দেও। উদ্ধার করিবেন বলিয়াই বিপদ ঘটাইয়াছিলেন।

পুত্র আর কোন উত্তর না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেওয়ান্ রাজবাটীতে গেলেন; তথায় যাইয়া দেখেন, চূড়াধন

বাবু কয়েক জন বৃদ্ধ অধ্যাপক-পরিবেষ্টিত হইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। চূড়াধন বাবু স্বভাবতঃ অল্প কথা কহেন, তাহাও মৃদুস্বরে; এক্ষণে তাহার অন্যথা দেখিয়া দেওয়ান্ মহাশয় সেই দিকে গেলেন। অন্য কর্ম্মচ্ছলে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া শুনিতে লাগিলেন। দেওয়ানের সমাগমে চূড়াধন বাবুর স্বর ঈষৎ উচ্চ হইল, দেওয়ান্ তাহা বুঝিলেন। চূড়াধন বাবু বলিতে লাগিলেন—"পুত্রের কুচরিত্র কেবল পিতার দোষে ঘটে; নির্ব্বোধ পিতারা সকল কথাই পুত্রকে বলে, পুত্রকে সাবধান করিতে গিয়া আপনারা অসাবধান হয়। বিজ্ঞতা শিখাইবে মনে করিয়া কুটিলতা শিখায়। উপকার করিলে যাহারা উপকৃত বোধ করে না, তাহারা আপনারা অপকার করিতে না পারিয়া সন্তানের উপর ভার দিয়া যায়।"

দেওয়ান্ আর শুনিলেন না; কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে একবার এক জন পদাতিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার শিবিকার সহিত কে আসিয়াছিল?"

পদা। আমি আসিয়াছিলাম।

দেও। আমার পাল্কীর পূর্ব্বে আর কেহ রাজবাটীর দিকে দৌড়িয়া আসিয়াছিল?

পদা। কই কাহাকেও দেখি নাই।

দেও। আশ্চর্য্য!

দেওয়ান্ মহাশয় মুখে "আশ্চর্য্য" শব্দটি মাত্র উচ্চারণ করিলেন; কিন্তু অন্তরে অনেক কথা আলোচনা করিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই দিন চূড়াধন বাবু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রাজবাটীতে ছিলেন। অন্য দিন প্রায়ই সন্ধ্যার পর বাটী যাইতেন। যাইবার সময় কিঞ্চিৎ দ্রুত পদবিক্ষেপে যাইতেন; লোকে বলিত, "ঐ চূড়াধন বাবু প্রদীপ নিবাইতে যাইতেছেন। বাস্তবিক, সে কথা কতক অংশে সত্য। গৃহে তাঁহার প্রতীক্ষায় অনর্থক প্রদীপ না জ্বলে, অনর্থক তৈল নষ্ট না হয়, ইহা তাঁহার সাংসারিক বন্দোবস্তের কথা বটে। তাঁহার যে নিতান্ত দৈন্যদশা ছিল, এমত নহে। গৃহে দাস দাসী ছিল, দ্বারপালও ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া অনর্থক তৈল নষ্ট কেন হইবে? এই জন্য গৃহে প্রদীপ বড় জ্বলিত না।

তাঁহার গৃহ দেখিলে, কোন ধনবান্ বা রাজগোষ্ঠী কাহারও বাসস্থান বলিয়া বোধ হইত না। গৃহটি ইষ্টকনির্ম্মিত বটে, কিন্তু বড় ক্ষুদ্র ও ভগ্নোন্মুখ; অথচ জাঁকজমক আছে। চারি দিকে কার্ণিসের নিম্নে বিবিধ প্রকার পক্ষী, অশ্ব, গজ, সেপাই শান্ত্রি চূণকামে অঙ্কিত রহিয়াছে—দেখিলে ঢাকাই শাটী মনে আইসে। গৃহাভ্যন্তরে বায়ুপ্রবেশের পথ বড় ছিল না; তৎকালে গবাক্ষের আকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুকোণ ঝরকা প্রচলিত হইয়াছিল; চূড়াধন বাবুর বাটীতে তাহার দুই তিনটি মাত্র ছিল। বাটীর মধ্যে বা পার্শ্বে কোথাও পুষ্পো-

দ্যান ছিল না; তৎকালে গৃহস্থের পক্ষে ইহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দা হইত। একবার এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থে আসিয়া "ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, পরে ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া দেখিল যে, গৃহে কোন পুষ্পবৃক্ষ নাই, অতএব তৎক্ষণাৎ ফিরিল। গৃহিণী স্বয়ং ভিক্ষা লইয়া আসিলেন, ভিক্ষুক তাহা গ্রহণ করিল না; বলিল, "মাতঃ, তোমার ভিক্ষা আমি লইব না। পুষ্পোদ্যান নাই দেখিয়া বুঝিয়াছি যে, তোমার গৃহে নারায়ণ নাই।"

ভিক্ষুক যদি আর কিঞ্চিৎ দাঁড়াইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিত, তাহা হইলে বলিত, "তোমার গৃহে কোন পালিত পক্ষী নাই, বোধ হয় তোমার কোন সন্তান সন্ততি নাই; আমি ভিক্ষা লইব না, নিঃসন্তানের ভিক্ষা অশুচি। চূড়াধন বাবু বাস্তবিক নিঃসন্তান; গৃহে আপনি আর গৃহিণী বাস করেন। পুত্রবতী হইলে স্ত্রী-জাতির যে কোমলতা জন্মে, সর্ব্বলোকে যে স্নেহ বা দয়া জন্মে, তাহা তাঁহার গৃহিণীর একবারও জন্মে নাই। চূড়াধন বাবু জানিতেন যে, তাঁহার স্ত্রী অতিশয় দয়াময়ী, স্নেহময়ী এবং একবারে স্বার্থপরতাশূন্য। চূড়াধন বাবু এ সকল বিশেষ দোষ জ্ঞান করিতেন; এবং এই জন্য মধ্যে মধ্যে গৃহিণীকে তিরস্কার করিতেন; তথাপি গৃহিণী রাত্রিকালে স্বামীর ভোজন-পাত্রের নিকট পা ছড়াইয়া বসিয়া নিজের স্নেহ, দয়ার নানা পরিচয় দিতেন। তাঁহার একটি কথাও প্রকৃত নহে, কিন্তু চূড়াধন বাবু সকলগুলিই প্রকৃত মনে করিতেন। চূড়াধন বাবু এদিকে অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন, সকলের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন; কিন্তু আপনার স্ত্রীর নিকট অন্ধ হইতেন, তাঁহার চাতুরী-

কৌশল কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। গৃহিণী বিশেষ বুদ্ধিমতী ছিলেন না, প্রতিবাসীদিগের অভিসন্ধি কিছুই অনুভব করিতে পারিতেন না; কিন্তু তিনি চূড়াধন বাবুর অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন, বুঝিতেও পারিতেন।

যে রাত্রে চূড়াধন বাবু দ্রুতপদবিক্ষেপে বাটী আসিতেছিলেন, সেই রাত্রে তাঁহার বাটীতে দুই জন লোক বসিয়া তাঁহার জন্যে অপেক্ষা করিতেছিল। চূড়াধন বাবু তাহাদের দেখিয়া মহা-আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিলেন। তাহার পর একত্রে বসিয়া অতি নিম্নস্বরে পরস্পর অনেক কথাবার্ত্তা হইল। শেষ উঠিবার সময় চূড়াধন বলিলেন, "এইবার বুঝিব তোমরা কেমন জাল ফেলিতে পার।" তাহাদের মধ্যে এক জন উত্তর করিল, "জেলে ত আপনি; আমরা মাত্র জেলের হাঁড়ি, আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব।" এই দুই জনের মধ্যে এক জনের নাম জনার্দ্দন আর এক জনের নাম কালীপ্রসাদ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজানুগৃহীত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জনের নাম পীতাম্বর ছিল, লোকে তাহাকে পিতম-পাগলা বলিত। পীতাম্বরের কোথা জন্ম, সে কাহার সন্তান, তাহা কেহ জানে না। প্রবাদ ছিল যে, যখন চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন পিতম ছেলেধরার ভয়ে পলাইয়া সিংহশত গ্রামে আসিয়া আশ্রয় লয়। "কে পিতা ছিল" জিজ্ঞাসা করিলে পিতম নতমুখে মাথা নাড়িয়া বলিত, "জানি না।" "কে মাতা ছিল?" জিজ্ঞাসা করিলে গম্ভীর ভাবে রাজার একটী বড় হাতী দেখাইয়া দিত।

পিতম প্রায় সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিত। পথে বালকদের খেলিতে দেখিলে আর সেরূপ থাকিত না। তখন পিতম অনবরত কথা কহিত, অন্যকে না পাইলে একাই কথা কহিত, কখন কখন গীত পর্য্যন্ত গাইত। লোকে বলিত, পিতমের গীতগুলি অতি আশ্চর্য্য। কিন্তু গাইতে বলিলে পিতম বড় গোলে পড়িত, একটি গীতও আর তাহার স্মরণ হইত না।

প্রথম অবস্থায় পিতমের স্মরণশক্তি একেবারে ছিল না। লোকে যে তাহাকে পাগল ভাবিত, তাহার এই এক বিশেষ কারণ ছিল। ভাষা স্মরণ হইত না বলিয়া অনেক সময় পিতম কথার উত্তর পর্য্যন্ত দিতে পারিত না। লোকে ভাবিত— পাগল, এই জন্য উত্তর দেয় না। আবার, কথা কহিলে এক

শব্দের পরিবর্ত্তে অন্য শব্দ মুখে আসিত। পিতম মনে করিত, প্রকৃত শব্দ ব্যবহার করিতেছি, কিন্তু লোকে হাসিত দেখিয়া পিতম আশ্চর্য্যান্বিত হইত। পিপাসা পাইয়াছে, পিতম বলিবে "জল খাব," কিন্তু জল শব্দের পরিবর্ত্তে "হাতী" শব্দ মুখে আসিল, পিতম বলিল "হাতী খাব।" লোকে হাসিয়া উঠিল। জলের পরিবর্ত্তে হাতী খাইতে চাহিয়াছে, ইহা পিতম কোনমতে বুঝিতে পারিত না; পুনঃ পুনঃ সেই ভুল করিত। লোকে জিজ্ঞাসা করিত, "কি খাবে?" পিতম আবার বলিত, "হাতী খাব," লোকে আবার হাসিত; আবার জিজ্ঞাসা করিত, আবার হাসিত।

সাধারণে পিতমের প্রকৃত অবস্থা জানিত না। পিতমের স্মরণশক্তি নাই; তাহারা ভাবিত, পিতমের জ্ঞান নাই। পিতম ভুলিত, লোকেরাও ভুলিত। পিতমের ভুলে লোকের রহস্য বাড়িত, লোকের ভুলে পিতমের রাগ বাড়িত। পাগলের রাগ বাড়িলে লোকের আহ্লাদ বাড়ে। দুর্ভাগ্য পিতম জ্বালাতন হইয়া মধ্যে মধ্যে স্থান ত্যাগ করিত। কিন্তু কিছু দিন পরে আবার ফিরিয়া আসিত। এ সকল প্রথম অবস্থার কথা।

এক দিন অপরাহ্ণে রাজা ইন্দ্রভূপ কয়েক জন অমাত্য সমভিব্যাহারে পশুশালা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। পক্ষীদের কুলরব শুনিতেছেন, বানরকে কদলী দিতেছেন, ভল্লুককে তিরস্কার করিতেছেন, বনমানুষকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ব্যাঘ্রকে বনের সংবাদ দিতেছেন, এমত সময় একজন পশ্চাৎ হইতে বলিল, "বন অপেক্ষা আপনার এ গৃহ ভাল; আমি গৃহস্থ হইব, আর বনে বনে বেড়াইতে পারি না; এই গৃহে আমায় স্থান দান করুন, আমি বাস করি।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ ব্যক্তি ?" একজন সঙ্গী বলিল, "পিতম পাগ্‌লা।" রাজা কখন পিতমকে দেখেন নাই, দেখিবামাত্র তাঁহার দয়া হইল। পিতমের অঙ্গে বহুতর বেত্রা-ঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। কোন কোনটি রক্তোন্মুখ। রাজা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ চিহ্ন কিরূপে হইল ?" পিতম চিহ্নগুলি একবার দেখিল, হাসিল, কোন উত্তর করিল না। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতম বলিল, "মহারাজ, যে দিনে আমি পেটে না খাই, সে দিন আমি পিটে খাই।" সকলে হাসিয়া উঠিল। রাজা গম্ভীর হইলেন; বলিলেন, "আমি বুঝিতে পারিলাম না। স্পষ্ট করিয়া বল।" পিতম বলিল, "পেট আমার, পিট পরের। হাতীরও তাই, ঘোড়ারও তাই, গোরুরও তাই, গাধারও তাই; পেট আপনার, পিট পরের। না না, ঠিক তা নয়, ভুলেছি। আমার সঙ্গে একটু প্রভেদ আছে। গোরু আর মানুষ সমান নয়। গোরুকে যে আহার দেয়, সেই তার পিট দখল করে। আমায় যে আহার দেয় না, সেই আমার পিট দখল করে; যে আহার দেয়, সে আদর করে। এই প্রভেদ, বুঝেছেন ? এখন আমি গৃহস্থ হব।"

একজন ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "গৃহস্থ হইতে গেলে বিবাহ করা চাই, এক্ষণে ত বিবাহ করিতে হয়।"

পিতম। বিবাহ আমি অনেক দিন হইল করিয়াছি।

রাজা। কোথায় বিবাহ করিয়াছ, কে তোমার স্ত্রী ?

পিতম। জগন্নাথক্ষেত্রে বিবাহ করিয়াছি। তথায় গিয়া এক আশ্চর্য্য সুন্দরী দেখি। পৃথিবীর সকলের অপেক্ষা সুন্দরী।

সমুদ্রের তুলনা নাই। আমি থাকিতে না পারিয়া তাহাকে বিবাহ করে ফেলি।

রাজা। সমুদ্র কি বড় সুন্দরী ?

পিতম। চমৎকার সুন্দরী! রামধনুকে শ্যামাঙ্গীর কটি-বন্ধন। এই জন্য তাহার যে বাহার তা আর কি বলিব। সুন্দরী অনবরত হেলিতেছে দুলিতেছে আর খিলখিল করিয়া হাসিতেছে।

রাজা। কিন্তু তোমার স্ত্রীর কুল নাই ?

পিতম। কিন্তু বড় ঘরের মেয়ে। যে তার কাছে স্থান পায়, সেই বড় হয়। দেখুন, চন্দ্র সূর্য্য এখানে ক্ষুদ্র, কিন্তু যখন আমার স্ত্রীর পার্শ্বে উদয় হয়, তখন আর এক মূর্ত্তি!! তখন সূর্য্য কত প্রকাণ্ড, কত মহৎ, কত সুন্দর দেখায়; সে সকল কিছু চন্দ্র সূর্য্যের গুণ নহে, সকলই আমার সুন্দরীর গুণ। আহা, তাহার কত রূপ, সে কত নির্ম্মল, কত গম্ভীর!! তাহার কি দয়া, কি স্নেহ!! সকলকে বুকে করে বহিতেছে।

রাজা। তোমার স্ত্রীকে ফেলে কেন এলে ?

পিতম। সে অনেক কথা। আমি তার রূপে ভুলিলাম, একে একে আমার সর্ব্বস্ব দিলাম, আমার হুঁকা কলিকাটি পর্য্যন্ত তারে দিলাম। কত আদর করিলাম, কত কথা কহিলাম। প্রেমোন্মত্ত হইয়া শেষে এক দিন ঝাঁপ দিলাম, কিন্তু সে আমায় নিলে না। যতবার আমি তার অঙ্গে পড়িলাম, ততবার সে আমায় ছুঁড়ে দূর বালিতে ফেলিয়া দিল। আর আমি কত সহ্য করি বল। আমি উঠে গালি দিলাম, ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিলাম। সে অতি পাজি, স্বার্থপর; কেবল

লোকের সর্ব্বস্ব লবে আর লুকাইয়া রাখিবে। রত্ন বল, পলা বল, আপনি এক দিনও পরিবে না। তবে লোকের সর্ব্বস্ব লয় কেন? তোমাদের স্ত্রীর হাতে পার আছে, কিন্তু এর কাছে আর পার নাই। বাঙ্গালীর মেয়ে বড় জোর ঘর ভাঙ্গে, এ পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গে। আর অন্তরের ভিতর তাহার যে কি আছে তাহা কে বলিতে পারে। উপরে হাসিতেছে, খিল খিল করে হাসিতেছে, কিন্তু তাহার ভিতরে যাহা আছে তাহা আমিই জানি। তাই একবার একবার দয়া হয়; বলি আমি যদি কাছে থাকিতাম, তাহা হইলে হয় ত এত যন্ত্রণা তার হত না। হাজার হউক আমি পুরুষ।

এক জন পারিষদ এই সময় পিতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে রাগ করিয়া আসিলে, সমুদ্র তোমায় সাধিল না?"

পিতম। না; তবে যখন আমি একান্ত ফিরিলাম না দেখিল, তখন হা হুতাস করিতে লাগিল, আমি কত দূর পর্য্যন্ত তাহা শুনিতে শুনিতে আসিলাম। লোকে বলে বিরহযন্ত্রণায় সমুদ্র অদ্যাপি হু হু করিতেছে।

পারিষদ। আবার ফিরে যাও।

পিতম। আর না। আমার আর যাইবার শক্তি নাই, বুড়া হইয়াছি, আমি এইখানে এই বাঘের পাশের ঘরে থাকিব। মহারাজের অনুমতি হইলেই হয়।

রাজা। না, আমার অতিথিশালায় চল, তথায় তোমার বন্দোবস্ত করিয়া দিব, সকলে যত্ন করিবে। কোন কষ্ট হবে না।

পিতম। অতিথিশালা দরিদ্রের নিমিত্ত, আমি সেখানে যাইব না। আমায় এই থানে স্থান দিন, ব্যাঘ্র সিংহের সঙ্গে

থাকিলে আমার সম্মান বাড়িবে। আর কেহ তাড়না করিবে না।

রাজা। সম্মান চাও, তবে আমার সঙ্গে আইস, যাহাতে লোকে তোমাকে সম্মান করে, তাহা আমি করিব। এখানে তুমি স্থান পাইবে না।

পিতম তাহাতে অসম্মত হইল, শেষে অতি মিনতি করিয়া ব্যাঘ্রের পার্শ্বে স্থান লইল।

পশুশালা হইতে রাজা ইন্দ্রভূপ বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাগলটির নাম কি ভুলিয়া গিয়াছি।" একজন পারিষদ উত্তর করিলেন, "পীতাম্বর।" রাজা অন্যমনস্কে কতক দূর গিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গীদিগের প্রতি চাহিয়া কিঞ্চিৎ পরে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য পাগল!" সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ!" কেবল চূড়াধন বাবু কোন কথাই বলিলেন না। রাজা আবার কতক দূর যাইতে যাইতে দাঁড়াইলেন। সঙ্গিগণের দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, "যে এত স্থান থাকিতে বাঘের পার্শ্বে বাস করিতে চাহে, তাহার অপেক্ষা পাগল কে; এ পাগল কেন বাঘকে এত ভাল বাসে?" এই সময় এক জন পশ্চাৎ হইতে বলিল, "পিতম একা নহে, মহারাজও বাঘ ভাল বাসেন। দেখুন আপনার লাঠির মাথায় কার মুখ? বাঘের।" ইন্দ্রভূপ আগন্তুকের প্রতি না চাহিয়া প্রথমে লাঠির প্রতি চাহিলেন। আগন্তুক বলিতে লাগিল, "মহারাজ! মুখখানি সোণার। বাঘ আপনার নিকট সোণামুখী।"

সকলেই ফিরিয়া দেখিল, পিতম পাগলা আসিয়াছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আবার কি? তুমি পলাইয়া আসিলে যে?"

পিতম বলিল, "আমি পলাই নাই, তাড়িত হইয়াছি। রক্ষকেরা আমার নিকট পয়সা চাহিল। আমি বাঘের মত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আঁচড় কামড় দিলাম, তাহারা আমাকে মেরে তাড়াইয়া দিল।"

রাজা। বল দেখি, তুমি কি সত্যই পাগল?

পিতম। হাঁ, আমি পাগল, আমি পিতম পাগল।

রাজা। তুমি জান, কাহাকে পাগল বলে?

পিতম। জানি—আমাকে বলে।

রাজা। পাগলের অর্থ কি?

পিতম। অর্থ পিতম—অর্থাৎ আমি।

একজন ভট্টাচার্য্য। পশুশালায় আর যাইবে না?

পিতম। না, ওখানে মারে।

রাজা ফিরিলেন। পশুশালায় যাইয়া দুই তিন জন রক্ষককে পদচ্যুত করিলেন, তত্ত্বাবধায়ককে বিশেষ ভৎর্সনা করিলেন। পিতম আবার পিঞ্জরে প্রবেশ করিল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে সকলেই মনে মনে পিতম পাগলের কথা অনু-শীলন করিতেছিলেন। চূড়াধন বাবু ভাবিতেছিলেন যে "পিতম নির্ব্বোধ নহে, সময় বুঝিয়া কার্য্য করিয়াছে। পিতম ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ ভাল সদুপায় করিয়াছে। আশ্রয় ও আহার ভিন্ন পাগলের আর কি প্রয়োজন হইতে পারে? যে আপনার প্রয়োজন সাধন করিতে পারে, তাহারে পাগল কেন বলি? সে নির্ব্বোধ কিসে? পিতম আমার অপেক্ষা বুদ্ধিমান্; আমি এ পর্য্যন্ত আপনার কার্য্য সাধন করিতে পারি নাই। পাগল হইয়াও পিতম আপনার কাজ হাসিল্ করিল। আমার নিজের ঔদাস্যে আমি সকল হারাইতেছি।"

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ভাবিতেছিলেন, "পিতম কি উন্মাদ! এত স্থান থাকিতে বাঘের পার্শ্বে বাস করিতে গেল। মহারাজ অতিথিশালায় স্থান দিতে চাহিলেন, আপনার নিকট রাখিতে চাহিলেন, তাহা ভাল লাগিল না। যে মনে করে আমি সমুদ্রকে বিবাহ করিয়াছি, সে এরূপ করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?"

দ্বারবান্ রামদীন দোবে ভাবিতেছিল, "পাগল কি আহার করিবে? রোটি বা ভাত তাহাকে কেহ দিবে না; আহারের বন্দোবস্ত রাজা ত কিছু করিয়া দিলেন না। বোধ হয়, পাগলা চানা খাবে, তাহা মন্দ কি! ভোরপেট যদি চানা পাওয়া যায়

আর তাহার সঙ্গে দুই চারি সের দুগ্ধ দেয়, তবে আমিও নকরি ছাড়িয়া ওখানে থাকিতে পারি।”

রাজা। ইন্দ্রভূপও পিতম পাগলার কথা ভাবিতেছিলেন। পিতম-সম্বন্ধে তাঁহার কি ঈষৎ মনে আসিতেছিল, অথচ আসিল না। মনের একাংশে যেন পিতমের ছায়া রহিয়াছে, তাহা দেখিতে গেলেই মিলিয়া যায়। রাজা ভাবিলেন, “পিতম কে? আর কি কখন ইহাকে দেখিয়াছি? কবে দেখিয়াছি? বাল্যকালে না যৌবনকালে? আমি কত লোক দেখিয়াছি, তাহাদের দেখিলে এরূপ স্মরণ করিবার ত আকাঙ্ক্ষা হয় না; স্মরণ না হইলে ত এরূপ যন্ত্রণা হয় না। পিতম, পীতাম্বর! ইহার আর কি কোন নাম ছিল? কি নাম ছিল? কে এ ব্যক্তি? সত্যই কি পাগল? পিতমের কথাবার্ত্তা অসঙ্গত, কিন্তু অসংলগ্ন নহে। পাগলের কথা এরূপ হয় না। পিতমের জ্ঞান আছে। বোধ হয়, পিতম পাগল নহে।”

জ্ঞান থাকিলে যে পাগল বলা যায় না এমত নহে। বরং অনেক সময় পাগল শব্দে কতক অংশে জ্ঞান-সম্পন্ন বুঝায়। মাধু ভিক্ষা করে, পাক করে, আহার করে, ভয় করে, অথচ মাধুকে লোকে পাগল বলে। যে ভয় করে তাহার পরিণামবোধ আছে, সে একেবারে জ্ঞান-শূন্য নহে। অভয় পুষ্প চয়ন করে, পূজা করে, সতরঞ্চি খেলে, অথচ তাহাকে লোকে পাগল বলে। নিতাই খাজনা আদায় করে, দেনা পাওনা হিসাব করে, তর্ক করে, অথচ লোকে তাহাকে পাগল বলে। ইহাদের সকলেরই কিছু কিছু জ্ঞান আছে, তবে কেন লোকে পাগল বলে?

সাধারণতঃ সকল বিষয়ে যাহার যে পরিমাণে জ্ঞান দেখা যায়,

কোন বিষয়ে তাহার সেই পরিমাণে জ্ঞান না দেখিতে পাইলে লোকে হয় ত তাহাকে পাগল বলে। অর্থাৎ জ্ঞানের সামঞ্জস্য না দেখিলে লোকে পাগল বলে। অন্ততঃ, সকলে না বলুক, কেহ কেহ বলে। বালকে উলঙ্গ থাকে, কেহ তাহাকে পাগল বলে না। অন্যান্য বিষয়ে বালকের যেরূপ জ্ঞান, এ বিষয়েও তাহার সেইরূপ জ্ঞান; কাজেই, কেহ তাহাকে পাগল বলে না। অভয় পাগল সতরঞ্চি খেলে, সাংসারিক সকল কার্য্য করে; কিন্তু "জল পাব কোথায়" এই কথা কেহ তাহার শ্রুতিগোচর করিলেই সে গালি দিয়া উঠে আর চীৎকার করিতে থাকে। সতরঞ্চি ক্রীড়ায় বা সাংসারিক বিষয়ে তাহার জ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায়, এস্থলে তাহার জ্ঞানের সে পরিচয় পাওয়া যায় না। কাজেই তাহার জ্ঞানসম্বন্ধে সামঞ্জস্য নাই বলিয়া লোকে তাহাকে পাগল বলে।

দশসহস্র বৎসর পূর্ব্বে হয় ত একেবারে জ্ঞানের সামঞ্জস্য ছিল না। তাৎকালিক সেই অসামঞ্জস্য কেহ আপনাদের মধ্যে জানিতে পারিত না। কেহ কাহাকেও পাগল বলিত না। "পাগল" নূতন গালি। সামঞ্জস্যের পরে আরম্ভ হইয়াছে। সেই আদিম কালে এতই গুরুতর অসামঞ্জস্য ছিল যে, এক্ষণে আমরা সে সময়ের লোক দেখিলে, তাহাকে পাগল ভাবিবার সম্ভাবনা। অন্ততঃ আমাদের আশ্চর্য্য হইবার সম্ভাবনা।

এই বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে জ্ঞানের যেরূপ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। যে ব্যক্তিরা বাষ্পীয়-যন্ত্র গঠন করিতেছে, চন্দ্র সূর্য্যের গতি গণনা করিতেছে, বাষ্প হইতে জলের সৃষ্টি করিতেছে, তাহারাই হয় ত বৃষ্টির

নিমিত্ত দৈব চেষ্টা করিতেছে। মড়ক নিবারণ করিতে হইলে, তাহারাই হয় ত বলিবে "চল, ধর্ম্ম-মন্দিরে চল, বা অন্য আড্ডায় চল, প্রার্থনা গাই গিয়া, মড়ক অবশ্য নিবারিত হইবে।" বুদ্ধির এইরূপ বৈষম্য দেখিলে কেহ এক্ষণে অসঙ্গত বিবেচনা করে না; কিন্তু পরে করিবে, হয় ত তখন এরূপ বুদ্ধিমান্‌কে লোকে পাগল বলিবে।

এরূপ অর্থে, পাগল এক্ষণে আমরা সকলেই। বুদ্ধির বৈষম্য বা জ্ঞানের অসামঞ্জস্য সকলেরই আছে। কিন্তু কেহ তাহাকে পাগল বলি না। পাগল রূঢ় কথা। তবে নির্ব্বোধ বলি, স্বার্থ-পর বলি, দাম্ভিক বলি, কৃপণ বলি, নিষ্ঠুর বলি, হিংসুক বলি, একই কথা; সকলগুলিই বুদ্ধির বিকৃতিবাচক, পাগলের পরিচায়ক। পাগলের সম্পূর্ণ নামকরণ অদ্যাপি বাকী আছে।

পিতম—পাগল, তাহা সে জানে না। বুদ্ধিতে অন্য লোক যে-প্রকার, আপনিও সেই প্রকার—এই পিতমের বিশ্বাস; কোন অংশে যে ব্যতিক্রম আছে, তাহা পিতম বুঝিতে পারে না। কিন্তু পিতমের বোধ আছে যে, পাগল শব্দ তাহার নামের অংশ, এই জন্য লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া ডাকে।

পশু-শালায় লৌহ-পিঞ্জরে স্থান পাইয়া পিতম শয়ন করিল। শয়ন অনেক সময় তৃপ্তিবাচক।

ইন্দ্রভূপ দেখিলেন যে, পিতম আর তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিল না। রাজা হাসিলেন, পিতমও হাসিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদিগকে আর তোমার মনে থাকিবে?"

পিতম। আজ মহারাজের পশু-শালা সম্পূর্ণ হইল।

রাজা। কেন?

পিতম। আমারই নিমিত্ত, আমি মানুষ-পশু, একপ্রকার নরসিংহ, নৃসিংহ দেব। সে রাজা নৃসিংহকে গারদে পাঠাইতে পারে নাই, আপনি তাহা পারিলেন। আপনার জয়। মহারাজকি জয়। এ অবতারে আমি বড় সুখী। ভক্তকে রক্ষা করিতে হয় না। ভক্তেরাই আমায় রক্ষা করে। বরং বৃণু। রাজা বর লও। তথাস্তু। এখন ঘরে যাও। আমি নিদ্রা যাই।

রাজা। নৃসিংহ দেব! তোমার প্রহ্লাদ কই?

পিতম। তুমিই আমার প্রহ্লাদ, তুমিই আমার ভক্ত।

রাজা। আর তোমার রাজা হিরণ্যকশিপু কই?

পিতম। চূড়াধন বাবুকে দেখাইয়া, ঐ আমার হিরণ্য-কশিপু।

রাজা। চূড়াধন ত রাজা নহে।

পিতম। শীঘ্র হবেন।

হঠাৎ রাজা ও চূড়াধন উভয়েই শিহরিয়া উঠিলেন। কেমন একটা ভয়ে রাজার হৃৎকম্প হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ গেল। একবার তাঁহার মনে হইল, পাগল কেন অশুভ কথা হঠাৎ মুখে আনিল। পরক্ষণেই মনে হইল, পাগলের কথা মাত্র। আমার সন্তান থাকিতে চূড়াধন কেন রাজা হইবে? চূড়াধনের মঙ্গল হউক, আমার সোণার চাঁদও চিরজীবী হউক।

চূড়াধন বাবুর চাঞ্চল্য কেহ দেখিতে পাইল না। তাঁহার নয়ন চকিতের ন্যায় বিস্ফারিত হইয়া আবার তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব-মত ক্ষুদ্র হইয়া শান্ত-মূর্ত্তি ধারণ করিল।

করিয়া সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রহাচার্য্য কই ?" গ্রহাচার্য্য অগ্রসর হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কি যোগ ?"

গ্রহাচার্য্য। ব্যতীপাত যোগ।

রাজা এই বলিয়া আবার পূর্ব্বমত চলিলেন। কিন্তু ক্রমেই তাঁহার বিমর্ষ-ভাব স্পষ্ট হইতে লাগিল।

রাজা যখন পশু-শালায় ছিলেন, তখনই দিবাবসান হইয়াছিল। এক্ষণে শয়নকাল উপস্থিত। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি আরম্ভ হইল। শঙ্খ প্রথমে একটি দুইটি, এখানে সেখানে, ভগ্ন স্বরে, নিম্ন স্বরে, কম্পিত স্বরে, পরে একেবারে প্রতিগৃহে গম্ভীর স্বরে বাজিয়া উঠিল, শব্দে আকাশ পরিপূর্ণ হইল। রাজা আরও বিমর্ষ হইলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন মরণোন্মুখ কোন ভীষণ অসুর হতাশ স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে। তাঁহার কর্ণে শঙ্খধ্বনি অমঙ্গল-ধ্বনি বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল।

রাজা আবার দাঁড়াইলেন। চূড়াধন বাবুকে ডাকিলেন। চূড়াধন বাবু সঙ্কুচিত ভাবে অগ্রসর হইলেন। রাজা বলিলেন, "আমার নিকটে আইস, আরও নিকটে আইস। তুমি আমার পিতামহের প্রপৌত্র, আমার ভ্রাতুস্পুত্র, ইচ্ছা করে তোমায় আমি বুকে করি।" শেষ কথাগুলি ভগ্ন-স্বরে বলিয়া চূড়াধন বাবুর হস্ত ধারণ করিয়া রাজা চলিলেন। কতক দূর গিয়া, রাজা চূড়াধনকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন,—"তুমি অরোগী হও, তুমি চিরজীবী হও।" চূড়াধন বাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, নম্র মুখে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। এমন সময় দেব-মন্দিরে নহবৎ বাজিয়া উঠিল।

রামসীতার আরতি আরব্ধ হইল। নগরবাসীরা ঠাকুর দর্শন করিতে বাহির হইল।

নহবৎ, সানাই, কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, সকল একেবারে বাজিতে লাগিল। বালকদিগের অন্তর নাচিয়া উঠিল, সকলে সেই দিকে ছুটিল; যে ছুটিতে পারিল না, সে কাঁদিতে লাগিল। এক কুটীর-সম্মুখে একটি বালিকা একা বসিয়া কাঁদিতেছিল, তাহার সহোদর তাহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল, বাদ্যোদ্যম হইবামাত্র ঠাকুর দর্শনে সে ছুটিয়া গিয়াছে, সঙ্গে লইয়া গেল না বলিয়া বালিকা কাঁদিতেছে। বালিকার বয়স প্রায় এক বৎসর; দরিদ্র-সন্তান কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট, দেখিলেই বোধ হয় বড় স্নেহের ধন, অঙ্গে কোথাও ধূলার লেশমাত্র নাই, নয়নে কজ্জল, ভ্রূযুগের মধ্যস্থানে একটি সূক্ষ্ম টীপ। মুখখানি অতি যত্নে মার্জ্জিত।

বালিকাকে কাঁদিতে দেখিয়া রাজা সেইখানে দাঁড়াইলেন। চূড়াধন বাবু রাজার ইচ্ছা অনুভব করিয়া বালিকাকে ভুলাইতে গেলেন, করতালি দিয়া বালিকাকে ক্রোড়ে আহ্বান করিলেন। বালিকা ভয় পাইয়া মুখ ফিরাইল, কুটীরে যাইবার নিমিত্ত পৈঠায় উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ব্যাকুলিত স্বরে আরও কাঁদিতে লাগিল। রাজা তখন চূড়াধন বাবুকে সরিতে বলিয়া আপনি অগ্রসর হইলেন, দুই এক বার ডাকিলেন; বালিকা ফিরিয়া দেখিল, দেখিবামাত্র দুই বাহু বিস্তার করিয়া হাসিল। একজন অধ্যাপক পশ্চাৎ হইতে বলিয়া দিলেন, "কন্যাটি ব্রাহ্মণের সন্তান।" রাজা অতি আদরে বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। কন্যাটি তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তে করতালি দিয়া একবার পথের দিকে হস্ত বাড়াইয়া "ঐ

ঐ” বলিতে লাগিল। রাজা বালিকার মুখচুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঠাকুর দর্শন করিবে? চল, আমিও তোমার সঙ্গে ঠাকুর দর্শন করিব, অনেক দিন শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করি নাই, তোমার দ্বারা তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন। চল, তোমায় আমি বুকে করিয়া লইয়া যাই।” বালিকা আনন্দে হাসিতে লাগিল।

বালিকার গর্ভধারিণী জল আনিতে গিয়াছিল। কুটীর-সম্মুখে অনেকগুলি ভদ্র লোকের সমাগম দেখিয়া কলস-কক্ষে অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। সকলে চলিয়া গেলে, ব্রাহ্মণী প্রতিবাসীদের নিকট সকল শুনিয়া মনে করিলেন, তাহার সন্তানকে রাজা আর ফিরিয়া দিবেন না, অতএব রীতিমত কাঁদিতে বসিলেন।

রাজা কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইয়া রামসীতার দ্বারে উপস্থিত হইলেন; সিংহদ্বারে নহবৎ বাজিতেছিল, বালিকা ঊর্দ্ধমুখে রাজাকে সেই বাদ্যস্থান দেখাইতে লাগিল। রাজা ক্রমে মন্দিরে উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই সসম্মানে সরিয়া দাঁড়াইল। রাজা বালিকাকে বুক হইতে নামাইয়া অতি ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। বালিকাটিও তাঁহার পার্শ্বে এক প্রকার শয়ন করিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিতে করিতে রাজার প্রতি মুখ ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। রাজা উঠিলেন দেখিয়া বালিকাও উঠিয়া দাঁড়াইল; স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত দেবমূর্ত্তি দেখিয়া “ঐ ঐ” বলিয়া রাজাকে দেখাইতে লাগিল। আবার পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিল, এই সময় বাদ্যোদ্যম স্থগিত হইল। বালিকা “বা—বা” বলিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। শেষে

রাজার জানু ধরিয়া দাঁড়াইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "ঘরে যাবে ?" কন্যাটি আবার দেবমূর্ত্তির দিকে ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারিত করিয়া "ঐ ঐ" বলিতে লাগিল।

মন্দিরে একটি ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! সন্তানটি কি রাজকন্যা ?" রাজা বলিলেন, "না"। এই বলিয়া বালিকাকে আবার পূর্ব্বমত বুকে তুলিলেন। বালিকা বুকে উঠিয়া একবার রাজার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর রাজস্কন্ধে মস্তক রাখিয়া স্থির ভাবে রহিল। রাজা তখন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "বালিকাটি কাহার কন্যা আমি তাহা এ পর্য্যন্ত জানি না, পথে কন্যাটি কাঁদিতেছিল, আমাকে দেখিয়া আমার ক্রোড়ে আসিল, কোন-মতে আর কাহার ক্রোড়ে গেল না।"

ব্রহ্ম। আশ্চর্য্য! শিশুদের ত এরূপ কখন দেখা যায় নাই, কখন অপরিচিত লোকের নিকট যায় না।

রাজা। বুঝি সন্তানটি নিদ্রা গেল। ইহার আত্মীয় কেহ আসিয়াছে ?

"আসিয়াছে" বলিয়া এক জন ব্রাহ্মণ যোড়করে সম্মুখে দাঁড়াইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কন্যাটির কে হন ?"

ব্রাহ্মণ। পিতা।

রাজা। আপনি বড় ভাগ্যধর। এ কন্যা আমার হইলে আমিও আপনাকে ভাগ্যধর মনে করিতাম। বুক হইতে নামাইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু আপনার কন্যা আমি কি বলিয়া রাখিব, নতুবা আমার ইচ্ছা করে, আমি কন্যাটির লালনপালন করি।

এই কথায় ব্রাহ্মণ ভয়ে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল দেখিয়া

এক জন প্রতিবেশী বলিলেন, "মহারাজ, আপনি এ প্রদেশের রাজা, আমরা সকলেই আপনার সন্তান স্বরূপ। আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাহাই করিতে পারেন। আপনি যদি কন্যাটি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আমাদের সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে। দরিদ্রের কন্যা আপনি ক্রোড়ে করিয়াছেন, ইহাতেই আমরা সকলে চরিতার্থ হইয়াছি। দরিদ্রের প্রতি যে দেশের রাজার ঘৃণা নাই; সে দেশের প্রজা অপেক্ষা সুখী কে?"

রাজার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই চূড়াধন বলিলেন, "শিশু-সম্বন্ধে রাজা প্রজা নাই, ধনবান্ দরিদ্র নাই। সন্তানমাত্রেই পবিত্র। যে শিশুকে ক্রোড়ে করে, সেই পবিত্র হয়, সেই চরিতার্থ হয়, সন্তানের কিছু গৌরব-বৃদ্ধি হয় না।"

রাজা বলিলেন, "তথাপি আমি কন্যাটিকে ক্রোড়ে করিয়াছি। আমার ক্রোড়ে করা ব্যর্থ হইবে না। কন্যাটি রাজকন্যার ন্যায় প্রতিপালিত হইবে। আমি তাহার বন্দোবস্ত আগামী প্রাতে করিয়া দিব। আমার বড় যন্ত্রণা হইয়াছিল; আমার মন কাঁদিয়া উঠিতেছিল। কন্যাটিকে ক্রোড়ে করিয়া অবধি আমার সকল দুর্ভাবনা গিয়াছে। আবার সচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছি। কন্যাটি বড় চমৎকার, আমি আন্তরিক ভাল বাসিয়াছি। কন্যাটি যাহাতে সুখে থাকে, আমি তাহা অবশ্য করিব। এক্ষণে আপনার কন্যা আপনি লইয়া যান।" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দয়া! আশ্চর্য্য দয়া!"

দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজার ক্রোড় হইতে কন্যাকে গ্রহণ করিতে সাহস করিল না। চূড়াধন বাবু কন্যাকে লইয়া ব্রাহ্মণকে সমর্পণ

করিলেন। কন্যা নিদ্রা গিয়াছিল, চূড়াধন বাবুর হস্তে জাগরিত হইয়া পিতৃ-ক্রোড়ে গিয়া কাঁদিতে লাগিল। পিতা ভুলাইবার নিমিত্ত স্ত্রীলোকের ন্যায় "ও আয়, আয় রে" বলিয়া মাথা চাপড়াইতে লাগিলেন। কন্যাটি তাহাতে শান্ত হইল না। রাজা তখন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমার ক্রোড়ে আসিবে? আইস।" কন্যাটি এই আহ্বানে মাথা তুলিয়া রাজাকে দেখিল। দেখিয়াই হস্ত প্রসারণ করিয়া রাজ-ক্রোড়ে যাইবার ইচ্ছা জানাইল। রাজা তৎক্ষণাৎ ক্রোড়ে লইলেন। বালিকা আবার পূর্ব্বমত রাজস্কন্ধে মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। সকলেই আশ্চর্য্য হইল, রাজাও আশ্চর্য্য হইলেন।

নিদ্রা কিঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া আসিলে, রাজা ব্রাহ্মণকে কন্যাটি প্রত্যর্পণ করিয়া বিদায় করিলেন। যাইবার সময় ব্রাহ্মণকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যাটির নাম কি?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "মাধবীলতা।"
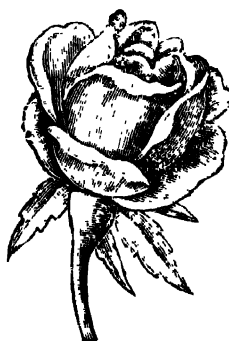
## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আরতি শেষ হইলে সকলেই প্রণাম করিয়াছিল, কেবল ব্রহ্মচারী বক্ষে বাহুবিন্যাস করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, প্রণাম করেন নাই। তিনি দেবমূর্ত্তিকে কখন প্রণাম করেন নাই, এ কথা সকলে জানিত, অথচ সেজন্য কেহ তাঁহাকে অভক্তি করিত না, বরং সকলেই বলিত ব্রহ্মচারী জ্ঞানী, তাহাতেই তিনি রামসীতার মূর্ত্তিকে প্রণাম করেন না।

ব্রহ্মচারী মাসে মাসে একবার করিয়া সন্ধ্যার সময় রাম-সীতার আরতি দর্শন করিতে আসিতেন। যাঁহারা এই সময় সেখানে উপস্থিত থাকিতেন, সকলের সহিত তিনি অতি স্নেহে কথা বার্ত্তা কহিতেন। অনেকের নাম জানিতেন, তাহাদের সাং-সারিক অবস্থাও জানিতেন; নাম ধরিয়া তাহাদের ডাকিতেন এবং সংসারের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু কেহ সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর করিতেন না; কখন কখন বলিতেন, আমি সংসারী নহি, এ সকল বিষয়ের মন্ত্রণা আমা অপেক্ষা অন্যে ভাল দিবে।

সিংহশত গ্রামের প্রায় এক ক্রোশ দূরে এক প্রান্তর মধ্যে একটি ভগ্ন মন্দিরে ব্রহ্মচারী একাকী বাস করিতেন। মন্দিরটি কোন দেবমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু

যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সে সময়ে মন্দিরে কোন মূর্ত্তি ছিল না। প্রবাদ আছে যে, এক কালী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত তথায় আনীত হইয়াছিল, কিন্তু রাত্রিকালে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কতকগুলি নিরীহ শান্ত লোক আসিয়া প্রতিমাকে নিকটস্থ দীর্ঘিকায় নিক্ষেপ করে এবং কালীমূর্ত্তি স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া, সেই রাত্রিকালে তাহারা অবগাহন স্নান করে। প্রবাদ সত্য হউক, বা মিথ্যা হউক, দীর্ঘিকার নাম কালীদহ।

ব্রহ্মচারীর সহিত এই স্থানে সাক্ষাৎ করিতে গেলে সাক্ষাৎ হয় না। মন্দিরের দ্বার সর্ব্বদাই খোলা থাকে, অথচ প্রবেশ করিলে কখন ব্রহ্মচারীর দেখা পাওয়া যায় না। মন্দিরের তিন দিকে প্রান্তর, এক দিকে কালীদহ। তথায় একটি বকুলবৃক্ষ, দুইটি বেল বৃক্ষ ভিন্ন আর কোন বৃক্ষ কি লতা নাই। চারি দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে, কোথাও ব্রহ্মচারীকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যখনই অনুসন্ধান করা যায়, তখনই এইরূপ, অথচ লোকে বলে, ব্রহ্মচারী এই স্থানে বাস করেন; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও সেই কথা বলেন। মাসান্তরে কেবল রামসীতার মন্দিরে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। লোকের শ্রদ্ধা তাঁহার সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য। দেবভক্তি তাঁহার একেবারে ছিল না, তিনি কখন দেবতাকে প্রণাম বা পূজা করেন নাই, কেহ কখন তাঁহাকে সন্ধ্যা পাঠ করিতে শুনে নাই, অথচ সকলেই তাঁহাকে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া জানিত। তিনি কখন কোন ভবিষ্যৎ কথা বলেন নাই, অথচ জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান আছে বলিয়া রাষ্ট্র ছিল। তিনি কখন কাহাকে ঔষধ দেন নাই, কিন্তু

লোকের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি মনে করিলে সকল রোগই আরাম করিতে পারেন। লোকের এরূপ বিশ্বাস, এরূপ শ্রদ্ধা কেন হইল, তাহা অনুভব করা কঠিন; কিন্তু চূড়াধন বাবু মনে মনে তাহা একপ্রকার অনুভব করিয়া রাখিয়াছিলেন। দেওয়ান্-পুত্র নবকুমারকে তিনি একদিন এই কথার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মচারী হয় জুয়াচোর নতুবা অদৃষ্টবান্ পুরুষ। নবকুমার তাহাতেই মত দেন।

রামসীতার মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মচারী আপন আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। কতক দূর যাইতে যাইতে কয়েক জন গ্রাম্য লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা কার্য্য উপলক্ষে প্রাতে সিংহশত গ্রামে আসিয়াছিল, এক্ষণে কার্য্য সমাধানান্তে স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাগমন করিতেছে। ব্রহ্মচারী তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে চলিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন নানা কথার পর বলিল, "ঠাকুর, আজ এই মাত্র আমরা একটা বড় কুসংবাদ শুনিয়াছি। রাজা আমাদের দেবতা স্বরূপ, রাজার ধর্ম্মে প্রজার ধর্ম্ম, রাজা যদি এরূপ হন ত আমাদের কি দশা হইবে! শুনিলাম, রাজা নাকি এই মাত্র সন্ধ্যার সময় লোক জন লইয়া স্বয়ং একটি ব্রাহ্মণকন্যা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। যুবতী কত চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ তাহার রক্ষার্থে আসিল না; যে রক্ষক সেই যদি ভক্ষক হয়, তবে আর কে কথা কহিবে! ভয়ে তাহার পিতা পলায়ন করিয়াছিল, স্বামী বাটী নাই, নতুবা সে রাজা বলিয়া বড় ভয় করিত না। তা সে যাহাই হউক, পৃথিবীর দশা হল কি? এ যে ঘোর কলি উপস্থিত, রাজা হইয়া প্রজার কন্যা হরণ! কি

সর্ব্বনাশ!! আর বৃদ্ধ বয়সে রাজার এই দুর্ম্মতি, ইহা অপেক্ষা দেশের আর কি অমঙ্গল হইতে পারে?"

বৃদ্ধ চুপ করিল দেখিয়া একজন সঙ্গী বালক বলিল, "পিতম পাগলার কথা বল। রাজা তাহাকে পিঁজরায় পূরিয়াছেন।"

বৃদ্ধ বলিল, "ভাল কথা মনে! ঠাকুর, দুঃখের কথা কি বলিব! একটা পাগল পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত, কাহারও অনিষ্ট করিত না, তাহাকে ধরিয়া না কি বাঘের মুখে দিবার হুকুম হইয়াছিল। শেষ কে চূড়াধন বাবু আছেন, তিনিই না কি তাহাকে রক্ষা করেন। তথাপি দেওয়ান্‌জীর পরামর্শে রাজা তাহাকে পিঁজরায় বদ্ধ করিয়াছেন। বাঘের পার্শ্বে রাখিয়াছেন, সে একপ্রকার বাঘের মুখেই দেওয়া! এতক্ষণ হয় ত বাঘ তাহাকে উদরে পূরিয়াছে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, বাঘ তাহাকে দেখিয়া লাফাইতেছে, ঝাঁপাইতেছে, এক একবার গারদের উপর দুই পা দিয়া দাঁড়াইয়া পিতমকে দেখিতেছে আর হাঁ করিতেছে।"

বালক বলিল, "এক পাশে বাঘ, এক পাশে ভালুক।"

বৃদ্ধ। কি আপশোষ, কি আপশোষ! এত পাপ! পৃথিবী আর বহিতে পারিবেন কেন! রাজ্য আর থাকে না!

ব্রহ্মচারী কোন উত্তর দিলেন না। কতক দূর অন্যমনস্কে চলিলেন; পরে যখন উত্তর দিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ ফিরিলেন, তখন দেখিলেন, গ্রাম্য লোকেরা অন্য পথে চলিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী কতকক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, শেষে কি মনে করিয়া সিংহশত গ্রামের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইলে পর ব্রহ্মচারী দেওয়ান্‌জীর অতিথিশালায় প্রবেশ করিলেন। তৎসংবাদ শুনিয়া দেওয়ান্‌জী তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রণাম করিয়া বসিলে, ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমস্ত কুশল?"

দেওয়ান্। মহাশয়ের শ্রীচরণ-প্রসাদে সকলই কুশল বলিতে হইবে।

ব্রহ্মচারী। তাহা শুনিলেই আমাদের সুখ। অনেক দিন দেখি নাই, কোন সংবাদও লইতে পারি নাই, তাহাতেই একবার আসিলাম।

দেওয়ান্। অনুগ্রহ আপনার।

ব্রহ্মচারী। রাজার কুশল?

দেওয়ান্। শারীরিক কুশল বটেই, মানসিক মন্দ বলিয়াও বোধ হয় না।

ব্রহ্মচারী। রাজকার্য্য সম্বন্ধে কিরূপ?

দেওয়ান্। তাহাও মন্দ নহে। তবে বোধ হয় ইদানীং সকলেই তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহে।

ব্রহ্মচারী। আমি তাহা কতক বুঝিয়াছি। তবে সবিশেষ জানি না, এক্ষণে শুনিতেও বড় ইচ্ছা করি না; মনে জানি যে, যখন আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাজার পরামর্শদাতা, তখন তাঁহার মঙ্গলই সম্ভব, সকল বিপদ হইতেই উদ্ধার পাইবেন। তবে বোধ হয় বিপক্ষদল কিঞ্চিৎ প্রবল হইয়া থাকিবে অথবা তাহাদের কার্য্যকারিতা-শক্তি কিছু বৃদ্ধি পাইয়া থাকিবে।

দেওয়ান্। তাহা সত্য, এই মাত্র তাহার পরিচয় পাইয়াছি।

ব্রহ্মচারী। কিরূপ?

দেওয়ান্। রাজার প্রতি যাহাতে প্রজার শ্রদ্ধা কমে এরূপ অপবাদ রটান হইতেছে। তাহা হউক, এরূপ হইয়াই থাকে, তাহার নিমিত্ত আমি বড় ব্যস্ত নহি, কিন্তু এক কথার নিমিত্ত আমার কিছু সন্দেহ হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় রাজা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়াছেন, কিন্তু রাত্রি এক প্রহর হইতে না হইতেই সে কথা বিকৃতি-প্রাপ্ত হইয়া দেশ রাষ্ট্র হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী। যখন আপনি এ সকল বুঝিয়াছেন তখন আর ভাবনার বিষয় কিছুই নাই। এক্ষণে আমি আশ্রমে যাই।

দেওয়ান্জী প্রণাম করিয়া ব্রহ্মচারীকে বিদায় দিলেন। অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন না।
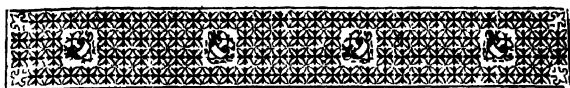
## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পর দিবস প্রাতে একজন চোপদার রামসীতার পাড়ায় রাজ-পথে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হস্তে মুসলমানি গঠনের এক দীর্ঘ শূল ছিল, তাহা সজোরে মৃত্তিকায় প্রহার করায় শূল প্রোথিত হইয়া বিনাস্পর্শে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন চোপদার অতি গম্ভীর ভাবে সেই স্থানে পদচারণ করিতে আরম্ভ করিল। পল্লীস্থ অধিবাসীরা একে একে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে অনেক গুলি লোক আসিয়া জমিল। চোপদারের এ সময়ে এ স্থানে একা আসা অসম্ভব বলিয়া দুই একজন হেতু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলে, চোপদার কেবলমাত্র প্রশ্ন-কারীর মুখ প্রতি একবার কটাক্ষ করিল, কোন উত্তর দিল না। চোপদার হিন্দুস্থানী; কাজেই দ্বিতীয়বার তাহাকে প্রশ্ন করিতে আর কেহ সাহস করিল না। কিছু বিলম্বে বৃত্তান্ত অবশ্য জানা যাইবে এই বিবেচনায় সকলে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। চোপদার পূর্ব্বমত পাদচারণ করিতে লাগিল।

বালকেরা রৌপ্য শূলের চাকচিক্য পরস্পর পরস্পরকে দেখা-ইতে লাগিল। যুবকেরা আপনাদের মধ্যে চুপি চুপি নানা তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল। কেহ বলিল যে, এখানে কোথাও একটী মন্দির নির্ম্মিত হইবে তাহাতেই চোপদার আসিয়াছে। কেহ বলিল যে, তাহা নহে, এখানে অতিথিশালা হইবে। আবার

কেহ বলিল, ইট কাঠের ব্যাপার নহে কিছু গুরুতর ব্যাপার আছে ইহার পর জানিতে পারিবে। চতুর্থ আর এক ব্যক্তি বলিল, ব্যাপার আর কিছুই নহে এখানে একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে, যেখানে চোপদার শূল গাড়িয়াছে, ঠিক ঐ স্থানে হইবে। এই কথা বলিয়া সে ব্যক্তি ঈষৎ মুখভঙ্গী করিয়া হাসিল। মুখভঙ্গী দেখিয়া হাসির অর্থ অনেকের মনে পড়িল, "ঠিক বলিয়াছ, ঠিক বলিয়াছ" বলিয়া প্রকাশ্য হাসি পড়িয়া গেল। হাসি থামিলে একজন বলিল, স্তম্ভ তবে আর একটু সরিয়া হইবে, এই বলিয়া নিকটস্থ একটি বাটীর প্রতি কটাক্ষ করিল, আবার হাসি উঠিল।

যে বাটীর উদ্দেশে এই হাসি হইল, সেই বাটীর দ্বার খোলা ছিল। এক বৃদ্ধা বিধবা, গলায় ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষমালা, পরিধানে মলিন ছিন্ন বস্ত্র, দ্বারে আসিয়া অতি তীব্র দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। বহু লোকের সমাগম স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া সভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বলিল, "বিপদ দেখ, কার জঞ্জাল কোথায় আসিল।" পরে বৃদ্ধা পুত্রবধূর উদ্দেশে বলিল "আজ আর জল আনিতে কি অন্য কার্য্যে যাইবার প্রয়োজন নাই, জলের আবশ্যক হয় আমি আনিয়া দিব।" পুত্রবধূ গৃহমার্জ্জন করিতে ছিল কোন উত্তর করিল না, সস্নেহে কন্যার প্রতি চাহিয়া মাথা আন্দোলন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "জল আনিতে হয় পুটু আনিয়া দিবে, কেমন পুটু?" পুটু ধূলায় বসিয়া এক একটি করিয়া খই খাইতেছিল, গর্ভধারিণীর স্বর শুনিয়া তাঁহার প্রতি চাহিল। মাতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন পুটু?" পুটু খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, ক্ষুদ্র হস্তে একটি খই তুলিয়া মাকে দেখাইতে লাগিল "এ এ"। মা বলিলেন, "খাও, খাও,

দেখ মা যেন কাকে লয় না।” কাকের নাম হইবামাত্রই ভীত ভাবে পুটু চারি দিক দেখিতে লাগিল। পুটু যদিও এক বৎসরের বালিকা, নিজে কথা কহিতে পারে না, কিন্তু দুই একটি কথা বুঝিতে পারে। কাকের নামমাত্রেই হয় ত আপনার বিপদ বুঝিতে পারিল। প্রাতে উঠিয়া কেবল গুটিকতক খই পাইয়াছিল, তাহা এখনি কাকে লইয়া যাইবে এই ভয়ে চারি দিক দেখিতে লাগিল।

বাস্তবিকই তৎকালে কাক আসিয়া চালে বসিয়াছিল। পুটু তাহাকে দেখিয়া কাঁদিবার উদ্যোগ করিলে তাহার গর্ভধারিণী আসিয়া কাক তাড়াইয়া দিল। পুটু আহ্লাদে হাসিয়া উঠিল, “যা যা” বলিয়া দুই হাত নাড়িতে লাগিল। মাতা যত্নে পুটুর ক্ষুদ্র মুখখানি ধরিয়া চুম্বন করিলেন, আদর করিয়া বলিলেন, “খাও মা এইখানে বসিয়া খাও। খই ধূলায় ফেল না, ধামিতে রেখে খাও, কাল তোমার সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ হবে, তখন তুমি সোনার ধামিতে খই খাবে, কেমন পুটু ?” পুটু আবার হাসিয়া দুই হাত বাড়াইল। মা মুখচুম্বন করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবামাত্র আবার কাক আসিল। এবার চালে না বসিয়া পুটুর নিকট বসিল। পুটু ভয়ে চক্ষু বুজিল। কাক ক্রমে খইগুলি সংগ্রহ করিয়া উড়িয়া গেল। তখন পুটু চাহিয়া ধামি দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্রন্দন শুনিয়া পুটুর মা দৌড়িয়া আসিলেন, ধামি শূন্য দেখিয়া প্রথমে কাককে, পরে আপনার অদৃষ্টকে গালি দিতে লাগিলেন। শেষে পুটুকে ক্রোড়ে লইয়া চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিতে লাগিলেন, “কেন মা এ অভাগিনীর গর্ভে জন্মিয়াছিলে ? আবার এখন খই আমি কোথায় পাব ?”

পুটু শীঘ্রই কান্না ভুলিয়া গেল, আপনিই চক্ষের জল মুছিল, কিন্তু মুছিতে গালে নাকে হাতে চক্ষের অঞ্জন লাগিয়া গেল। "ঐ কি করিল" বলিয়া গর্ভধারিণী গাত্রমার্জ্জনী আনিয়া কালি মুছাইতে মুছাইতে বলিতে লাগিলেন, "পুটু আমার কেমন সুন্দর মেয়ে, পুটু আমার আজ আবার রাজার কোলে উঠিবে—রাজা আবার আজ কোলে লইতে আসিবেন, না পুটু ?" মাধবীলতার আদরের নাম পুটু।

গৃহমধ্যে এইরূপে যখন গর্ভধারিণী মাধবীলতাকে লইয়া আদর করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজপথে একজন কারকুন আসিয়া নিকটস্থ গৃহস্থদিগের নাম ইত্যাদি লিখিয়া লইতেছিল, কাহার কাহার বাটীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ মানদণ্ডের দ্বারা পরিমাণ করিতেছিল। গৃহস্বামীদের আর ইহা দেখিয়া বুঝিতে বাকি রহিল না। এক্ষণে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে তাঁহাদের নিশ্চয় বোধ হইল। গৃহস্থের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে ? পূর্ব্বের হাস্য রহস্য কাজেই লোপ পাইল, সকলেই গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া মনে মনে মাধবীলতার পিতা রামসেবককে তিরস্কার করিতে লাগিল। রামসেবক তৎকালে বাটী ছিলেন না, প্রাতেই আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহের নিমিত্ত বহির্গত হইয়াছিলেন।

কিয়ৎকাল পরে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বস্ত্রাগ্রে কতকগুলি শাক, কদলী, বিল্বপত্র; হস্তে একটি বার্ত্তাকু। তাঁহাকে চিনিবামাত্র চোপদার আসিয়া প্রণাম করিল এবং যোড়করে বলিল যে, আপনার সেবায় যে সকল দাসদাসী নিযুক্ত হইয়াছে তাহারা আগতপ্রায়, বস্ত্র অলঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া

আসিতেছে। আপাততঃ চারিজন দ্বারবান্ উপস্থিত আছে, আপনার যেরূপ অনুমতি হয়। রামসেবক কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, চোপদার আর কাহাকে নিবেদন করিতেছে মনে করিয়া পশ্চাতে দেখিলেন ; সে দিকে কেহই নাই, হতবুদ্ধি হইয়া শাক বার্ত্তাকু ফেলিয়া চোপদারের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অগত্যা একজন প্রতিবেশী বলিয়া উঠিল, আমাদের দেশত্যাগী করিবার নিমিত্ত তোমার যদি ইচ্ছা ছিল তাহা পূর্ব্বে বলিলেই আমরা আপনারাই চলিয়া যাইতাম, এ সকল যোগাযোগ করিবার আর তোমার আবশ্যক হইত না। আর একজন বলিয়া উঠিল, তুমি বড় লোক, আমাদের মত সামান্য লোকের উপর এ সকল অত্যাচার করা উচিত হয় নাই। রামসেবক কাতর নয়নে সকলের মুখপ্রতি চাহিতে লাগিলেন। এমন সময় রাজবাটী হইতে দ্রব্যাদি আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। সকলেই অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমে সকলের মুখ ভার হইল। ক্রমে তাহাদের মধ্যে গোপনে উপহাস আরম্ভ হইল, কেহ কটাক্ষ দ্বারা, কেহ বা অঙ্গস্পর্শ দ্বারা উপহাস করিতে লাগিল। গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও তাহাদের রহস্যপ্রবৃত্তি ক্ষান্ত হইল না। ধনাঢ্যের প্রতি উপহাস, দরিদ্রের প্রতি উপহাস, বৃদ্ধের প্রতি উপহাস, যুবতীর প্রতি উপহাস, সতীত্বের প্রতি উপহাস ঘরে ঘরে আরম্ভ হইল।

তাহাদের গৃহিণীরাও ঈর্ষাপরবশ হইয়া নানা কথা আরম্ভ করিল। অনেকেই স্থির করিল যে, "গহনা পরার গলায় দড়ি।"

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্ণে যখন রাজা ইন্দ্রভূপ আত্মীয়গণ-পরিবেষ্টিত হইয়া পুরাণ শ্রবণ করিতেছিলেন, একখানি শিবিকা তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। একজন পরিচারক আসিয়া যোড়হস্তে বলিল যে, পাল্কী আসিয়া পৌঁছিল। রাজা ইঙ্গিত দ্বারা সংবাদ গ্রহণ করিলেন ; পুরাণপাঠ পূর্ব্বমত চলিল।

অন্তঃপুরে শিবিকা রক্ষিত হইল, তিন চারি জন পরিচারিকা আসিয়া পাল্কীর দ্বার খুলিল। "মা মা" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা ক্ষুদ্র হস্তে করতালি দিয়া উঠিল, পরে পাল্কী হইতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জনৈক পরিচারিকা তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইল ; ক্রোড় হইতে বালিকা মাকে ডাকিতে লাগিল। পাল্কীতে একটি যুবতী ছিলেন, তিনিই বালিকার মা। পরিচারিকারা তাঁহার সসম্মানে আহ্বান করিলে, তিনি ধীরে ধীরে অবতরণ করিলেন। তাঁহার পরিধানে মুরসিদাবাদী পট্টবস্ত্র, আপাদমস্তক নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত। কিন্তু সকলগুলি অঙ্গোপযোগী নহে, অনেকগুলি অঙ্গ হইতে স্খলিতোন্মুখ। পাল্কীর নিকট দাঁড়াইয়া যুবতী সেগুলি অঙ্গে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পারিতেছেন না দেখিয়া জনৈক পরিচারিকা সাহায্য করিল। অলঙ্কারের দৌরাত্ম্য শেষ হইলে যুবতী আবার দেখিল, বস্ত্র আয়ত্ত করিয়া রাখা ভার হইল। পরিচারিকারা তাহা বুঝিতে পারিয়া যত্ন জানাইবার উপলক্ষে সবস্ত্র তাঁহার অঙ্গ ধরিয়া রাণীর নিকট লইয়া চলিল।

রাণী তৎকালে কিঞ্চিৎ দূরে বারাণ্ডায় ব্যজনহস্তে দাঁড়াইয়া ঈষৎ বামে মস্তক হেলাইয়া দেখিতেছিলেন। যুবতী অতি কুণ্ঠিত-ভাবে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রাণী আশীর্ব্বাদ করিয়া হস্তধারণপূর্ব্বক যুবতীকে তুলিলেন এবং নিকটে উপবেশন করিতে বলিয়া আপনি অগ্রসর হইয়া পরিচারিকার ক্রোড় হইতে বালিকাকে লইলেন। পরিচারিকার ক্রোড়ে বালিকা ম্লানভাবে থাকিয়া কাঁদিবার উদ্‌যোগ করিতেছিল, ক্রোড়-পরিবর্ত্তন হওয়াতে সে ভাব কতক গেল। রাণীর ক্রোড়ে গিয়া বালিকা প্রথমে স্বর্ণখচিত বস্ত্রাঞ্চল দেখিতে লাগিল, তাহার পর একবার মুখ তুলিয়া রাণীর প্রতি চাহিল। কপালে হীরক জ্বলিতেছে দেখিয়া তাহা স্পর্শ করিবার নিমিত্ত ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণ করিল, হস্ত সে পর্য্যন্ত গেল না। এই সময় কণ্ঠের হীরকের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বালিকা তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিয়া বলিতে লাগিল, "এ এ।" রাণী বালিকার মুখচুম্বন করিয়া শয্যার উপর বসিলেন, বালিকাকে আপন ক্রোড়ে বসাইলেন। তাহার গর্ভধারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটির নাম কি?" গর্ভধারিণী বলিলেন "পুটু।" রাণী বলিলেন, "কল্য মহারাজ বলিয়াছেন, নাম মাধবীলতা। তা হউক। মাধবীলতা অপেক্ষা পুটু নাম ভাল। পুরুষেরা মাধবীলতা বলুন, আমরা পুটু বলিব।

এই সময় মাতার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় পুটু রাণীর ক্রোড় হইতে মাতার ক্রোড়ে গেল, আবার মার ক্রোড় হইতে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া রাণীর ক্রোড়ে বসিয়া মার প্রতি চাহিয়া হাসিতে লাগিল। "আয়" বলিয়া মা হাত বাড়াইলে পুটু হাসিয়া রাণীর বস্ত্রান্তরালে মুখ লুকাইল, আবার অল্পে অল্পে মুখ বাহির করিয়া মাকে দেখিতে লাগিল। তাহার প্রতি মার দৃষ্টি পড়িবামাত্র আবার হাসিয়া মুখ লুকাইল।

রাণী একজন পরিচারিকার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "রাজকুমার আমার এরূপ খেলা জানে না। রাজকুমার কোথায়? একবার এইখানে আনিয়া পুটুর কাছে বসাইয়া দেও দুই জনে কি করে দেখি।" পরিচারিকা উঠিয়া গেল।

আর একজন পরিচারিকা আসিয়া পুটুর হাতে মিষ্টান্ন দিল। পুটু তাহা খাদ্য বলিয়া অনুভব করিতে পারিল না, খেলিবার দ্রব্য মনে করিয়া ভাঙ্গিল। স্তন্যদুগ্ধ, খই আর গুড় ভিন্ন পুটু অন্য দ্রব্য কখন খায় নাই, মোণ্ডা মিঠাই কখন দেখেও নাই, কাজেই ফেলিয়া দিল।

এই সময় অন্তঃপুরের দ্বারে নাগরা বাজিয়া উঠিল। রাণী বলিলেন, "রাজা আসিতেছেন।" একজন পরিচারিকা পুটুর মাকে কক্ষান্তরে লইয়া গেল, রাজা হাসিতে হাসিতে আসিলেন। রাজাকে দেখিবামাত্র পুটু হাত বাড়াইয়া দিল, রাজা পুটুকে ক্রোড়ে লইয়া রাণীর নিকট বসিলেন। রাণীকে বলিলেন, "আমি রাত্রে যে বলিয়াছিলাম মেয়েটি চমৎকার, বাস্তবিক তাহা নয়?"

রাণী। মেয়েটিকে কোলে করে যেন আমার কোল যুড়াল।

রাজা। শরীর চমৎকার নরম।

রাণী। আমি তা বলিতেছি না, ছেলেদের শরীর এইরূপ নরম হয়। রাজকুমারের শরীর বরং আরো নরম।

রাজা। তবে কি বলিতেছিলে?

রাণী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "অন্য ছেলে কোলে করে এত সুখ হয় না। এই খুদে মেয়ে যেন কিছু মন্ত্র জানে।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "তাহা কিছুই নয়। আমি বড় ভাল বাসিয়াছি বলিয়া তোমারও ভাল লাগিয়াছে।"

রাণী। তাই হবে, মেয়েটির ত কোন খুঁত নাই, সকলই গুণ; অন্য ছেলে হলে এতক্ষণ কত কাঁদিত, পুটু এসে অবধি কেবলই হাসিতেছে। আর দেখুন পুটুর হাসি যতবার দেখিলাম ততবারই আপনাকে মনে পড়িল, কেন বলুন দেখি।

রাজা। মাধবীর হাসি বুঝি কতক আমার মত।

রাণী। তা আমি ঠিক বুঝিতে পারি না, কিন্তু এর হাতের গড়ন দেখুন ঠিক আপনার মত।

রাজা। আবার দেখ এর চোখ দুটি নিশ্চয় তোমার মত। প্রথমে দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলাম।

রাণী। কি আশ্চর্য্য! মানুষের মত ত মানুষ হয়?

রাজা। এ জগতে কিছুই বিচিত্র নহে। রামসীতার মত যদি কোন ঘটনা আমাদের হইত, তবে বলিতাম এ আমারই লব। কিন্তু সেরূপ আমাদের কোন ঘটনা ত নাই।

রাণী। বালাই! বালাই! তাঁরা দেবতা মাথার উপর থাকুন।

রাজা। প্রায় সন্ধ্যা হইল। ব্রাহ্মণকন্যাকে আর অধিকক্ষণ রাখা না হয়। আমি এখন যাই।

রাজা চলিয়া গেলেন, অন্তঃপুর অতিক্রম করিলে আবার পূর্ব্ব-মত বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল। বাদ্যোদ্যম শুনিবামাত্র রাজ-প্রাঙ্গণে স্বর্ণ-মুষল-হস্তে নকিব হিন্দিভাষায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া রাজার বহির্গমনবার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিল। অমনি নহবৎ বাজিয়া উঠিল। দ্বারে সুসজ্জিত হস্তী উপস্থিত ছিল, বৃংহিত নাদ করিয়া উঠিল। অমাত্যগণ অগ্রসর হইলেন, পরিচারিকাগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। রাজা পুষ্পোদ্যানে গেলেন।

---

## নবম পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রভূপ উঠিয়া গেলে পুটুর মা রাণীর নিকটে আসিয়া বিদায় চাহিলেন। রাণী হাসিয়া বলিলেন, "পুটুকে রাজকুমা-রের সহিত আলাপ করিয়া দিই, আর একটু থাক।" এই সময় পরিচারিকা রাজকুমারকে আনিয়া পুটুর সম্মুখে বসাইয়া দিল। উভয়ের একই বয়স, দেখিতে প্রায় একইরূপ। রাজকুমার কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল মাত্র। পুটু তখন মৃত্তিকায় বসিয়া অন্য-মনস্কে স্বর্ণমুদ্রা লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। রাণী যখন প্রথমে পুটুকে ক্রোড়ে লন, কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা তাহার হস্তে দিয়াছিলেন। জনৈক দাসী তাহা পুটুর হস্ত হইতে লইয়া আপনার নিকটে রাখিয়াছিল, এক্ষণে বিদায়ের সময় উপস্থিত দেখিয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি আবার পুটুর হস্তে দিল, পুটু তাহা লইয়া আপন মনে খেলা করিতেছিল। রাজকুমারকে পুটুর সম্মুখে বসাইয়া দিলে, পুটু ক্রীড়া ত্যাগ করিয়া রাজকুমারকে দেখিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে একটি ক্ষুদ্র অঙ্গুলী রাজকুমারের অঙ্গে দিল, আবার সভয়ে হাত সরাইয়া সকলের দিকে চাহিতে লাগিল। রাজকুমার কাঁদিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ পুটু একটি স্বর্ণমুদ্রা তুলিয়া "ন্না ন্না" বলিয়া রাজকুমারের সম্মুখে ধরিল। রাজকুমার প্রথমে শান্ত হইয়া পুটুর হস্তস্থিত স্বর্ণমুদ্রার প্রতি চাহিল, পরে পুটুর হাত হইতে তাহা ফেলিয়া

দিয়া আবার ক্রন্দন আরম্ভ করিল। রাণী বলিলেন, "ও পোড়া কপাল।" একজন সখী রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিল।

পুটুর মা রাণীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। বিদায় দিবার সময় রাণী আর কোন কথা কহিলেন না, কেবলমাত্র একজনকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। সঙ্গিনী পুটুকে ক্রোড়ে লইয়া পাল্কীতে দিয়া আসিল। পাল্কীতে প্রবেশ করিবার সময় পুটুর মা সঙ্গিনীর দুটি হস্ত ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজ্যেশ্বরী কি আমার উপর রাগ করিলেন?" সঙ্গিনী হাসিয়া বলিল, "সে কি কথা?" বাহকগণ আসিয়া পাল্কী তুলিল। যে সঙ্গিনী পুটুকে ক্রোড়ে লইয়া পাল্কীতে দিতে গিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে অন্য এক মহলে প্রবেশ করিল। রাজার কনিষ্ঠা ভগিনী, বিধবা নিঃসন্তান, তথায় বাস করেন। তাঁহার পরিচারিকারা সকলেই বিধবা, বৃদ্ধা, অধিকাংশ ব্রাহ্মণকন্যা। তাহাদের মধ্যে একজন পঞ্জিকা দেখিতে এবং গ্রন্থপাঠ করিতে পারিত। সেই ব্রাহ্মণী প্রত্যহ অপরাহ্নে রাজভগিনীকে কালী-কীর্ত্তন শুনাইত।

রাণীর সঙ্গিনী যখন প্রবেশ করিল তখন কীর্ত্তন পাঠ সমাধা হইয়াছে, সকলে তূলা চরকা তুলিতেছে। নিত্যই ব্রাহ্মণী পরিচারিকারা অপরাহ্নে সূতা কাটে বা পৈতা তোলে। রাজ-ভগিনীর ব্রতে পৈতার সর্ব্বদাই প্রয়োজন হয়।

রাণীর পরিচারিকাকে দেখিয়া রাজভগিনী বলিলেন, "আসিয়াছ ভাল হইয়াছে, আমি রাজার জন্য স্বহস্তে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়াছি" এই বলিয়া তাহাকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন।

রৌপ্যপাত্রে করিয়া দুই তিন প্রকার মিষ্টান্ন দিলেন। সঙ্গিনী তাহা হস্তে লইয়া বলিল, "একটা কথা বলিতে আসিয়াছিলাম।"

রাজ-ভ। কি ?

সঙ্গিনী। আজ সেই মেয়ে দেখিলাম।

রাজ-ভ। কোন্ মেয়ে ?

সঙ্গিনী। আপনি সকল ভুলে গেছেন ?

রাজ-ভ। আমার ত কই কিছুই মনে হয় না।

সঙ্গিনী। সেই হতভাগিনী।

রাজ-ভ। কোন্ হতভাগিনী ?

সঙ্গিনী। আপনি কি সেই বিপদের রাত্রি ভুলিয়া গিয়াছেন ?

রাজ-ভ। এখন বুঝিলাম। কোথায় দেখিলে ?

সঙ্গিনী। এই রাজবাটীতে, এই মাত্র।

রাজ-ভ। সে কি ? কে আনিল ? চল, আমি দেখিগে।

সঙ্গিনী। এক্ষণে আর দেখিতে পাইবেন না, তারে লয়ে গিয়েছে।

রাজ-ভ। আহা ! আমি দেখিতে পেলেম না। কে আনিয়াছিল ?

সঙ্গিনী। তার মা

রাজ-ভ। রাণী কি বলিলেন ?

সঙ্গিনী। দরিদ্রের কন্যা বলিয়া কয়েক থান মোহর দিলেন। মেয়েটিকে রাজা বড় ভাল বেসেছেন। আপনি কোলে নিলেন, মুখে চুমো খেলেন।

রাজভগিনী চক্ষের জল মুছিয়া অন্যমনস্কে বসিয়া রহিলেন।

## দশম পরিচ্ছেদ।

পর দিবস প্রাতে পুটুর মা গৃহকার্য্য করিতে গেলেন। প্রথমে মার্জ্জনী লইয়া গৃহমার্জ্জনা আরম্ভ করিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন এমত সময় একজন পরিচারিকা তাঁহার হস্ত হইতে ঝাঁটা লইল। পুটুর মা পাকশালায় চুল্লি সংস্কার করিবার নিমিত্ত গেলেন, আর একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "ঠাকুরাণি! এ সকল আমাদের কার্য্য"। পুটুর মার উত্তর অপেক্ষা না করিয়া পরিচারিকা চুল্লি সংস্করণ করিতে বসিল। পুটুর মা উঠিয়া অঞ্চলে হস্ত মুছিতে লাগিলেন। এমন সময় একটি মৃৎকলসের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। পুটুর মা অমনি কলসটি কক্ষে লইয়া জল আনিতে চলিলেন। এই সময় তৃতীয় আর একজন পরিচারিকা আসিয়া কক্ষ হইতে কলস লইয়া জল আনিতে ছুটিল। পুটুর মা কোন কার্য্য করিতে পাইলেন না। তাঁহার মনে অভিমান জন্মিল। খড়কি-দ্বারে দাঁড়াইয়া নখ দ্বারা কপাটের এক স্থান খুঁটিতে খুঁটিতে অস্ফুট স্বরে আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন, "আমি কি তবে সংসারের কোন কার্য্য করিতে পাব না? আমি কি আর সংসারে কেহই নই? আমার তবে আর কাজ কি?"

বহির্ব্বাটীতে তাঁহার স্বামীও এই-দশাপন্ন। তথায় চারিজন দ্বারবান্ বসিয়াছিল। রামসেবককে দেখিবামাত্র তাহারা উঠিয়া

যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। রামসেবক অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। শয়নঘর হইতে সযত্নে তামাক সাজিয়া তাহাদের নিমিত্ত লইয়া গেলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাহারা বসিয়াছিল, তাঁহাকে দেখিবামাত্র আবার ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইল। রামসেবক তাহাদের নিকট কলিকা রাখিয়া "আপনারা তামাক খান" বলিয়া চলিয়া আসিলেন। রামসেবক যখনই বহির্ব্বাটীতে যান তখনই তাহারা ব্যস্ত হইয়া উঠে দাঁড়ায়, কাজেই রামসেবক তাহাদের সম্মুখে যাইতে কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে স্থান নাই, বিশেষতঃ তথায় তিন চারি জন দাসী রহিয়াছে; সদরে দ্বারবানেরা। রামসেবক বড়ই কষ্টে পড়িলেন। কোথায় যান? পূর্ব্বে তাঁহার যতই কষ্ট থাকুক তিনি আপনার গৃহে নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারিতেন, এক্ষণে সে সুখ গেল। তখনকার প্রচলিত কথা ছিল যে "পরভাতি ভাল, ত পরঘরি কিছু নয়।" রামসেবক এক্ষণে প্রকারান্তরে "পরঘরি" হইলেন। আপনার ঘরে পরের নিমিত্ত তাঁহাকে কুণ্ঠিত থাকিতে হইল। কেন হইল তাহা বুঝিতে না পারিয়া রামসেবক সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যাহাদের দাসদাসী আছে তাহারা সকলেই এইরূপ "পরঘরি।"

রামসেবক খড়কি-দ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন, পথে একজন প্রতিবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রতিবাসী একটু ঈষৎ হাসিলেন; রামসেবক বলিলেন, "চল ভাই তোমার বাটীতে যাই।" প্রতিবাসী বলিল, "আমার কাজ আছে।" পরে সে অন্য পথে চলিয়া গেল। রামসেবক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে খড়কির দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। আহারান্তে আবার খড়কি-দ্বার দিয়া চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্ণে পুটুর মাতা একাকিনী শয়নঘরে বসিয়া ভাবিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কখনই তাঁহাকে এরূপ বিমর্ষ হইয়া দীর্ঘকাল একাকিনী থাকিতে হইত না; অপরাহ্ণে সমবয়স্কারা আসিয়া জুটিত। অল্পবয়স্কারা একত্র হইয়া যদি কেবল বসিয়া থাকে—কথা কব না, কবই না, বলিয়া যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া থাকে, তথাপি তাহাদের মধ্যে আহ্লাদের তরঙ্গ উছলিতে থাকে। যে পর্য্যন্ত দাসদাসী তাঁহার বাটীতে আসিয়াছে সেই পর্য্যন্ত প্রতিবাসীদের গতিবিধি রহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে মধ্যাহ্নে সকল সময়েই কেহ না কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, “আজ এখন রাঁধচ? আজ কি রান্না হয়েছিল? বেগুন কে দিলে? তেল আর কেনা যায় না, ছয় পয়সা করে সের, পরে কি যে হবে তাহা বলা যায় না।” এক্ষণে এ সকল আলাপ করিতে কেহ আর আইসে না। কিন্তু সকলেই আপন আপন বাটীতে বসিয়া সর্ব্বদাই পুটুর মার কথা আন্দোলন করিতেছে। কেহ বলিতেছে, পুটুর মার কি অদৃষ্ট! কেহ উত্তর করিতেছে, পোড়া কপাল অমন অদৃষ্টের। কেহ বলিতেছে, রাজা না কি পুটুর মাকে সোণায় মুড়েছে। কেহ বলিতেছে, তাহার কাপড়ে নাকি মুখ দেখা যায়। কেহ বলিতেছে, এই দুই দিনে পুটুর মার শ্রী ফিরেছে, রঙ ফেটে পড়িতেছে। কেহ বলিতেছে “পুটুর মার গলায় দড়ি, আবার লোকের নিকট মুখ দেখাবে কেমন করে।

যিনিই মুখে যাহা বলুন, পুটুর মাকে দেখিতে সাধ সকলের অতি প্রবল হইয়াছিল; কিন্তু যাবার উপায় নাই, পুটুর মার কলঙ্ক রটিয়াছে, এক্ষণে তাহার বাটী যাইতে গৃহস্থেরা আপন আপন কন্যাদের নিষেধ করিয়াছেন। পুটুর মা এ সকল কথা

কিছুই জানেন না, একাকিনী বসিয়া আছেন এমত সময় এক জন পরিচারিকা আসিয়া কেশবিন্যাস করিতে আহ্বান করিল। পুটুর মা সকল বিষয়েই পরিচারিকাদের আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িয়াছেন, কাজেই কোন উত্তর না করিয়া তাহার সঙ্গে স্বতন্ত্র স্থানে গিয়া বসিলেন। তথায় নানাপ্রকার পাত্রে নানাপ্রকার উপকরণ প্রস্তুত ছিল, পুটুর মা মনে করিলেন তাহাদের একটি একটি করিয়া নাম জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না।

তখনকার বঙ্গযুবতীরা এক্ষণকার ন্যায় খর্ব্বকেশা হন নাই, তখন সিন্দুরে বিষ মিশে নাই, চিনেমারের যুবতীর ন্যায় চুল টানিয়া বাঁধা ফ্যাশন হয় নাই, কাজেই তখন এক্ষণকার মত কেবল টাক ঢাকিতে ঘোমটার প্রয়োজন হইত না। পরিচারিকা পুটুর মার পশ্চাতে বসিল, মেঘের ন্যায় পুটুর মার কেশরাশি এলাইয়া পড়িল। পরিচারিকা তাহার মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলিল, "ঠাকুরাণীর কি চুল, আমাদের মহারাণীরও এরূপ নয়।" পুটুর মা দর্পণ তুলিয়া প্রসন্ন বদনে আপনার চুল দেখিতে লাগিলেন। কেশরাশি অঙ্গুলিতে আন্দোলিত হইয়া আসনে খেলিতেছে। পুটুর মা ঈষৎ হাসিমুখে আপনার কেশের প্রতি কটাক্ষ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণীর কেশ কি আরও ছোট? পরিচারিকা বলিল, "আহা সে দুঃখের কথা আর কি বলিব? এবার প্রসব হওয়ার পর তাঁহার অর্দ্ধেক চুল গিয়াছে, যাহা কিছু আছে তাহা কেবল আমাদের গুণে। কেবল চুল কেন? দেখেছেন ত রাণীর বর্ণ, যেন কাঁচা সোণা, তাহাও আমাদের ফলান! রাজা যে এতটা রাণীকে ভাল বাসিতেন তাহাও আমাদের চেষ্টায়—

পুটুর মা। রাজা কি এখন আর রাণীকে তত ভাল বাসেন না?

পরি। "কই আর" এই বলিয়া পরিচারিকা চক্ষুভঙ্গী করিয়া হাসিল। পুটুর মা তাহা দেখিতে পাইলে আর এ কথার প্রসঙ্গ করিতেন না।

পুটুর মা। রাজার ভালবাসা গেল কেন?

পরি। তা কি জানি না? রামী বলে, আর সোহাগ-তৈল রাণী মাখেন না বলিয়া ভালবাসা গেল।

পুটুর মা। সোহাগ-তৈল কি?

পরি। সে একটা তৈল।

পুটুর মা। তা আর মাখেন না কেন?

পরি। কোথায় পাবেন? আমি ছাড়িয়া গেলেম, আর তেল তাঁরে কে করে দিবে? সোহাগ-তেল সকলের হাতে হয় না। আমার স্বামী আমাকে এত ভালবাসিত যে, আমার জন্য প্রাণ বা'র করেছিল। তাই আমি সোহাগ-তেল করে থাকি, অন্যে করিলে ফলে না; আর কাহারও স্বামী ত স্ত্রীর জন্য মরে নি।

পুটুর মা। তোমার স্বামী কি তোমার জন্য মরেছিলেন?

পরি। সে আমায় একদণ্ড চক্ষুর আড় করিত না, সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। আমি স্নান করিতে যেতেম অমনি সে গামছা-কাঁদে ছুটিত। জল আনিতে গেলে পথে পথে দাঁড়াইয়া থাকিত। যেখানে যাব সেখানে যাবে। এক দিন রাত্রে আমি না বলে যাত্রা শুনিতে গিয়েছিলাম, ঘুম ভাঙ্গিলে আমাকে না দেখিতে পাইয়া গলায় দড়ি দেয়। সকলে

বলিতে লাগিল, "কি ভালবাসা।" ব্রহ্মচারী এ কথা শুনিয়া এক দিন আমায় বলিলেন, "তোমার হাতে সোহাগ-তৈল ফলিবে।" তাই আমায় তিনি সোহাগ-তৈল শিখাইয়া দিলেন; লোকে আমায় সেই অবধি সোহাগী বলে ডাকে। স্বামীর সোহাগী ছিলাম বলে সোহাগী। সোহাগ তেল করে সোহাগী নই।

পুটুর মা। তুমি যাত্রা শুনে এসে কি করিলে?

সোহাগী। কি আর করিব? একটু কাঁদলাম, বলি তুমি কোথা গেলে, ফিরে এস, আর আমি কখন যাত্রা শুনিতে যাব না। তা মা আমরা দুঃখী লোক, আমাদের কাঁদা-কাটার সময় কই? পাঁচ জন বারণ করিলে আর কি করি; সকলেই বলিল যে, আর কেঁদে কি হবে।

পুটুর মা আর মাথা বাঁধিলেন না, হয়েছে বলিয়া উঠিলেন। সোহাগী বলিল, "আর একটু বসুন, গা মুছাইয়া দিই, সিন্দূর পরাইয়া দিই। সিন্দুরের নাম শুনিবামাত্র পুটুর মা আবার বসিলেন। বেশবিন্যাস সমাপ্ত হইলে পুটুর মা উঠিয়া আপনার আপাদ মস্তক দর্পণে দেখিলেন। রক্তবর্ণই তখনকার ফ্যাশন ছিল, পায়ে আল্‌তা, পরিধানে রাঙ্গা শাটী, ওষ্ঠ তাম্বূল-রাগে রাঙ্গা, কপালে সিন্দূর, অলঙ্কার রাঙ্গা সূতায় গাঁথা; তখন সকলেই রাঙ্গা ভাল বাসিত। শাক্তেরা রক্তচন্দন মাখিত, জবা ফুলে পূজা করিত। পরে শক্তি-উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে রক্তবর্ণেরও কিছু মান কমিয়াছিল। কৃষ্ণ-উপাসনা প্রবল হইলে রক্তবর্ণের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণবর্ণের আদর বৃদ্ধি হইল; সেই সময় অবধি কালাপেড়ে ধূতি পরিচ্ছদ, দাঁতে মিশি, পিঞ্জরে কোকিল।

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

বেশবিন্যাস সমাধান্তে পুটুর মা পুটুকে ক্রোড়ে করিয়া খড়কি-দ্বারে আসিলেন। ইচ্ছা যে, কোন প্রতিবাসীর গৃহে গিয়া দুই দণ্ড বসেন, অথচ যাইতে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কেন মনে এরূপ সঙ্কোচ জন্মিতেছে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না। বোধ হয়, অলঙ্কারাদি পরিয়াছেন বলিয়া লজ্জা হইতেছে, অথচ অলঙ্কার দেখাইতেও সাধ জন্মিয়াছে। যাওয়া উচিত কি না ভাবিতেছেন, এমত সময় তাঁহার স্বামী খড়কি-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামসেবক স্ত্রীকে দেখিয়া হঠাৎ বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। পুটুর মার বর্ণ পরিষ্কার হইয়াছে, অল্প বয়সের চাকচিক্য পুনঃ প্রকাশ পাইয়াছে, সুন্দরী বলিয়া যেন তাঁহার নিজেরও প্রতীতি জন্মিয়াছে, আর পূর্ব্বের ন্যায় শরীরের সঙ্কোচ নাই। পুটুর মা অঞ্চলাগ্র ধরিয়া বামকক্ষে পুটুকে লইয়া ঈষৎ হেলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, পুটু সর্ব্বভয়নিবারক মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া অঙ্গুলি চুষিতেছে। রামসেবক যেন একখানি প্রতিমা দেখিলেন। গৃহিণী সুন্দরী দেখা সকলের অদৃষ্টে ঘটে না, ধনবান্‌দের ত কথাই নাই, স্ত্রী অপেক্ষা চতুষ্পদের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি অধিক। দরিদ্রের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু স্ত্রী সুন্দরী কি কুৎসিতা তাহা রামসেবক এ পর্য্যন্ত একবারও অনুভব করেন নাই।

রামসেবক পুটুর মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাইতেছ ?"

পুটুর মা। পদ্মদের বাড়ী বেড়াইতে।

রাম। গিয়া কাজ নাই।

পুটুর মা। কেন ? আমি যাই না বলিয়া তারা কেহ আসে না। পদ্ম আমায় ভালবাসে, আমার ছেঁড়া কাপড় দেখে কত দুঃখ করিত, এখন আমার গহনা দেখে কত সুখী হবে।

পুটুর মা অল্পবয়স্কা, অদ্যাপি জানেন নাই যে, যাহারা ছিন্ন-বস্ত্র দেখিয়া আহা বলে, পরে তাহারা অলঙ্কার দেখিলে মুখ ভার করে। যতদিন আমার অপেক্ষায় তুমি দীনদশাপন্ন থাক, ততদিন আমি তোমায় ভালবাসি। তাহার পর স্বতন্ত্র ব্যবহার।

রামসেবক পুটুর মাকে ঘরে লইয়া গেলেন। পুটুর মা আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পাইলে বেড়াইতে যাইতেন কি না সন্দেহ, কিন্তু রামসেবক তাহাতে প্রতিবন্ধক হওয়ায় যাওয়া হইল না মনে করিয়া অভিমান করিলেন, মুখ ভার করিয়া রহিলেন। রামসেবক তাহা কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তিনি পুটুকে আদর করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া পুটু "বাবা" শব্দ পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, কিন্তু কোন্ স্থানটি বাবা তাহা ঠিক সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া, কখন চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া বলিতে লাগিল, "এই বাবা"; কখন ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া বলিতে লাগিল, "এই বাবা"। পুটুর এই ভ্রম দেখিয়া তাহার মা হাসিয়া ফেলিলেন, তাঁহার আর অভিমান থাকিল না, তিনি পুটুকে তখন আপন ক্রোড়ে লইয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঠিক কথা, পুটু! ওরে চেনা যায় না।" পুটুকে তাহার

পর বুকে তুলিয়া গালের উপর গাল টিপিয়া নিশ্বাস টানিয়া পুটুর মা সুখে বলিতে লাগিলেন, "পুটু পুটু, আমার পুটু।"

রামসেবক। ওকি! তুমি যে করে পুটুকে টেপ, দেখে আমার ভয় করে।

পুটুর মা। আমার পুটুর গায়ে কেমন ক্ষীর ক্ষীর গন্ধ।

রামসেবক। আজ তোমার গায়েও সদ্গন্ধ বেরিয়েছে।

পুটুর মা একটু লজ্জিত হইলেন। লজ্জায় হাসিয়া বলিলেন, "সোহাগী কি কতকগুলা মাখাইয়া দিয়াছে। আমি কাল সোহাগ-তেল মাখিব।

রামসেবক। সোহাগ-তেল মাখিলে কি হবে?

পুটুর মা। তুমি আমায় ভাল বাসিবে।

রামসেবক। আমি কি তোমায় ভাল বাসি না?

পুটুর মা। কই ভাল বাস?

রামসেবক। তবে ভালবাসা কারে বলে?

পুটুর মা। ভালবাসা কারে বলে তুমি কি তা জান না? তুমি কি কাহারেও কখন ভালবাস নাই?

রামসেবক। ভাল বেসেছি, এক সময় মাকে ভাল বেসেছি, এখন হয় ত সেইরূপ তোমায় ভালবাসি।

পুটুর মা। হয় ত?

রামসেবক। তা বই কি, আমি কেমন করে বুঝিব?

পুটুর মা। ও পোড়া কপাল! ভালবাসা কি বুঝে দেখিতে হয়? না, পাড়ার লোককে জিজ্ঞাসা করে জানিতে হয় যে, ওগো তোমরা বলে দাও আমি কারে ভালবাসি। তুমি ভালবাস অথচ তুমি জান না যে, কারে ভালবাস।

রামসেবক। জানি বই কি? তবে দুজনের মধ্যে ঠিক করে বলিতে গেলে একটু সন্দেহ হয়, তাই বলিতেছিলাম তোমায় হয় ত মার মতই ভালবাসি।

পুটুর মা। ও কি আবার কথার শ্রী?

রামসেবক। তা নয়, তা নয়, বলি তোমাদের দুজনকেই সমান ভালবাঁসি, হয়ত তোমায় কিছু বেশি ভালবাসি।

পুটুর মা। আমায় যে তুমি ভালবাস তা আমি কেমন করে বুঝ্‌ব? তুমি মনে করে দেখ দেখি, কখন কি আমায় ভালবাসার দুটা কথা বলেছ?

রামসেবক। সত্য কথা, বলিনে। ভালবাসার কথা কারে বলে আমি তা ঠিক জানি না; জানিলে অবশ্য বলিতাম। আমি ত কখন স্ত্রীপুরুষের একত্রে কথাবার্ত্তা শুনি নাই, শুনিলে শিখিতাম। ( তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন ) একবার গল্প শুনেছিলাম যে, একজন ভট্টাচার্য্য আপনার স্ত্রীর গাল ধরিয়া আদর করিয়াছিল, "তুমি আমার ভুজ্জির চা'ল তুমি আমার বিদায়ের ঘড়া।" যদি এরূপ ভালবাসার কথা চাও তা সময়ে সময়ে দুই একটা বলিতে পারি।

পুটুর মা হাসিয়া বলিলেন, "না, তবে আমায় তোমার ভালবাসার কথা বলে কাজ নাই।"

রামসেবক। ভাল, বল দেখি, স্ত্রীকে ভালবাসে না এমন লোক কি জগতে আছে?

পুটুর মা। আছে।

রামসেবক। কে?

পুটুর মা। রাজা।

রামসেবক। সে কি ? রাজা কি রাণীকে ভাল বাসেন না, তবে তাঁহার সংসার চলে কেমন করে ? না না, এ মিছে কথা।

পুটুর মা। আমি নিশ্চয় জানি, আমার অপেক্ষা রাজবাড়ীর খবর কে জানে, আমি রাজার সকল কথা জানি। রাজা রাণীকে একেবারে ভালবাসেন না।

রামসেবক। কেন ভালবাসেন না ?

পুটুর মা। কারণ আছে।

রামসেবক। কি বল না।

পুটুর মা। তা আমি বলিব না। সে কথা যাক, এখন আমায় ভালবাসিবে বল ?

রামসেবক। কারে ভালবাসা বলে আমায় শিখাইয়া দাও। কে স্ত্রীকে বিশেষ ভালবাসে বল, আমি তার দেখে শিখি।

পুটুর মা হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "বলিব বলিব ? এক জন স্ত্রীর জন্য আপনার প্রাণ—"

পুটুর মা এই কথা বলিতে বলিতেই শিহরিয়া উঠিলেন, "ওমা কেন এমন পোড়া কথা মুখ দিয়া বাহির হইল" এই বলিয়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইলেন।

সে বৃত্তান্ত কি, রামসেবক তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া পুটুর মাকে অন্যমনস্ক করিবার নিমিত্ত বলিলেন, "পুটুকে আজ রাজ-বাটীতে লয়ে যাবে না ?"

পুটুর মা। কই তার কোন কথা ত নাই।

রামসেবক। তুমি কাল যখন গিয়াছিলে তখন আমি দেখি-নাই। তুমি কি এই বেশে গিয়াছিলে ?

পুটুর মা। না।

রামসেবক। আজ তোমায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

পুটুর মা প্রথমে অলঙ্কারের প্রতি পরে বস্ত্রের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি যদি সুন্দর তবে তুমি এখন আমায় ভালবাসিবে বল ?"

রামসেবক। কই, পূর্ব্বে ত তুমি ভালবাসার নিমিত্ত কখন অনুরোধ কর'নাই, আজ কেন ভালবাসার এত চেষ্টা হয়েছে ?

পুটুর মা। আগে আমার গহনাও ছিল না, বস্ত্রও ছিল না। মনে করিতাম যে, আমার কি আছে যে তুমি ভালবাসিবে। এখন আমার সে সব হয়েছে, এখন বলিলে বলিতে পারি যে, আমায় ভালবাস।

রামসেবক। লোকে কি বস্ত্র অলঙ্কারের নিমিত্ত স্ত্রীকে ভাল-বাসে ? তাহা না থাকিলে কি ভালবাসে না ?

পুটুর মা। তা বই কি ? বস্ত্র অলঙ্কার থাকিলে লোকে সুন্দর হয়। এতদিন আমার বস্ত্রালঙ্কার ছিল না, তুমি ত এক দিনও আমায় সুন্দর বল নাই। আজ আমায় সুন্দর দেখেছ, আমিও ভালবাসার দাবি করেছি, অন্যায় হয়েছে ? বল ?

রামসেবক। পুটুর বস্ত্র অলঙ্কার নাই, তাই বলে কি পুটুকে তুমি সুন্দর দেখ নাই, না ভালবাস নাই ? আসল কথা, বস্ত্র অল-ঙ্কারে লোক সুন্দর হয় না।

পুটুর মা। তা যদি না হয় তবে লোকে বস্ত্র অলঙ্কারের জন্য এত করে মরে কেন ? তোমার ও কথা শুনি না। অলঙ্কারে নাকি লোককে সুন্দর দেখায় না ?

রামসেবক। অলঙ্কারে সুন্দরীর সৌন্দর্য্য বাড়ায় সত্য, কিন্তু আবার কুৎসিতার কুরূপ আরও বাড়ায়। তোমরা আপনারাই

ত বলে থাক, "মাগীর ঐ ত রূপ তার উপর আবার গহনা পরেছে।"

পুটুর মা। মিথ্যা নয়। কুরূপীরা গহনা পরিলে বড় কুৎসিত দেখায়। তারা কি জানে যে, এতে তাদের আরও কুৎসিত দেখায়? আমায় ত কুৎসিত দেখাচ্ছে না, বল?

রামসেবক। তোমায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

পুটুর মা। তবে আমি একবার পান্নের কাছে যাই।

রামসেবক হাসিয়া বলিলেন, "যাও"। অথচ যাইতে দিলেন না।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যখন রামসেবক স্ত্রীপুরুষে একত্রে কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন, তখন রাজা ইন্দ্রভূপ পারিষদ-সমভিব্যাহারে বায়ু-সেবনে যাইতে-ছিলেন। রামসেবকের বাটীর নিকট আসিয়া একবার দাঁড়া-ইলেন; কিন্তু কিছুই না বলিয়া আবার পূর্ব্বমত মন্দপাদবিক্ষেপে চলিতে লাগিলেন। ইচ্ছা, একবার মাধবীলতাকে দেখেন। তাহাকে আনিতে বলিলেই তৎক্ষণাৎ দেখিতে পান, কিন্তু কি ভাবিয়া আনিতে বলিলেন না; অথচ তাহাকে দেখিবার সাধও জন্মিয়াছে। পথে হয় ত মাধবীকে কাহার ক্রোড়ে দেখিতে পাইবেন এই মনে করিয়া উৎসুক লোচনে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে চলিলেন। কতক দূর যাইয়া দেখিলেন, আর একটি বালিকা এক বৃদ্ধের জানু ধরিরা দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। পড়িয়া যাইতেছে আবার উঠিয়া জানু ধরিয়া ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইতেছে; ইচ্ছা যে ক্রোড়ে উঠে। বৃদ্ধ সেদিকে একেবারে দৃষ্টি না করিয়া অবাক্ হইয়া রাজদর্শন করিতেছে। রাজা হাসিয়া বলিলেন, "এ দিকে কি দেখিতেছ? নাগরী যে তোমার পাদমূলে।" বৃদ্ধ অপ্রতিভ হইয়া বালিকাকে ক্রোড়ে লইল, মুখচুম্বন করিল, বালিকাও হাসিয়া বৃদ্ধের মুখচুম্বন করিল। রাজা হাসিমুখে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। কতক দূরে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, হাসিতে হাসিতে এক জন

বৃদ্ধ পারিষদকে বলিলেন, "বৃদ্ধেরা প্রেম-পীরিতে একেবারে বঞ্চিত নহে।" পরে কতকদূর গিয়া আবার ফিরিয়া বলিলেন, "এ প্রেমের প্রতিবাদী নাই।"

এই সময় বৃদ্ধ পারিষদ বলিলেন, "যথার্থই আজ্ঞা করেছেন, এ প্রেমের প্রতিবাদী নাই। আবার দেখুন, এ প্রেমে বৃদ্ধ যুবা সকলেই অধিকারী।"

"না, সকলে অধিকারী নয়, চূড়াধন বাবুকে তাহা জিজ্ঞাসা করুন," এই কথা পশ্চাৎ হইতে একজন বলিয়া উঠিল। সকলে ফিরিয়া দেখিলেন যে, পিতম পাগলা এক বৃক্ষতলে বসিয়া মাটীতে কি লিখিতেছিল, রাজাকে দেখিয়া উঠিয়া আসিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পিতম, এখানে যে? আমি তোমাকে দেখিবার জন্য পশুশালায় যাইতেছিলাম।

পিতম। মহারাজ! আমি পশু নই যে পশুশালায় আমায় দেখিতে পাইবেন। যখন লোকে পশুর ন্যায় আমার সহিত ব্যবহার করিয়াছিল তখন তথায় গিয়াছিলাম কিন্তু থাকিতে পারিলাম না, সেখানে বাঘের সঙ্গে আমার বড় বিরোধ হইল। তা ভাবিলাম যে, আমি যেখানেই যাব সেইখানেই বিরোধ, তবে আর কেন এখানে থাকি, তাই চলিয়া আসিলাম।

রাজা। বিরোধ হল কেন?

পিতম। বাঘ কাহারেও ভালবাসে না, নিজের ব্রাহ্মণী-কেও ভালবাসে না, দাঁত খিঁচিয়া যে প্রেমালাপ করে তার সঙ্গে কেমন করে বাস করি।

রাজা। বাঘ কি তোমায় ধরেছিল?

পিতম। ধরে নাই বরং আমিই ধরেছিলাম, তার ন্যাজ ধরে

টানিয়াছিলাম তাই তার রাগ। তার পূর্ব্বে আমার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল।

রাজা। কি কথা হয়েছিল ?

পিতম। বাঘ বলে যে তোমরা বড় কাপুরুষ, তোমাদের একেবারে সাহস নাই। তাহাতে আমি উত্তর করি যে, বটে বটে, তোমার এ নগরে আসাই তাহার প্রমাণ। বাঘ বলিল, আমায় পিঞ্জরবদ্ধ করে রাখা তোমাদের কৌশলের পরিচয় মাত্র, তোমাদের বলবীর্য্যের পরিচয় নহে। তোমরা দুর্ব্বল, একত্রে থাকাই তাহার পরিচয়। যদি তোমরা আমাদের মত বলিষ্ঠ হইতে, তাহাহইলে তোমাদের সমাজ কখন গঠিত হইত না, তোমরা কখন একত্রে বাস করিতে না ; সে প্রবৃত্তিই হইত না, সকলে আমাদের ন্যায় পরস্পর একা থাকিতে। আমরা পরস্পর সকলেই বীর, কেহ কাহার সাহায্য চাই না। এই জন্য আমাদের সমাজ নাই। জান ত দুর্ব্বলের বল সমাজ।

রাজা। তুমি এখন মাটীতে কি লিখিতেছিলে ?

পিতম। ও আপনাদের ঠিকুজি গণনা করিতেছিলাম।

রাজা। জ্যোতিষ শাস্ত্র পড়া আছে তবে।

পিতম। বিলক্ষণ পড়া আছে।

রাজা। ভাল, কি গণনা করেছ ?

পিতম। আপনার সময় বড় মন্দ। গ্রহ আপনার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। আপাতত আপনার জলভীতি। এই কথা বলিবামাত্র চূড়াধন বাবু চঞ্চল হইয়া প্রখর দৃষ্টিতে পিতমের প্রতি চাহিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর আমার ? আমার কি ভীতি ?"

পিতম। আপনার সময় বড় ভাল, ইচ্ছা হয় এই সময় আপনার পোষ্যপুত্র হই, আমায় পোষ্যপুত্র লইবেন? "পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনং" আমি আপনার শ্রাদ্ধ করিতে পারিব।

রাজা বিরক্ত হইলেন, পিতম গীত গাইতে গাইতে অন্য দিকে চলিয়া গেল।

এই দিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় চূড়াধন বাবুর দ্বারে দুই জন খর্ব্বাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া চুপি চুপি কি কথা কহিতেছিল। রাত্রি অন্ধকার, কেহ তাহাদের দেখিতে পায় নাই, দেখিলে লোকে ভয় পাইত। উভয়ের হস্তে গুপ্তি, কটিদেশে ক্ষুদ্র ভোজালি, ওষ্ঠে লোম। শেষ পরিচয়টি সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। তৎকালে বাঙ্গালি গুম্ফ বা শ্মশ্রু রাখিত না। বাঙ্গালি তখন নম্র, শান্ত, ধর্ম্মভীত। তখন গোঁফ রাখিলে বিপরীত বুঝাইত। যে গোঁফ রাখিল সে প্রকাশ্যরূপে জানাইল যে, আমি রাজা মানি না, সমাজ মানি না, কিছুই মানি না। এই জন্য এক সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজারা গোঁফ দেখিলেই কঠিন দণ্ড দিতেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত গোঁফ সাহসের পরিচায়ক ছিল। এই জন্য প্রথমে লাঠিয়ালেরা গোঁফ রাখিত। পরে গৃহরক্ষকেরা রাখে। তাহার পর সাহসিক যুবারা সেই পদ্ধতি অবলম্বন করে। এখন সকলেই রাখে। গোঁফ আর সাহসব্যঞ্জক নহে।

ক্ষণেক বিলম্বে চূড়াধন বাবু ধীরে ধীরে নিঃশব্দে দ্বার খুলিলেন। আগন্তুকের মধ্যে একজন বলিল, "এতক্ষণ ধরে দাঁড়াইয়া থাকিতে গেলে ত চলে না, চারিদিকে লোক লাগিয়াছে।" চূড়াধন বাবু কোন উত্তর না করিয়া তাহাদের লইয়া বৈঠক-

খানায় গেলেন। তথায় প্রদীপ ছিল না, অন্ধকারে তিন জনে বসিলেন। চূড়াধন বাবু প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গত রাত্রে কেন আস নাই ?"

প্রথম বক্তা। কাল চারিদিকে বড় পাহারা ছিল। সন্দেহ করে দুই চারি জনকে ধরে কয়েদ করেছে।

চূড়াধন। তবে কি দেওয়ান্ সন্দেহ করেছে ?

প্র, বক্তা। বিলক্ষণ সন্দেহ করেছে, কিন্তু সুবিধা এই যে, আমাদের কেহ চেনে না। চেনে না বলিয়াই নূতন লোক দেখি-লেই ধরিতেছে।

চূড়াধন। দেওয়ানের সন্দেহ হল কেন ? অবশ্য তোমরা অসাবধান হয়েছিলে।

প্র, বক্তা। কিছুমাত্র নহে। তবে কি জান, আগুন লেগেছে এখন ঘুমন্তরও ঘুম ভাঙ্গিবে। নগরের সকল লোকই রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, সকলেই সর্ব্বদা রাজার অধর্ম্মাচরণের কথা কহিতেছে। জানিতে কি আর বাকি থাকে ?

ইহার পর তিনজনে বহু তর্কবিতর্ক হইল। অনেকক্ষণ পরে সকলেই উঠিলেন। বিদায় হইবার সময় চূড়াধন বাবু বলিলেন যে, "তোমরা পিতম পাগলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। সে পাগল বলিয়া আর আমার বোধ হয় না, ছদ্মবেশী কোন ধূর্ত্ত লোক বলিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছে, তোমাদের সংবাদ রাখে।"

প্র, বক্তা। আপনাকে কিছু বলিতে হইবে না, আমি তাকে সিদ্ধেশ্বরীর কাছে নরবলি দিয়ে আপনাকে সংবাদ দিব।

চূড়াধন। তাহা হইলেই অর্দ্ধেক কণ্টক ঘুচিবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। পিতমকে আমি বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি,

কোন ছদ্মবেশী বলিয়া আমার বোধ হয় না, পিতম পাগল সত্যই, তবে এক এক সময় বোধ হয় তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে। সেই সময় তাহার বুদ্ধি বড় প্রখর হইয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা তাহার আন্তরিক কষ্ট উপস্থিত হয় তাহা দেখিলে শত্রুরও দয়া হয়। কিন্তু তাহাই বলিয়া আমি পিতমের উপর দয়া করি না, আমাকে যাহা বলিবে তাহাই করিব।

সকলে উঠিবার সময় চূড়াধন বাবু প্রথম অপরিচিত ব্যক্তিকে গোপনে বলিলেন, "তোমার সঙ্গীর প্রতি আমার সন্দেহ হয়। বুঝি এ ব্যক্তি পিতমের পক্ষ, অতএব সতর্ক হইবে।"

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যে নির্জ্জন মন্দিরে ব্রহ্মচারী বাস করিতেন, চন্দ্রালোকে তাহার গাম্ভীর্য্য বিশেষ বাড়িত। প্রকাণ্ড প্রান্তরের মধ্যে প্রকাণ্ড মন্দির, সম্মুখে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। পিতম পাগলা যখনই রাত্রে দেখিত তখনই বড় বিমর্ষ হইত। ইহা অসম্ভব নহে। স্থান-মাহাত্ম্য অতি আশ্চর্য্য, এই জন্যই তীর্থ। ভয়, ভক্তি, বিলাস, বৈরাগ্য এ সকলই স্থানের গুণে আপনিই মনে উদয় হয়। এই জন্য অনেকে বলে, স্থানানুযায়ী মনুষ্যের প্রকৃতি। বাঙ্গালায় পাহাড় পর্ব্বত কিছুই নাই, একখানি কঠিন প্রস্তরও নাই, বাঙ্গালায় যাহা কিছু আছে সকলই কোমল, মৃত্তিকা পর্য্যন্ত কোমল; অল্প তাপে শুষ্ক হয়, অল্প রসে গলিয়া যায়, অল্প ভরে আহত হয়। আমরাও ঠিক সেইমত কোমল; তাহাতেই পূর্ব্বে চটি পরিতাম, ধীরে ধীরে পা ফেলিতাম, পাছে মৃত্তিকার অঙ্গে আঘাত করি। আমরা এক্ষণে বিলাতি জুতা পরিতেছি, দন্ত করিয়া পা ফেলিতেছি, কিন্তু তাহাই বলিয়া আমাদের প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন হয় নাই, আমরা যাহা ছিলাম তাহাই আছি। অনুকরণ-অনুরোধে মৃত্তিকায় জুতার পেরেক ফুটাইতেছি, কিন্তু পরে হয় ত বাঙ্গালার অঙ্গে জুতার দাগ দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিব। জুতায় বা মোজায় প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না, যদি কখন বাঙ্গালায় পর্ব্বত জন্মে, মৃত্তিকা কঠিন হয়, আমরাও কঠিন হইব; নতুবা যে জাতিই

আসিয়া বাঙ্গালায় বাস করুক, সেই জাতিই ক্রমে আমাদের ন্যায় কোমলস্বভাবই হইবে।

একদিন গভীর রাত্রে কালীদহের কূলে বিমর্ষভাবে পিতম একা বসিয়াছিল। অনেকক্ষণ চন্দ্র উঠিয়াছে। দূরে প্রান্তর-কূলে ধূমরাশি মেঘবৎ জমিয়াছে, পিতম তাহাই দেখিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে অস্ফুটস্বরে আপনা-আপনি কি বলিতেছিল; এমত সময় ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে আসিয়া পশ্চাৎ বসিলেন। পিতম তাঁহাকে কোন কথায় সম্ভাষণ করিল না, অন্যমনস্কে যাহা দেখিতেছিল, তাহাই দেখিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতম কেমন আছ?" পিতম মুখ না ফিরাইয়া বলিল, "ভাল আছি।" ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতম তোমার মনের অবস্থা কেমন? কোন উত্তর না দিয়া পিতম প্রান্তরকূলের ধূম-রাশি অঙ্গুলির দ্বারা নির্দ্দেশ করিল।

ব্রহ্ম। বোধ হয় তুমি এক্ষণে আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছ।

এই শেষ কথায় পিতম ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া বসিল, এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। সেই কাতর দৃষ্টি দেখিয়া ব্রহ্মচারী ব্যথিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, "কি জন্য ইহার এ ম্লানতা? সংসার-আশ্রম যাহার নাই, কাতর হইবার তাহার ত কোন কারণই নাই। মায়াই দুঃখের হেতু।"

ব্রহ্মচারী একদৃষ্টিতে পিতমের দিকে চাহিয়া রহিলেন, উরু হইতে উরু নামাইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "চমৎকার লোক নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এ বৃদ্ধ, অথচ যুবার ন্যায় ইহার সুখ দুঃখের অনুভব রহিয়াছে, না জানি অল্প বয়সে কতই ছিল।"

এই সময় পিতম বলিল, "কল্য রাজকুমারের জন্মদিন, আমার নিমন্ত্রণ হইয়াছে। আপনার হইয়াছে?"

ব্রহ্ম। তোমায় কে নিমন্ত্রণ করিল?

পিতম। রাজাবাহাদুর খোদ্। আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করিলাম। আপনার দ্বারা রাজার কোন উপকার হবে না জানি। লোকের উপকার করা আপনাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ; পরোপকার গৃহীর ধর্ম্ম, আত্ম-উপকার উদাসীনের ধর্ম্ম, তথাপি একবার যাবেন।

ব্রহ্ম। রাজার কি বিপদ?

পিতম। রাজার অপেক্ষা আমার বিপদ অধিক, কল্য বিস্তর আহার করিতে হইবে। অতএব এক্ষণে নিদ্রা যাই।

এই বলিয়া পিতম কালীদহের একটি সোপানে অবতরণ করিয়া শয়ন করিল।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, আইস পিতম মন্দিরে শয়ন করিবে চল।"

পিতম। ঘরের ভিতর শয়ন বড় বিপদ, ইট কাঠে আমার বড় ভয় হয়। আচ্ছা, ব্রহ্মচারী ঠাকুর, বলুন দেখি মানুষের আকৃতি আর প্রকৃতির কিরূপে সংশোধন হয়, বিশেষতঃ উদরের ভাগটার।

ব্রহ্ম। কিছু আহার করিবে? বোধ হয় আজ কিছু জুটে নাই।

পিতম। ঠিক বলেছেন। কিন্তু কল্য পোষাইয়া লওয়া যাইবে, আজ আর কিছু নয়। কিন্তু গঠনের দোষ না গেলে—

এই বলিয়া পিতম চুপ করিল।

ব্রহ্মচারী দেখিলেন যে পিতম ঘুমাইল, অতএব ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

---

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পর পিতম রাজবাটীর দিকে চলিল। দূর হইতে নহবৎ শুনিয়া ভাবিল, আমার বিলম্ব হইয়াছে, হয় ত উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। রাজপুরীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে, সকল মন্দিরে রক্তপতাকা উড়িতেছে। ছাদের উপর শত শত শ্বেত কপোত একত্রে উড়িতেছে, একত্রে বসিতেছে, আবার একত্রে উড়িতেছে; দেখিলে বোধ হয় যেন আকাশে হীরা ছড়াইয়া পড়িতেছে। পিতম কতকদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, রাজদ্বারে বিস্তর লোক উপস্থিত হইয়াছে, নানাবিধ বাদ্যোদ্যম হইতেছে, নহবৎখানার বিশেষ শোভা হইয়াছে, রূপার নাগারার উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছে। দশ বারটি হস্তী সুসজ্জীভূত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পিতম আসিয়া মহানন্দে তাহাদের প্রদক্ষিণ করিতে করিতে কত কথা কহিতে লাগিল। একটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "ছি! মা! তুমি কেন সিঁথি পরিয়াছ, তোমার যে বয়স গিয়াছে।" আর একটির পশ্চাতে গিয়া বলিল, "তোমার চন্দ্রহার কই?" তৃতীয়কে বলিল, "তুমি গলায় যে মালা পরিয়াছ, তাহা কয় নরী গণা যাইতেছে না। সালঙ্কারা যুবতীর ন্যায় মাথা তুলিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াও, পাঁচনরী কি সাতনরী ভাব করে

দেখাও। নতুবা পাড়ার মেয়েদের কাছে তোমার মান থাকিবে না।”

এই সময় দেওয়ান্‌পুত্র নবকুমার রাজবাটী প্রবেশ করিতেছিলেন, পিতমের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি পিতম, পাড়ার মেয়েদের কাছে হাতীর মান কিসে?”

পিতম। অলঙ্কারে—নচেৎ আব কিসে? আচ্ছা! বলুন দেখি, ধনীরা হাতীকে স্ত্রীর ন্যায় সাজায় কেন? আর একই-জাতীয় অলঙ্কার পরায় কেন? স্ত্রীর কপালে সিঁথি, হাতীর, মাথায়ও সিঁথি। স্ত্রীর গালে অলকা তিলকা, হাতীর গালেও তাহাই। শিকল, শিকলি, ঘণ্টা আর কিঙ্কিণী এই প্রভেদ। আপনার চক্ষে হস্তিনী আর গৃহিণী কি একরূপ বোধ হয়?

নবকুমার। বড় নয়, তবে গৃহিণী অন্দরের শোভা, আর হস্তিনী সদরের শোভা। বশতাপন্ন উভয়েই সমান, উভয়েই বন্দিনী। শিকলের রূপান্তর পায়ের মল।

পিতম। কিন্তু এই মল ক্রমে ক্রমে সরু হবে, তাহার পর ভাঙ্গিয়া যাবে, মল ভাঙ্গিলে পুরুষের কপালও ভাঙ্গিবে।

নব। এত দূরদর্শিতা যদি তোমার আছে, তবে লোকে তোমায় পাগল বলে কেন?

পিতম কোন উত্তর না করিয়া হস্তীর সঙ্গে নানা কথা কহিতে লাগিল। শেষ পিতম রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া ভিতরের কোলাহল শুনিতে লাগিল। পর্ব্বতরুদ্ধ জল-কল্লোলের ন্যায় তাহা অতি মধুর বলিয়া তাহার বোধ হইতে লাগিল। পিতম দ্বারে প্রবেশ করিলে দ্বারপালেরা নিষেধ করিল না। পাগলকে সকলেই শ্রদ্ধা করিত। একজন পিতমকে নিকটে ডাকিয়া আপন অদৃষ্ট গণনা করিতে

বলিল। পিতম মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি বড় ব্যস্ত; শেষ এক-মুষ্টি সিদ্ধি বাহির করিয়া তাহাকে দিল, নবকুমার তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পিতম তুমি সিদ্ধি খাইয়া থাক?"

পিতম এক বৃদ্ধ দ্বারপালের দিকে চাহিয়া বলিল, "এক বড় আজব ঘটনাক্রমে আমি এই সিদ্ধি পাইয়াছি। কয়েক দিন হইল, আমি কৈলাস পর্ব্বতের নিকটে গিয়াছিলাম। তখন সূর্য্যদেব হেলিয়া পড়িয়াছেন। দূর হইতে কৈলাস দেখিতে লাগিলাম; একদিকে রুদ্রাক্ষবন। মেঘের কোলে সেই রুদ্রাক্ষ-বনের কত বাহার! আমি তাহা দেখিতেছি এমত সময় মহামায়া জগজ্জননী গণপতিকে গদিতে লইয়া এক আশ্চর্য্য সিংহের উপর আসওয়ার হয়ে বন হইতে বাহির হইলেন। সে সিংহের যে দেমাক্ তাহা আর কি বলিব। তাহাতে আসওয়ার হয়ে ছোকরা গণপতি কতই খুসি, মার গদি হইতে হেলিয়া পড়িয়া সিংহের জটা ধরিয়া টানিবেন চেষ্টা করিতেছেন। সতর্ক সিংহ মাথা নামাইয়া চলি-তেছে; মহামায়া বলিতেছেন, "ছি! বৎস, সিংহকে লাগিবে।" গণপতি আরও হেলিয়া পড়িয়া জটা ধরিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন। সিংহ ভয় দেখাইবার নিমিত্ত হুঙ্কার ছাড়িল, কৈলাসপর্ব্বত অমনি কাঁপিয়া উঠিল; গণপতি আহ্লাদে নাচিয়া উঠিলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা ছুঁড়িতে লাগিলেন, সকল অলঙ্কার বাজিয়া উঠিল। গণেশজননী সন্তানের শুঁড় ধরিয়া মুখচুম্বন করিলেন। এ দিকে কার্ত্তিকেয়, মার সঙ্গে সিংহে চড়িতে পান নাই বলিয়া, ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছিলেন; ভৃঙ্গী সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল উঠিতে পারিল না, আর একজন গিয়া

মহাদেবকে ডাকিয়া আনিল। পিতাকে সম্মুখে দেখিয়া কার্ত্তিকেয় আরও গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। মহাদেব পূরা চক্ষুতে চাহিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আইস বৎস, আমরা দুইজনে বৃষবাহনে যাই। বৃষ কেমন মণিমাণিক্যে সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সিংহের ত কোন অলঙ্কার নাই।" এই বলিয়া ষাঁড়ের শৃঙ্গের গায়ে ত্রিশূল হেলাইয়া আস্তরণ ঝাড়িতে লাগিলেন। ছোক্‌রা কার্ত্তিকেয় মৃত্তিকা হইতে উঠিয়া বজ্রবেগে গিয়া বৃষকে এক ধাক্কা মারিলেন, তাহার সকল কিঙ্কিণী ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। কিন্তু বৃষ একটুও হেলিল না, কেবল মস্তক নত করিয়া দিল। কার্ত্তিকেয় ষাঁড়ের কপাল হইতে হীরার ধুক্‌ধুকী ছিঁড়িয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর নন্দীর ঘরে পিতার নিত্যসেবার যে সিদ্ধির ছালা ছিল, তাহা পর্ব্বতের নিম্নে ফেলিয়া দিলেন, তাহা হইতে আমি কতক কুড়াইয়া লইয়া এই ঝুলিতে রাখিয়াছিলাম। এই বলিয়া পিতম প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। দ্বারবানেরা জানিত, পিতম সিদ্ধপুরুষ, সুতরাং এরূপ ঘটনা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে বলিয়া স্বীকার করিল। নবকুমার ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হীরার ধুক্‌ধুকী খানা কি হইল? আনিয়াছ কি? যদি আনিয়া থাক, ত কোথায় রাখিয়াছ?"

পিতম। আপনার ঘরে রাখিয়াছি।

নবকুমার। তোমার ঘর কোথায়?

পিতম। জানি না।

---

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

রাজবাটীর প্রথম প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, দুই একজন এখানে সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। একদিকে অধ্যাপকেরা বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। তৎকালে কেবল স্মৃতিশাস্ত্রই প্রবল ছিল, ন্যায়শাস্ত্রের বাচালতা বড় জন্মে নাই; এইজন্য শাস্ত্রালাপের চীৎকার বড় অধিক শুনা যাইতেছিল না। বিশেষতঃ রাজা তখন সভায় আইসেন নাই।

আর একদিকে শতাধিক ভাট, সেরেস্তাদার পেস্কারের ন্যায় পাগড়ি মাথায়, বসিয়া আপন আপন প্রাপ্তির কথা কহিতেছিল, মধ্যে মধ্যে সুর করিয়া একত্রে রাজার স্তুতিপাঠ করিতেছিল, আবার তৎক্ষণাৎ তাহা ছাড়িয়া আপন আপন ঘরের কথা কহিতেছিল।

রাজভৃত্যেরা নবাবী কায়দার পরিচ্ছদ পরিয়া চারিদিকে বেড়াইতেছিল, সকলেই নম্র, সকলেই যোড়হস্ত, সকলের মুখেই সম্মানসূচক বাক্য। এক্ষণকার ভৃত্যেরা স্বাধীন হইয়াছে, তাহাদের মাথায় আর পাগড়ি বাঁধিতে হয় না, যোড়হস্তে আর কথা কহিতে হয় না। তখন নাপিত পর্য্যন্ত পাগড়ি বাঁধিত, দাড়ি ধরিবার পূর্ব্বে তাহারা প্রণাম করিত।

এক্ষণে প্রভুরাও স্বাধীন হইয়াছেন, তাঁহারা আপন ইচ্ছামত পরিচ্ছদ পরিতে পারেন। অদ্য ধুতি, কল্য পায়জামা বা পেন্টুলন, আজ বাঁকা সিঁথি, কাল সোজা সিঁথি; তাহার নিমিত্ত কাহাকেও এক্ষণে কৈফিয়ত দিতে হয় না। আহারও ইচ্ছানুরূপ, লোকের ভয়ে কিছু বর্জ্জন করিতে হয় না। ব্যবহারও তাহাই, লোকের ভয়ে কন্যাকে অপাত্রে দিতে হয় না। লোকের ভয়ে দীনদশাপন্ন হইয়া থাকিতে হয় না, অথবা প্রথার ভয়ে পৈতৃক মূর্খতা রক্ষা করিতে হয় না।

পিতম ধীরে ধীরে রাজসভায় প্রবেশ করিল, অতি কুণ্ঠিত-ভাবে একপ্রান্তে গিয়া বসিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নতশিরে থাকিয়া মস্তক তুলিল। এই সময় পিতমের মলিন বেশ, রাজভগিনী চিকের অন্তরাল হইতে দেখিতেছিলেন।

জ্যোৎস্নাবতী অনেকক্ষণ পরে পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতঙ্গিনি, তুই এই দুঃখী, এই দরিদ্রকে চিনিস্?"

মাতঙ্গিনী। চিনি মা, ও পাগল। ও আজন্ম পাগল। পথে পথে বেড়ায়, ভিক্ষা করে খায়, রাত্রে গাছতলায় পড়ে থাকে। ওর নাম পিতম পাগলা এই জানি। এইখানে ঘুরে বেড়ায় এই দেখেছি।

জ্যোৎস্না। (স্বগত) পিতম!

এই সময় বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল, রাজা আসিতেছেন বলিয়া সভাসদ্ সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। পিতমও উঠিল। রাজা আসিয়া প্রধান প্রধান সকলের সহিত দুই একটি কথা কহিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। বসিবামাত্র ভাটেরা মনোহর স্বরে স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল, এই অবকাশে রাজা ইত-

স্তুতঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। পিতমের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু রাজা কোন সম্ভাষণ করিলেন না।

জ্যোৎস্না। ইনি এখানে কতদিন এসেছেন?

মাতঙ্গি। অনেককাল, আমাদের ত জ্ঞানভোর দেখিতেছি। তা আমাদের বয়স ত অধিক নয়, কিন্তু সকলেই বলে পিতম অনেককাল অবধি এখানে আছে।

জ্যোৎস্না। তুই কখন এই কাঙ্গালের সঙ্গে কথা কয়েছিস?

মাতঙ্গি। না মা, আমার ভয় করে। কি জানি পাগল যদি কিছু বলে।

এই সময় আর একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "রাজ-কুমারকে আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত রাণীঠাকুরাণী আপনাকে ডাকিতেছেন।" জ্যোৎস্নাবতী ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

রাণীমহলে এক বিস্তৃত শয্যায় রাণী নানা অলঙ্কারে সু-সজ্জিত পুত্রকে লইয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে আত্মীয় স্বজনেরা বসিয়া রাজকুমারের গুণব্যাখ্যা করিতেছে, সম্মুখে এক স্বর্ণপাত্রে ধান্য দূর্ব্বা প্রভৃতি আশীর্ব্বাদের উপকরণ রহিয়াছে। জ্যোৎস্নাবতী আসিবামাত্র রাণী বলিলেন, "তুমি আশীর্ব্বাদ না করিলে আর কেহ আশীর্ব্বাদ করিতে পারিতেছেন না। এখানে সকলের আশীর্ব্বাদ করা হইলে বাহিরে ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ করি-বেন। রাজা সভায় গিয়াছেন।"

এই সময় চূড়াধন বাবুর স্ত্রী রাজভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি, আজকার দিনে তোমার চোখে জল পড়িতেছে কেন?" রাণী একবার জ্যোৎস্নাবতীর মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন। রাজ-ভগিনী অপ্রতিভ হইয়া স্বর্ণ থাল হস্তে তুলিয়া রাজকুমারের দিকে

অগ্রসর হইলেন। রাজকুমার তাঁহার অভিসন্ধি অনুভব করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিল। জ্যোৎস্নাবতী ধান্যদূর্ব্বা হস্তে তুলিবামাত্র শিশু মাথা সরাইয়া লইল। পুটুর মা একজনকে চুপি চুপি বলিলেন, "বরের গায়ে হরিদ্রা দিতে গেলে বর যেমন করে, রাজকুমার আজ ঠিক তাই করিতেছেন।"

জ্যোৎস্নাবতী আশীর্ব্বাদ করিলে একে একে সকলেই ফুল লইয়া আসিলেন, রাজকুমার তাহা দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে ছাড়িলেন না, সকলেই মাথায় ফুল দিতে লাগিল। মাধবীলতা মার ক্রোড় হইতে নামিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া রাণীর নিকটে আসিল, একবার স্বর্ণপাত্রের দিকে চাহিল, আবার রাণীর মুখপ্রতি দেখিল। তাহার পর একটি ফুল কুড়াইয়া লইয়া রাজকুমারের নিকট সরিয়া গেল। ক্রমে ক্ষুদ্র হস্তখানি তুলিয়া ফুলটি ছাড়িয়া দিল। ফুলটি রাজকুমারের মাথা কি অঙ্গ স্পর্শ করিল না, শয্যায় পড়িয়া গেল। মাধবী আবার সেই ফুলটি কুড়াইয়া ক্ষুদ্র হাতখানি তুলিল। রাজকুমারের কান পর্য্যন্ত হাতখানি পৌঁছিল। সেবার ফুলটি ফেলিয়া দিয়া মাধবী ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারা রাজকুমারের চুল স্পর্শ করিল। স্পর্শ করিয়া ফিরিয়া রাণীর মুখপ্রতি চাহিল। রাণী আর একটি ভাল ফুল হাতে দিয়া বলিলেন, "কর, তুমিও আশীর্ব্বাদ কর, তোমারই আশীর্ব্বাদ সত্যের।" এই কথায় রাজভগিনী একবার রাণীর দিকে চাহিলেন, এবার রাণী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। মাধবীলতা ফুলটি তুলিয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল, বাম হস্তে তাহার দুই একটি পাপড়ি ছিঁড়িল, তাহার পর রাজকুমারের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। মাথা স্পর্শ হইল না বলিয়া সেই দিকে সরিয়া

গেল। আবার হাত বাড়াইয়া দেখিল, আবার সরিয়া গেল। শেষ মাথায় ফুল দেওয়া হইল। মাধবী আপনাকে কৃতকার্য্য দেখিয়া আহ্লাদে ছুটিয়া মার ক্রোড়ে গিয়া উঠিল। মাতা পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

এই সময় চূড়াধন বাবুর স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন যে, "কই রাজ-ভগিনী এর মধ্যে আবার কোথায় চলিয়া গেলেন।" রাণী অমনি তীব্রদৃষ্টিতে চারিদিকে দেখিলেন, তাহার পর পরিচারিকাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে, রাজকুমারকে রাজসভায় লইয়া যাইবে আইস। একজন তৎক্ষণাৎ আসিয়া রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইল, সকলে সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরের দ্বার পর্য্যন্ত চলিল, রাণী কতকদূর গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ক্রমে আর আর সকলেও ফিরিয়া আসিয়া রাজসভা দেখিবার জন্য রাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

রাজকুমার সভাস্থ হইবামাত্র ব্রাহ্মণেরা সকলেই উঠিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। নহবৎ বাজিয়া উঠিল। রাজা স্বয়ং রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া বাহির হইলেন। রাজদ্বারে গিয়া দরিদ্রদিগকে অর্থদান করিবার আদেশ করিলেন। মহা কোলাহল হইয়া উঠিল। চারিদিকের বাদ্যোদ্যম ছাড়াইয়া দরিদ্রের চীৎকার উঠিল।

রাজসভার প্রায় অধিকাংশ লোকেই কাঙ্গালীবিদায় দেখিতে বাহির হইলেন, কেবল দশ বার জন অধ্যাপক একত্রে বসিয়া কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কিঞ্চিৎ দূরে পিতম পাগলা একা বসিয়া থাকিল। পূর্ব্বমত ম্লান ও অন্যমনস্ক।

একজন ভাট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে এখানে?

বাহিরে কাঙ্গালীবিদায় হইতেছে, এখানে বসিয়া কেন ঠকিতেছ।” পিতম তাহার প্রতি চাহিল, কোন উত্তর করিল না। ক্ষণকাল-পরে নবকুমার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল দেখি পিতম, বাদ্য অপেক্ষা কিসের শব্দ অধিক ?”

পিতম। বুঝি দরিদ্রের।

নবকুমার। আচ্ছা, দরিদ্রের চীৎকার অপেক্ষা কিসের শব্দ অধিক ?

পিতম। বুঝি পুত্রশোকের!

একজন অধ্যাপক বলিলেন, “শুনিলেন, পাগল কি বলিতেছে। পাগলার যে জ্ঞান আছে আপনাদের তাহা নাই। আপনারা কোন্ বুদ্ধিতে আমাকে ধৈর্য্য ধরিতে বলিতেছেন। আমি অনেক সহ্য করিয়াছি। এখন সকল শুনিয়াছি আর কেন সহ্য করিব। এতকালের কষ্ট হইতে আজ মুক্ত হইব।”

এই সময় রাজা পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর সকলও আসিল। রাজা আসিবামাত্র সেই অধৈর্য্য অধ্যাপক অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “পুত্রকে আমায় অর্পণ করুন, এ সন্তান আমার।”

রাজা। আপনি কি চান ?

অধ্যাপক। আমার পুত্র চাই।

রাজা। আপনার পুত্র কোথা ?

অধ্যাপক। সে এই আপনার ক্রোড়ে। রাজক্রোড়ে আমার সোনার চাঁদ, একবার দিন বুকে করি। বোধ হয় আমার কথা বুঝিতে পারিতেছেন না। আমায় পাগল ভাবিতেছেন। আমি পাগল হইয়াছিলাম সত্য কথা, কেন হব না ? আমার ঘরে ছেলে

শুয়ে। প্রাতে সে ছেলে আর কোথাও নাই। পীড়া সিড়া নয়, মাতৃক্রোড় হইতে ছেলে গেল। এতে কে না পাগল হয়! লোকে বলিল, ভৌতিক ব্যাপার; আবার কেহ বলিল, জাতহারিণীর কার্য্য। আমি তখন জানি না যে, রাজার কার্য্য। এখন প্রমাণ পাইয়াছি যে, আমাদের মৃতবৎসা রাণী মৃতকন্যা প্রসব করিয়া এ হতভাগার কপাল পোড়াইয়াছেন। তাহা যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আমি সকল দুঃখ বিস্মৃত হইলাম, এক্ষণে আমার হারাধন সমর্পণ করুন।

"এ কি ব্যাপার" বলিয়া রাজা পুত্রকে বুকের ভিতর করিয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন। অধ্যাপক সঙ্গে সঙ্গে যাইবার উদ্‌যোগ করিলে, সকলে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা পাইলেন, কেহ কেহ তাঁহার হস্তধারণ করিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সকল অধর্ম্ম অপেক্ষা পুত্রহরণ অতি গুরুতর, অতএব সাবধান, সাবধান।"

এই সময় দেওয়ান্ অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "মহাশয়কে পুত্রশোকাকুল দেখিতেছি, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, কে আপনার এই সময় যন্ত্রণা বাড়াইয়াছে তাহা শুনি। কিরূপ প্রমাণের দ্বারা আপনার এ ভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছে, তাহা বলিবেন চলুন।"

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণ চাৎকার করিয়া পরিচয় দিতে দিতে দেওয়ানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেওয়ান্‌খানায় প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিজন ভট্টাচার্য্য; নবকুমার আর পিতম পাগলা গিয়া তথায় বসিল। দেওয়ান জিজ্ঞসা করিলেন, "আপনার নাম কি?"

ব্রাহ্মণ। দশরথ শর্ম্মা, নিবাস এই নিকোষপাড়া। এক্ষণে পরিচয়ের কি প্রয়োজন? আমার পুত্র চুরি গিয়াছে আমি তাহার বিচার চাই। আমি কোথা ঘর করি, কোন্ শাস্ত্রব্যবসায়ী, সে পরিচয়ের এ সময় নহে, আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করিতে আসি নাই। এক্ষণে রাজাকে বলিয়া আমার পুত্র আমায় সমর্পণ করুন। নতুবা আপনারা সকলেই ব্রহ্মকোপে পড়িবেন, আমি রামরাম বিদ্যালঙ্কারের পৌত্র, আমার অভিসম্পাত বৃথা হইবে না নিশ্চয় জানিবেন; ব্রহ্মশাপ অব্যর্থ।

দেওয়ান। অভিসম্পাত এক্ষণে থাক্, মূল বৃত্তান্ত কি বলুন।

দশরথ শর্ম্মা। বৃত্তান্ত কি আর বলিব, এ কথা কে না জানে, আপনার সন্তান যদি আর একজন লয়, ত বুকের ভিতর কি হয় বলুন দেখি।

দেওয়ান্। আমি জিজ্ঞাসা করি, রাজকুমারকে আপনার সন্তান বলিয়া কিহেতু সন্দেহ জন্মিয়াছে?

দশ। সন্দেহ! আবার সন্দেহ কি? নিশ্চয় আমার সন্তান। সন্তান চুরি গেলে তাহার পিতা কি জানিতে পারে না?

দেওয়ান্। তাহা সত্য, কিন্তু আপনার যে সন্তান চুরি গিয়াছিল, সেই সন্তান যে আমাদের রাজকুমার তাহা আপনি কিরূপে জানিতে পারিয়াছেন, এই কথা আমি শুনিতে চাই।

দশ। সে কথা ত পড়িয়া আছে। ব্রাহ্মণী দশ মাস দশ দিন সন্তান গর্ভে ধরেন, তাহার পর ফাল্গুন মাসের ১৬ই তারিখে রাত্রি একপ্রহরের সময় এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন; আমি নিজে গিয়া ধাই ডাকি, সে রাত্রে কোনমতে ধাই পাই না, শেষ বালা বেদিনী নগদ একটাকা হাতের উপর লয়, তবে এসে নাড়ীচ্ছেদ করে। আমরা শেষ আহারান্তে মহা-আহ্লাদিত অন্তঃকরণে বাটীর মধ্যে শয়ন করিলাম; নবকুমার, তাহার প্রসূতি, আর বালা বেদিনী বাহিরে সূতিকাগারে থাকিল। প্রাতে উঠিয়া শুনি যে, সন্তান চুরি গিয়াছে; ব্রাহ্মণী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, সে ক্রন্দন কি সহ্য করা যায়! আমি বন জঙ্গল সকল অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, প্রতিবাসীরা সকলেই দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইল, বালা বেদিনী ষষ্ঠীতলায় গিয়া দেখিয়া আসিল, কোন অনুসন্ধান হইল না। কত লোক কত কথা বলিতে লাগিল; কেহ বলিল, যে জাতহারিণীর কার্য্য, কেহ বলিল যে, শৃগালের কার্য্য; আমি তখন জানিতাম না যে, ইহা রাজার কার্য্য!

দেওয়ান্। রূঢ় বলিবেন না, রূঢ় বাক্যে কার্য্য উদ্ধার হয় না; যদি এরূপ আপনার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে এখানে না আসিয়া আদালতে নালিশ উপস্থিত করিলে ভাল হইত।

এই সময় আর একজন অধ্যাপক বলিলেন, "বাচস্পতি ভায়া

শোকে কতকটা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। যদি আমার প্রতি অনুমতি হয়, তাহা হইলে মূল কথা আমি সংক্ষেপে নিবেদন করিতে সাহসী হই; আমি আদ্যোপান্ত সকল অবগত আছি, এবং অভয় দিলে তাহা বলিতে পারি। আপনি ধর্ম্মাধিকারিস্বরূপ, আপনার নিকট যদি আমাদের মর্ম্মবেদনা বলিতে পাই, তাহা অপেক্ষা আমাদের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে।”

দেওয়ান্। ভাল, বৃত্তান্ত কি আপনিই বলুন।

অধ্যাপক। যে আজ্ঞা; বৃত্তান্ত এই যে, বাচস্পতি ভায়ার সন্তান-হরণের কথা সত্য। পূর্ব্বে আমরা স্থির করি যে, সূতিকা-গার হইতে শৃগালে সন্তান লইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ সেই দিবস গ্রামের প্রান্তে একটি সদ্যঃপ্রসূত অর্দ্ধভুক্ত সন্তানের দেহাবশিষ্ট পাওয়া যায়—

দশরথ। মিথ্যা কথা, কবে কোথায় কাহার দেহাবশিষ্ট দেখিয়াছিলে? তখনই আমি জানি, যে জ্ঞাতি শত্রু সঙ্গে থাকিলে সকল চেষ্টা বৃথা হইবে।

অধ্যাপক। বাচস্পতি ভায়া ক্ষান্ত হও, তোমার জ্ঞাতি আমি বটে, কিন্তু শত্রু নহি; তোমার বংশ থাকিলে আমি এক গণ্ডূষ জল পাইতে পারিব। আমি তোমার স্বাপক্ষ কথাই বলিতেছি। তুমি নিজে আপনার কথা বলিতে পার না, তাহাতেই আমি বলি-বার ভার গ্রহণ করিয়াছি।

দশ। কেন? আমি আপনার কথা আপনি বলিতে পারি না? তুমি নূতন টোল করিয়াছ বলিয়া মনে করিয়াছ আমা অপেক্ষা তুমি পণ্ডিত হইয়াছ? এ অহঙ্কার ভাল নহে, অধিক দিন্ থাকিবে না, “নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ।”

অধ্যাপক আর কোনও উত্তর না করিয়া দেওয়ান্ মহাশয়কে বলিতে লাগিলেন, "স্থূল কথা, বালা বেদিনী সন্তানটি রামী ধাইকে দেয়, রামী ধাই সেই সন্তান লইয়া রাণীর সূতিকাগারে রাখিয়া আইসে। সেই রাত্রে রাণী এক মৃতকন্যা প্রসব করিয়াছিলেন, অর্থলোভে রামী ধাই আর পরিচারিকা একপরামর্শী হইয়া এই কার্য্য করিয়াছিল। রাজা কিংবা রাণী বোধ হয় ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুমাত্র জানেন না। এক্ষণে নিরপেক্ষ হইয়া অনুসন্ধান করিলে, সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।"

দেওয়ান্। রাজা কিংবা রাণী এ কথা জানেন না, অথচ আপনারা জানিয়াছেন, এ বড় আশ্চর্য্য কথা। আপনারা কাহার নিকট শুনিয়াছেন?

অধ্যাপক। আমরা যাহার নিকট শুনিয়াছি তাহার নাম প্রকাশ্যে এক্ষণে বলিতে পারি না। যদি ব্রাহ্মণদের প্রতি আপনার এতই দয়া হয় তবে তদন্ত করিবার সময় আমাদের স্মরণ করিবেন, আমরা আসিয়া তাহার নাম বলিয়া দিব; এক্ষণে বলিলে রাজপরিচারকেরা তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবে।

দেওয়ান্। এইমাত্র ত তাহাদের মধ্যে রামী ধাই আর বালা বেদিনী এই দুইজনের নাম করিয়াছেন, বাকি লোকের নাম করিবার আর আপত্তি কি?

অধ্যাপক। বালা বেদিনী কয়েক মাস হইল লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। রামী ধাইয়ের কথা স্বতন্ত্র; উহারই প্রস্তাবমত এই কার্য্য হয়, কাজেই তাহাকে আর সতর্ক করিতে হইবে না; সে কখনই স্বীকার করিবে না যে, তাহার অর্থলালসায় এই গরীব ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান হইয়াছে।

দেওয়ান্। ভাল কথা, সময়মত আমি আপনাদের সংবাদ পাঠাইব। এক্ষণে আপনারা সভায় চলুন।

এই সময় চূড়াধন বাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। দশরথ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "আপনার অনুপস্থিতিতে আমি সকল কথাই দেওয়ান্ মহাশয়কে জানাইলাম, এক্ষণে আপনাদের ধর্ম্মে যাহা হয়।" পিতম হাসিয়া বলিল, "আপনি সকল কথা দেওয়ান্ মহাশয়কে জানান নাই। প্রধান কথাই ছাড়িয়া গিয়াছেন।"

দশরথ। কি কথা?

পিতম। স্মরণ করুন।

দশরথ। কৈ আর কোন কথা ত স্মরণ হয় না।

পিতম। তবে চূড়াধন বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন।

এই কথায় চূড়াধন বাবু কিঞ্চিৎ সভয়ে পিতমের দিকে কটাক্ষ করিলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কথা পিতম?"

পিতম। আমার মনে নাই; রাত্রের কথা, অন্ধকারের কথা আমার বড় মনে থাকে না। কথা যদি আলোতে হয় তবে আমি ভাল করে মনে রাখিতে পারি।

চূড়াধন বাবু অতি তীব্র দৃষ্টিতে একবার পিতমের প্রতি, একবার দশরথের প্রতি চাহিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "পাগলের কথা যাক; মূল কথা, রাজকুমার যে আপনার সন্তান তাহার কোন প্রমাণ দিয়াছেন?"

দশরথ। পরে দিব।

চূড়াধন। তবে পরে বিচার হবে।

---

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

এই কথায় দেওয়ান্‌জী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতম! পূর্ব্বে আর কখন ত তোমায় রাজবাটীতে দেখি নাই।

বাস্তবিক দেওয়ান্ মহাশয়ের কথা সত্য, পিতম কখন কাহার গৃহে প্রবেশ করে নাই; রাজা কতবার পিতমকে ডাকিয়াছেন, পিতম কখন যায় নাই; রাজসমভিব্যাহারে রাজদ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার পর হাসিয়া বিদায় লইয়াছে। অপর সকলে যাহারা পিতমকে ভালবাসিত, মধ্যে মধ্যে তাহারা আদর করিয়া পিতমকে আহারের নিমন্ত্রণ করিত, কিন্তু পিতম বাটীর সম্মুখে কোন বৃক্ষ-মূলে বসিয়া আহার করিত; কদাচ গৃহপ্রবেশ করিত না। জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, গৃহমধ্যে কাক যায় না। পিতম আহার করিতে বসিলে, সেখানে বিস্তর কাক জমিত, অর্দ্ধেক অন্ন পিতম তাহাদের বণ্টন করিয়া দিত; তাহার পর আহার করিতে বসিত। কাকেরা মহাদৌরাত্ম্য আরম্ভ করিত, পিতম হাসিত, আবার অন্ন ছড়াইত, কাকেরা তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি করিত, পিতম কখন বিমর্ষভাবে, কখন আনন্দিতমনে তাহাদের বিরোধ দেখিত।

অনেকে ভাবিত, কাকের অনুরোধে পিতম গৃহে বসিয়া আহার করে না। কিন্তু অন্যসময় পিতম গৃহপ্রবেশ করিত কি না, তাহা কেহ অনুধাবন করিয়া দেখিত না। দেওয়ান্ মহাশয় তাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি বলিয়াছিলেন যে, আর কখন ত তোমায় গৃহপ্রবেশ করিতে দেখি নাই। পিতম দেওয়ানের কথায়

কিছু অপ্রতিভ হইয়া হঠাৎ বলিল, "ভুল হয়েছে, আমি তবে এক্ষণে চলিলাম।" অথচ পিতম না গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এই সময় চূড়াধন বাবু দশরথ বাচস্পতিকে বলিলেন যে, "যদি আপনার স্থিরবিশ্বাস হইয়াই থাকে যে, রাজকুমার আপনার সন্তান, তথাপি তাহা আপনার প্রকাশ করা উচিত হয় নাই। আপনি সন্তানকে বড় জোর একখানি টোল করিয়া দিতে পারিতেন; এখানে আপনার সন্তান নিশ্চয় রাজা হইবেন, আপনি কেন তাহার ব্যাঘাত দিতে বসিয়াছেন। এই কথা শেষ করিয়া চূড়াধন বাবু একবার দেওয়ান্ মহাশয়ের দিকে অতি গোপনে কটাক্ষ করিলেন। দেওয়ান্ তাহা দেখিতে পাইয়া, ওষ্ঠপ্রান্তে চকিতের ন্যায় একটু হাসি দেখাইলেন; বুঝাইলেন, আমি সকল কথাই জানি।

দশরথ বাচস্পতি চূড়াধন বাবুকে বলিলেন, "আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা সকলই বুঝি; কিন্তু ব্রাহ্মণী তাহা বুঝে না; তিনি বলেন, "আমার সন্তান আমি আপনি লালনপালন করিব; যে সন্তান আমি বুকে করিতে না পাইলাম, সে সন্তান আমার কেমন করে? সে সন্তান রাজাই হউক, আর দরিদ্রই হউক, তাহাতে আমার কি? সন্তান বুকে করিব তবে ত বুঝিব যে, সন্তান আমার; আমার ক্রোড় কাঁদিবে, আর আমি মুখে বলিব, পুত্র রাজা হচ্ছে!"

চূড়াধন। আপনার ব্রাহ্মণী বড় স্বার্থপর; তিনি আপনার সুখ, আপনার তৃপ্তি বুঝেন, সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবিলেন না। কেমন যে সময় মন্দ পড়েছে, ক্রমে সকলেই স্বার্থপর হইয়া উঠিতেছে!

দশরথ। আপনার সন্তান বুকে করিলে অথবা আপনার সম্পত্তি ভোগ করিলে যদি লোক স্বার্থপর হয়, তবে আর আমি কি বলিব। এক্ষণে আপনি আছেন, দেওয়ান্ মহাশয়ও উপস্থিত; আপনারা উভয়ে পরামর্শ করে যাহাতে ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণের হয়, তাহা করিয়া দিন; আমাকে যেন শূন্যক্রোড়ে ফিরিয়া যাইতে হয় না। আমি আসিবার সময় ব্রাহ্মণীকে বলিয়া আসিয়াছি যে, তাঁহার হারাধন আমি অদ্যই আনিয়া দিব। তিনি এতক্ষণ পথ চেয়ে আছেন; আমি যদি খালি হাতে যাই, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখুন দেখি তাঁহার কত কষ্ট হইবে। আপনারা ত সকলই বুঝিতে পারেন।

চূড়াধন বাবু। আপনার ব্রাহ্মণী কেবল একা স্বার্থপর নন; আপনিও কেবল ব্রাহ্মণীর আহ্লাদ ভাবিতেছেন, কিন্তু রাজা বা রাণীর কষ্ট ত একবারও মনে আনিতেছেন না; তাঁহারা সন্তান ত্যাগ করিবেন, এ কি সহজ কথা! আর তাঁহারা সন্তানই বা ত্যাগ করিবেন কেন, আপনি কি কোন প্রমাণ দিয়াছেন? আপনি বলিলেন, রাজকুমার আমার, আর অমনি রাজকুমার আপনার হইবে, অমনি তাঁহারা আপনার হাতে রাজকুমারকে আনিয়া দিবেন? আপনার কি প্রমাণ আছে বলুন।

দেওয়ানজী পূর্ব্বমত হাসিয়া বলিলেন যে, "সে সকল কথা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সকলে চলুন, ব্রাহ্মণভোজন দেখা যাউক।" সকলে দেওয়ান্ মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিয়া গেলে, পিতম তথায় একা দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণবিলম্বে মস্তক হইতে রুদ্রাক্ষ-মালা খুলিয়া দুই একবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল, তাহার পর বসিয়া তাহা ছিঁড়িল, একটি একটি করিয়া তাঁহা গণিল, গণনা

সমাপ্ত করিয়া গাঁথিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ পরে নবকুমার দেওয়ান্‌খানায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইতেছে পিতম?

পিতম। মালা গাঁথিতেছি।

নব। কাহার জন্য? আমি জানি রাধাই মালা গাঁথিতেন, কৃষ্ণও যে দেখি মালা গাঁথেন।

পিতম। মালা গাঁথা বড় ভাল, মন স্থির করিবার এমত উপায় আর নাই, মাথা নামাইলে জগতের আর কিছু দেখা যায় না। সে সময় পক্ষীর চীৎকার ব্যতীত আর কোন শব্দ শুনা যায় না, পুষ্পের গন্ধ ভিন্ন আর কোন ঘ্রাণ পাওয়া যায় না, তখন দেহের সকল কপাট বন্ধ, কেবল মন খোলা; মনকে তখন একা পাওয়া যায়। তাহাতেই যুবতীবেটীরা মালা গাঁথে। যোগীর ধ্যান আর যুবতীর মালা গাঁথা একই জিনিষ। মোকদ্দমার কথা ক্ষান্ত হইয়াছে?

নবকুমার। না, এখনো তাহারা বসে আছে। কই পিতম তুমি আহার করিলে না?

পিতম। সত্য কথা, তবে আমি চলিলাম; কোন্ ঘরে ছবি আছে?

নব। খাসখানায়, কেন? ছবি খাবে?

পিতম। না, দেখিব; তুমি সকলের ছবি চেন?

নব। চিনি, কিন্তু তোমায়ত সে ঘরে যাইতে দিবে না, তথায় কেবল নিতান্ত আপনার জন যাইতে পায়।

এই সময় দেওয়ান্ ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভট্টাচার্য্যেরা আসিল। দেওয়ান্ কতকটা বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, "আপনারা অনর্থক জেদ করিতেছেন। আপনার সাক্ষীদিগের

নাম করিয়াছেন, এক্ষণে আমি তদন্ত করিতে পারিব। তদন্ত করিলে পর আপনারা আসিবেন, আমার কি রাজা বাহাদুরের যাহা বলিবার থাকে তখন বলিব। এ সময় অনর্থক আপনারা কষ্ট স্বীকার করিতেছেন। আর যদিই এই সকল লোকে বলে যে, সন্তানটি আপনার, তাহা হইলেই বা কেন আপনি সন্তান পাইবেন? দুই জন দাসীর কথায় যদি একজন রাজার বংশ-লোপ হইত, তাহা হইলে দিন রাত্রি হইত না। আপনি সে দিবসও আত্মীয়দের নিকট বলিয়াছিলেন যে, আর কখন সূতিকাগার পাতা লতায় বাঁধিব না। অতএব সে দিবস পর্য্যন্ত আপনি জানিতেন যে, বেড়ার দোষে আপনার সন্তান মরিয়াছে; আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, সূতিকাগারের পার্শ্বে জঙ্গলের ভিতর সন্তানের দেহাবশিষ্ট রহিয়াছে, আপনি স্বয়ং তাহার সৎকার করিয়াছিলেন; সে সকল ভুলিয়া এখন একেবারে ফিরিয়া বসিয়াছেন। যাহারা আপনাকে নাচাইয়াছে, তাহারা কেবল রাজার শত্রু নহে, আপনারও পরম শত্রু; অনর্থক আশাসঞ্চার করাইয়া আপনার এই মনস্তাপ বাড়াইয়াছে। অতএব বাটী যান, এ সকল কথা আর মনে স্থান দিবেন না।"

এই বলিয়া দেওয়ান্ আবার চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণেরা দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাহার পর একজন বলিলেন, "চলুন, সমুদায় প্রধান লোকের নিকট গিয়া পরামর্শ করি; আর কথায় কিছু হইবে না, সকলই ত শুনা গেল।"

সায়ংকাল পর্য্যন্ত পিতম দেওয়ান্খানায় বসিয়াছিল, তাহার পর অতি সঙ্কুচিতভাবে নতশিরে বাহির হইল। পাছে তাহারে কেহ দেখিতে পায়, পিতম যেন প্রতিপদার্পণে এই আশঙ্কা করিয়া

চলিতে লাগিল। দেখিতে পাইলে কেহ আহারের অনুরোধ করিবে, এ আশঙ্কা পিতম একেবারে করে নাই; ধনবানের বাটীতে "দীয়তাং" না বলিলে, "ভুজ্যতাং" বলে না, এ কথা পিতম বিশেষরূপে জানিত; তথাপি পিতম যে কেন কুণ্ঠিতপদ, তাহা আপাততঃ অনুভব করা কঠিন।

পিতম রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিয়া গেল। কাঙ্গালীদের শিশুরা পিতু পিতু পিতুমণি বলিয়া আহ্লাদে কত ডাকিতে লাগিল, পিতম তাহাতে কর্ণপাতও করিল না; উচ্ছিষ্টপত্রাবশিষ্ট ত্যাগ করিয়া কুক্কুরগণ কতকদূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল, পিতম তাহা ফিরিয়াও দেখিল না। শেষ এক নির্জ্জন দীর্ঘিকায় উপস্থিত হইয়া ব্যস্তভাবে জলে ঝাঁপ দিল, সর্ব্বাঙ্গ নিমজ্জন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত "আঃ!" বলিয়া এক চীৎকার করিল। তাহার পর জ্যোৎস্না পিতমের চক্ষে ফুটিয়া উঠিল, তখন অর্দ্ধনিমজ্জিতশরীরে পিতম স্থিরভাবে চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। একবার আপনার কথা মনে হইল, তখন অস্ফুটস্বরে আপনা-আপনি বলিল, "ভগবন্! আবার এ বিড়ম্বনা কেন? অন্ধকারে আর আলোক কেন?

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সায়ংকাল অতীত হইলে পর কিঞ্চিৎ বিলম্বে রাজা বহির্ব্বাটীতে পুনরাগমন করিলেন। দেওয়ানের সমভিব্যাহারে নানা কথার পর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতকগুলি ভট্টাচার্য্য আমার কুমারকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছিলেন কেন? আমি তাঁহাদের ভাব ঠিক বুঝিতে পারি নাই; ব্যাপারখানা কি? সত্য সত্যই কি তাঁহারা আমার ক্রোড় হইতে আমার সন্তান কাড়িয়া লইতে গিয়াছিলেন?"

দেও। এক প্রকার তাহাই বটে। দশরথ নামে একজন ভট্টাচার্য্য শুনিয়াছেন যে, রাজকুমার তাঁহার সন্তান, তাহাতেই তিনি মহারাজের নিকট সন্তান চাহিয়াছিলেন।

রাজা। বোধ হয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা দিবসেই চক্রে বসিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহারা কিরূপে ক্ষান্ত হইলেন?

দেও। ক্ষান্ত তাঁহারা এখনও সম্পূর্ণরূপে হন নাই, বোধ হয় তাঁহারা এই দাবি আবার মধ্যে মধ্যে করিতে আসিবেন; কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছি।

রাজা। তবে কি তাঁহাদের সত্য সত্যই এই ধারণা?

দেওয়ান্ এই সময় সংক্ষেপে ব্রাহ্মণদের সমুদায় কথার পরিচয় দিলেন। রাজা দুই একবার সজোরে নস্য টানিলেন। প্রকাশ্যে চিন্তা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল; তিনি মৃদুস্বরে

বলিতে লাগিলেন, "ব্রাহ্মণ—অধ্যাপক—শাস্ত্রব্যবসায়ী—এক জন নয়, দুইজন নয়, অনেকগুলি-সকলেই ত পাগল নহে—আমার সঙ্গে তাঁহাদের কাহার ত শত্রুতা নাই—তাঁহারা কেন মিথ্যা বলিবেন? অবশ্য তাঁহাদের কথার কোন বিশেষ হেতু থাকিতে পারে—তাঁহারা বলিয়াছেন, "রাণীর দুইজন সখী এ কথা জানে," সখীরা ত আমার লোক, ব্রাহ্মণেরা যখন তাহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়াছেন, তখন বুঝা যাইতেছে যে, ইহার মূলে কিছু আছে। যাহাই হউক, আমার ভগিনীও এ কথার অবশ্য কিছু জানেন, আমার ভগিনী—রাজভগিনী, কখন তিনি মিথ্যা বলিবেন না, তাঁহার স্বামী জীবিত থাকিলে, তিনিও আজ মহারাণী-এক্ষণে কাঙ্গালিনী-কিছুতেই দুঃখ নাই—সকল সময়েই হাসিমুখ, অথচ একটু ম্লান—জ্যোৎস্নাবতী ঠিক নাম, গম্ভীর অথচ আলোকময়—কিন্তু একটু ম্লান—তাঁহার ম্লানতা আর ঘুচিবে না। আজ জ্যোৎস্নাবতী চক্ষের জল ফেলেছেন, হয় ত মনে কি ব্যথা পাইয়াছেন—রাণী বলেন, জ্যোৎস্নাবতী আজ চখের জল ফেলিয়া অমঙ্গল করিয়াছেন; স্ত্রীজাতির মন।—"

এই বলিয়া রাজা সশব্দে আবার নস্য গ্রহণ করিলেন। দেওয়ান্ মহাশয় বলিলেন :—

"আমি মনে করিয়াছিলাম, এ বিষয়ের কোন তদন্ত আবশ্যক হইবে না। আমি জানিয়াছি যে, কোন রাজশত্রু এই কথা রটাইয়াছে। দশরথ ভট্টাচার্য্য কতকটা সাদা লোক, রটনার কৌশল বুঝিতে না পারিয়া রাজসমক্ষে আসিতে সাহস করিয়াছেন।"

রাজা। তা বটে; কিন্তু কথাটা এই যে, রাজভগিনী সাক্ষী;

তিনি ত রাজশক্রর দলে নহেন। তাঁহার কথা আমি কখন অবিশ্বাস করিতে পারি না।

দেও। রাজভগিনী ত সাক্ষী নহেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। রাজভগিনী এ কথা অবশ্য জানেন, এই অনুভব কেবল আপনিই করিতেছেন।

রাজা। তা সত্য, তথাপি তাঁহাকে এ কথা অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে হয়। কিন্তু মূল কথা, পরের সন্তান পিণ্ড দিলে আমার পিতৃপুরুষ গ্রহণ করিবেন না; তবে এমন সন্তান লইয়া কেবল অধর্ম্মাচরণ করিবার ফল কি?

দেওয়ান্। এখনও ত স্থির হয় নাই যে, রাজকুমার দশরথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র; যদি তাহা স্থির হয়, তখন কর্ত্তব্য বিবেচনা করা যাইবে। কিন্তু রাজশক্ররা মহারাজের অভিপ্রায় এই সময় জানিতে পারিলে, ভবিষ্যতে নানা ব্যাঘাত ঘটাইবে।

রাজা। না, আমি কোন কথাই এখন বলিতেছি না; রাজভগিনীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তাঁহাকেও কোন কথা এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিব না; তিনি বোধ হয়, কোনরূপ মনোব্যথা পাইয়াছেন।

জ্যোৎস্নাবতী বাস্তবিক সে দিবস বড় মনের কষ্টে ছিলেন, তাঁহার প্রতি রাণীর মনোভঙ্গ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। উৎসবের দিনে জ্যোৎস্নাবতী চক্ষের জল ফেলিয়াছেন বলিয়া রাণীর প্রথম বিরক্তি জন্মে; তাহার পর রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় জ্যোৎস্নাবতীকে খুঁজিয়া আনিতে হইয়াছিল বলিয়া রাণীর চিত্তবিকার আরও অধিক হয়; শেষ যখন

রাণী সভাদর্শনে গিয়াছিলেন, সকল স্ত্রীলোকেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কেবল জ্যোৎস্নাবতী উঠেন নাই; রাণীকে সম্মান করা দূরে থাক, একবার ফিরিয়াও চাহেন নাই; এই তাচ্ছিল্য রাণীর অসহ্য বোধ হইয়াছিল। এমন কি, তিনি আর সেখানে তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

দশরথ দেবশর্ম্মা গোপনে যে দুইজন দাসীর নাম করিয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বদাই রাণীর সঙ্গে থাকিত, রাণীর মনের গতি বিশেষ বুঝিত। রাণী অপমানিতা মনে করিয়া ফিরিয়া আসিলে সেই দুই দাসী সঙ্গে সঙ্গে শয়নাগারে গিয়া ব্যজনহস্তে জ্যোৎস্নাবতীর স্বপক্ষে দুই একটি কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দেখিল, রাণীর রাগ তাহাতে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন দাসীরা ক্রমে ক্রমে সুর ফিরাইল, সাবধানে জ্যোৎস্নাবতীর দুই একটি নিন্দা বাদ আরম্ভ করিল; এমন সময় তৃতীয় আর একজন পরিচারিকা অতি ব্যস্ত হইয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী কোথায়? বিষম বিপদ্ উপস্থিত; জনকতক লোক রাজকুমারকে লইয়া পলাইতেছিল।" "রাজা কোথা?" বলিয়া রাণী বাঘিনীর মত সদর্পে উঠিলেন। পরিচারিকা বলিল, "রাজকুমারকে বুকে করিয়া তিনি অন্তঃপুরে আসিতেছেন।" রাণী শিথিলোদ্যম হইয়া আবার পর্য্যঙ্কে বসিলেন। পরিচারিকা চলিয়া গেল।

যে দুইজন দাসী রাণীকে ব্যজন করিতেছিল, তাহাদের একজন বলিল, "আমরা তা আগেই জানি, রাজভগিনীর মহলে রাম না হ'তে রামায়ণ হয়ে গিয়াছে। আজ ছেলে কাড়িয়া লইতে আসিবে পরামর্শ হয়েছিল, আমরা তাহা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম।

রাণী। কি শুনেছিলে?

প্রথম দাসী। আমাদের সে সকল কথা বলিতে সাহস হয় না।

দ্বিতীয় দাসী। আমাদের বলা ভালও হয় না, আমরা যেমন লোক সেইরূপ থাকাই ভাল, আমাদের কথায় রাজঘরে মনান্তর হইলে আমাদের সে কলঙ্ক রাখিবার আর স্থান হবে না।

রাণী। আমি সকল কথা শুনিতে চাই; আমার লোক হয়ে, আমার বিরুদ্ধের কথা যে গোপন করিবে, আমার বাটীতে তার স্থান হবে না।

প্রথম দাসী। আমাদের উভয় সঙ্কট, তা আর ভয় করিলে কি হবে, রাগ করিবেন না; একদিন আমরা দুইজনে রাজভগিনীর মহলে গিয়া শুনিয়াছিলাম যে, এত দিনের পর রাজবংশে পিণ্ড-লোপ হ'ল। যে ছেলে আমরা লালন পালন করিতেছি, সে ছেলে নাকি কোন্ বামুনদের। প্রসবের সময় যখন আপনি মূর্চ্ছা যান, তখন নাকি রাজভগিনী মরা মেয়ে ভূমিষ্ঠা দেখে কাঁদিতে কাঁদিতে আপন মহলে চলে যান, তাহার পর আমরা নাকি কোন ধাইকে দিয়ে সেই মরা মেয়ে কোন্ বামুনদের আঁতুড়ে রেখে, তাদের নাকি ছেলে আপনার আঁতুড়ে এনে দিই। আবার নাকি টাকার লোভে আমরা এ কাজ করেছিলাম। চোখখাকীরা বলে কি রাজপুত্র হলে বড় ঘটা হবে, অনেক দান ধ্যান হবে, তাই নাকি আমরা দুইজনে পরামর্শ করে ছেলে বদল করেছিলাম।

রাণী। তোরা রাজভগিনীর মুখে এ কথা শুনেছিলি?

প্র, দা। না তাঁর মুখে কেন? আমাদের কি এত সাহস হয় যে, আমরা সে কথা বলিতে পারি। আর পাঁচজনে এ কথা বলিতেছিল; তারা তাঁর লোক। তা তাঁর বলা কাজেই হ'ল বই কি।

রাণী তৎক্ষণাৎ সিংহীর ন্যায় ফুলিয়া উঠিলেন। মাথা ঝাঁকাইয়া প্রথম দাসীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। দুর্দ্দম রাগহেতু কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। তাহার পর কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "তোমরা একজন যাও, জ্যোৎস্নাবতীকে বল গিয়ে যে, যত দিন তিনি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন, তত দিন তিনি আমার শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন।"

প্রথম দাসী চলিয়া গেল। কয়েক পদ গেলে আবার রাণী তাহাকে ফিরাইয়া বলিলেন, "জ্যোৎস্নাবতীকে ডাকিয়া তাঁহার নিজের মহলে লইয়া গিয়া এই কথা বলিবে। আমার মহলে এ কথা বলিবে না।"

দাসী বিনীতভাবে জ্যোৎস্নাবতীকে ডাকিয়া তাঁহার মহলে লইয়া গেল। তাঁহার পাদমূলে বসিয়া দুই একবার চক্ষের জল মুছিল, তাহার পর বলিল, "রাণী ঠাকুরাণীর কি হয়েছে, সকলকেই কটুবাক্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন; এমন দিন যায় না যে, অনর্থক দুই একবার আমরা তিরস্কার না খাই—"

জ্যোৎ। তাই ব'লে তোমরা কিছু মনে কর না, তিনি স্বাভাবিকই একটু রাগী; রাগটা পীড়ার মধ্যে, রাগ যার আছে তার উপর দয়া করা উচিত। রাগ শুনিলে আমার বড় লজ্জা হয়।

দাসী। তা যাহাই হউক, আমাদের উপর রাগ করে যাহাই বলুন, আমরা সকলই সহ্য করি, কিন্তু এখন যে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলেন।

জ্যোৎ। "কেন, আবার কার উপর রাগ করে কি বলেছেন?" এই কথাটি জ্যোৎস্নাবতী কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল।

দাসী। তা আপনি ত বুঝেছেন।

জ্যোৎ। তা হোক্, রাণী আমার উপর জন্ম জন্ম রাগ করুন।

দাসী। তিনি রাগ করে বলিলেন যে—

জ্যোৎ। যাহাই বলুন, সে কথা আমায় আর শুনাইবার আবশ্যক কি?

দাসী। আবশ্যক আছে বই কি, তিনি যে সে কথা শুনাইবার জন্য আমায় পাঠালেন।

জ্যোৎ। তুমি বল গে "বলে এসেছি।"

দাসী। তাহা না বলিলে চলিবে না। আপনি এখন দিন কতকের মত শ্বশুরবাড়ী গেলে ভাল হয়, এই কথা বলিতে বলিয়াছেন। আর বলেছেন যে, যদি আপনি সহজে না যান, তিনি জোর করে পাঠাইয়া দিবেন, এ রাজবাটীতে আপনার আর স্থান হবে না।

দাসী এই বলিয়া চলিয়া গেল।
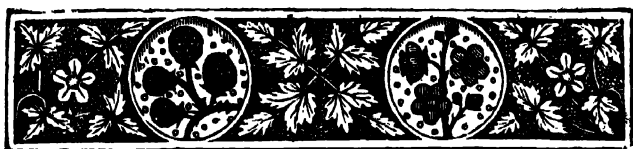
## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই দিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় জ্যোৎস্নাবতী ছাদের উপর শয়ন করিয়া চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া আছেন, নিকটে তাঁহার পরিচারিকা মাতঙ্গিনী বসিয়া মধ্যে মধ্যে বলিতেছে, "রাত্রি অধিক হয়েছে, ঘরের ভিতর চলুন।" জ্যোৎস্নাবতী বাক্য দ্বারা কোন উত্তর না দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন। যখনই মাতঙ্গিনী উঠিতে বলিতেছে, তখনই জ্যোৎস্নাবতী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। মুখে কথা নাই, চক্ষে জল নাই, বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় স্থির ভাবে আছেন।

মাতঙ্গিনী মাতৃপিতৃহীনা, অল্পবয়স্কা, আশ্রয়হীনা, সুতরাং অন্যের আশ্রয় ভাঙ্গিলে তাহার প্রাণ কাঁদে। সে মাতার ন্যায় জ্যোৎস্নাবতীকে ভাল বাসে; জ্যোৎস্নাবতীর আশ্রয় ভাঙ্গিল শুনিয়া সে পূর্ব্বে কাঁদিয়াছিল, এখন জ্যোৎস্নাবতীর ম্লান মুখ দেখিয়া আবার তাহার চক্ষে জল আসিল। পূর্ণিমার রাত্রি মেঘাবৃত হইলে ম্লানজ্যোৎস্না দেখিয়া যেমন কখন কখন প্রাণ কাঁদে, জ্যোৎস্নাবতীর ম্লান মুখ দেখিয়া মাতঙ্গিনীর প্রাণ সেইরূপ কাঁদিল। মাতঙ্গিনী কাঁদিবামাত্র জ্যোৎস্নাবতীর চক্ষের জল আর নিবারিত থাকিল না, একেবারে উছলিয়া উঠিল। মাতঙ্গিনী ভাবিল, জ্যোৎস্নাবতীর মনোবেদনা আরও বাড়িল। মাতঙ্গিনী অল্পবয়স্কা; সে বুঝিল না যে, যখন বিষম ঝড় বহিতে থাকে তখন এক ফোঁটাও

জল পড়ে না—ঝড় থামিলেই জল হয়। জ্যোৎস্নাবতীর হৃদয়ে যতক্ষণ ঝড় বহিতেছিল, ততক্ষণ চক্ষে জল আইসে নাই; ঝড় মন্দীভূত হইল, আর চক্ষে জল আসিল।

জ্যোৎস্নাবতী শেষ উঠিয়া মাতঙ্গিনীর চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন। মাতঙ্গিনী পিতৃমাতৃহীনা, আশ্রয়হীনা, বিধবা; বিশেষতঃ সে মাতৃসম্বোধন করিত বলিয়া জ্যোৎস্নাবতী তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

মাতঙ্গিনীর চক্ষের জল মুছাইয়া জ্যোৎস্নাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতি! তুই কাঁদিলি কেন?"

মাতঙ্গিনী উত্তর করিল,—আপনার, এখান হইতে অন্যত্রে যাওয়াই ভাল।

জ্যোৎস্না। আমার আর এ জগতে স্থান কোথা? আমি এইখানেই থাকিব।

মাত। কেন—আপনার শ্বশুরবাড়ী? শুনিয়াছিলাম আপনার শ্বশুর রাজা ছিলেন, আপনি কেন সেইখানে যান্ না?

জ্যোৎস্না। শ্বশুরবাড়ীর কথা মনে করিতে বড় কষ্ট হয়।

এই বলিয়া জ্যোৎস্নাবতী অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন। মাতঙ্গিনী আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। শেষ জ্যোৎস্নাবতী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সে শ্বশুরবাড়ীর কথা মনে করিব না কেনই বা বলি। দিবানিশি যে সেই কথাই আমার জপ, সেই কথাই লয়ে আমার সুখ, সেই কথাই লয়ে আমার দুঃখ।

মাত। আপনার শ্বশুরবাড়ী কোথা মা? আমি সেখানকার কোন কথা কখন শুনি নাই।

জ্যোৎ। হল্দির জাঙ্গাল দেখেছ?

মাত। দেখেছি—সেই জাঙ্গালের ধার দিয়ে একবার আমার মামার বাড়ী গিয়াছিলাম।

জ্যোৎ। সে জাঙ্গাল দিয়ে এখন আর লোক জন চলে?

মাত। বড় নয়—কেহ যায় না বলিয়া তাহার মাঝখানে বড় জঙ্গল হয়েছে।

জ্যোৎ। তবে ঠিক আমার অদৃষ্টের মত হয়েছে।

মাত। কেন মা?

জ্যোৎ। সেই জাঙ্গাল আমার বিবাহের সময় হয়। সেই জাঙ্গাল দিয়ে আমার শ্বশুর বিবাহ দিতে এসেছিলেন।

মাত। বিবাহের পর আপনি শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলেন?

জ্যোৎ। তা ত যেতে হয়। সেখানে গিয়ে একাদিক্রমে ষোল বৎসর থাকি; তার পর চিরকালের জন্য এখানে আবার ফিরে আসি।

জ্যোৎস্নাবতী এই বলিয়া চক্ষের জল মুছিলেন।

মাত। তা—ষোল বৎসরের মধ্যে এঁরা আপনাকে আর আনেন নাই কেন?

জ্যোৎ। এ সকল রাজকায়দা। আমার তেমন বিপদের সময় বড় ইচ্ছা হয়েছিল, একবার এখানে এসে কাঁদি। আমি তখন সতের বৎসরের। বিপদের কি জানি, সংসারের কি জানি, কপালের কথাই বা কি জানি।

মাত। কেন মা, কি হয়েছিল?

জ্যোৎ। কি হয়েছিল তার কোন্ খানটা বলিব, যখন তাঁর বয়স ২২ বৎসর, তখন সেই সর্ব্বনাশ হয়। তার পূর্ব্বে আমি কত

সুখে ছিলাম ; ভাবিতাম পৃথিবীই বুঝি এইরূপ। এ সুখ থাকে কি যায়, সকলের কপালে এ সুখ ঘটে কি না ঘটে, তাহা একবারও মনে ভাবিতাম না, আপনার সুখে আপনি ডুবে থাকতাম, তাঁর যত্নে অন্ধ হয়ে থাকিতাম। এ জগতে কাহারও যে কষ্ট আছে তাহা একেবারে জানিতাম না; তাঁরে আদর করিতাম তাতে সুখ, আবার তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করিতাম তাতেও সুখ। তাঁরও সুখের সীমা ছিল না। কিন্তু কি তাঁর দুর্বুদ্ধি হয়েছিল, আমায় লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি শিখিতে কত আপত্তি করিতাম, পায়ে ধরে পর্য্যন্ত বলিতাম যে, আমাদের লেখা পড়া শিখিতে নাই, শিখিলে অদৃষ্ট মন্দ হয়। তিনি তাহা কিছুই শুনিতেন না, আমার সকল কথা হাসিয়া কাটাইতেন ; বলিতেন, "স্ত্রী রামায়ণ পড়িলে যদি স্বামী মরে, ত এমন স্বামী মরাই ভাল।" এ কথায় বড় ব্যথা পাইতাম। চোখের জল মুছিয়া পড়িতে বসিতাম। তিনি আমাকে পড়াইয়া একটি পাখী পড়াইতে যাইতেন ; হাসিয়া বলিতেন, "এটিও তোমার মতন—খাঁচায় থাকে, জানে না যে, কেন এ খাঁচা, কেন আপনার এত রূপ, কেন এত মিষ্ট স্বর, কেন বা ঐ সূর্য্য, কেন বা ঐ চন্দ্র, কেন বা এ পৃথিবী, কেন বা এ জগৎ।" আমি হাসিয়া বলিতাম, "বল, এ দুইটির মধ্যে কারে ভালবাস ?" এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি হাসিয়া পলাইতেন, তাঁর হাসি কি আর ভুলিতে পারিব ? পাখীটিও তাঁর হাসি বুঝিত, হাসি শুনিলে সুখে সে কত কথাই কহিত। আমি ভাবিতাম যে, আমার অপেক্ষা বুঝি পাখী তাঁরে বেশী আদর করিল। কখন কখন আমার হিংসা হইত, আমি তখন আর কার হিংসা করিব ? তিনি চলিয়া গেলে, তাঁর হাসি কি কথা না শুনিতে পাইলে

পাখীটি নীরবে থাকিত, আমি রাগ করে তার খাঁচা ধরে কত গালি দিতাম। পাখী একবার একাণ একবার ওকাণ ফিরাইয়া আমার গালি শুনিত, কোন উত্তর দিত না, এক একবার লাফাইয়া আমার আঙ্গুল ঠোক্‌রাইত, আমি আবার গালি দিতাম; তিনি ঘরে আসিলে তাঁর সাক্ষাতেও গালি দিতাম, বলিতাম, "ও আমার সতীন।" তিনি হাসিয়া উঠিতেন, পোড়া পাখী সে হাসি শুনিবামাত্র আবার আপনার সুর ধরিত, কত কথা কহিত; তিনিও যেন তার সকল সুর বুঝিতেন, সেই মত তাহার সঙ্গে আমোদ করিতেন। আমি রাগ করিয়া বসিয়া থাকিতাম; তখন বুঝিতাম না যে, তাঁরে পাখীটি পর্য্যন্ত সকলে ভালবাসে। উঠানে বাহির হইলে তাঁহাকে পায়রায় আসিয়া ঘেরিত; যে তাঁর শরীরে বসিতে না পাইত, সে তাঁরে বেড়িয়া বেড়িয়া উড়িত; তিনি মুখ তুলিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেন, ঊর্দ্ধ-মুখখানি কত সুন্দর দেখাত।

রাজবাটীতে যত হাতী ছিল, সকলে তাঁরে চিনিত, ভালবাসিত। তাঁর স্নানের সময় পুষ্করিণীতে সকলগুলি আসিত, তাঁরে লইয়া জলে কতই খেলা করিত। শুঁড়ে বসাইয়া কেহ তাঁরে জলে নামাইত, আর সকলে সেই সময় শুঁড় দিয়া তাঁর গায়ে জল ছিটাইত। এক এক দিন পুষ্করিণীর ধারে যখন জল-চৌকিতে বসিয়া তিনি তৈল মাখিতেন, সেই সময় কোন হাতী হয়ত জল হইতে ধীরে ধীরে শুঁড় বাড়াইয়া তাঁর শরীর স্পর্শ করিত, তাঁর অঙ্গস্পর্শ না করিলে যেন সে আর থাকিতে পারে না। জলে নামিতে দেরি হইতেছে বলে কোন দুরন্ত হাতী হয়ত জল-চৌকি ধরিয়া টানিত; তিনি হাসিয়া গালি দিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন, জলের ভিতর লুকাইতেন, আর সকল হাতীরা তাঁরে খুঁজিয়া

বেড়াইত; আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে জানেলায় বসিয়া থাকিতাম। তার পর তিনি একদিকে ভাসিয়া উঠিলে সকল হাতী সেই দিকে গিয়া পড়িত। শেষ তিনি সকল হাতীর শুঁড়ে একবার করিয়া দাঁড়াইলে তাহাদের তৃপ্তি হইত। তাহার পর স্নান হইলে একটা হাতী শুঁড় দিয়া ছাতি ধরে বরাবর তাঁকে দ্বার পর্য্যন্ত দিয়া যাইত।

স্নানের পর পূজা করিতে বসিতেন। তখন তাঁর কি আশ্চর্য্য মূর্ত্তি হইত; মুখ দেখে বোধ হইত, যেন এ পৃথিবীতে আর তাঁর কোন সংস্পর্শ নাই। যখন চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেন, সম্মুখের দেবতারা যেন তাঁর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। লোকে বলিত, দেবতারা তাঁর সঙ্গে কথা কহিতেন। তা হবে আশ্চর্য্য কি! তাঁর সঙ্গে কথা কহিতে দেবতাদের ইচ্ছা হইতে পারে, মানুষের মধ্যে তাঁর মত পবিত্র আর কে ছিল? মার নিকট বসে আহার করিতেন, কোন কোন দিন আহারের পর মার কোলে মাথা রাখিয়া একটু শয়ন করিতেন, তখন তাঁহার মুখখানি শিশুর মত আদর-ভরা দেখাইত।

তার পর বিষয় কার্য্য দেখিতে যাইতেন, যে অবধি তিনি কাছারি বাটীতে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই অবধি দেওয়ানের ভয় হইয়াছিল। তাঁকে সকলেই ভাল বাসিত, কেবল দেওয়ান্ বিষ দেখিত। সেই দেওয়ান্ই আমার কাল হয়েছিল; কিন্তু তিনি থাকিতে দেওয়ান্ কিছু করিতে পারে নাই।

তাঁর সকলই গুণ ছিল, কেবল এক দোষের নিমিত্ত সকলেই তাঁর নিন্দা করিত; তিনি চেষ্টা করে বিপদ্ আনিতেন। বিপদ্ না ঘটে এই সকলের চেষ্টা; কিন্তু তাঁর চেষ্টা ছিল, কিসে বিপদ্ ঘটে। আমি তাঁরে কত বলিতাম, তিনি কিছুই শুনিতেন না;

হাসিয়া বলিতেন, "অনেকে মধ্যে মধ্যে পা না টেপাইলে কষ্ট পায়; আমারও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে বিপদে না পড়িলে বড় কষ্ট হয়।" আমি অবাক্ হয়ে শুনিতাম। একবার কোন্ জমিদারি দেখিতে গিয়াছিলেন, বাটী আসিতে আসিতে পথে শুনিলেন যে, দূরে এক পুষ্করিণীতীরে ডাকাতেরা বড় দৌরাত্ম্য করিতেছে, পূর্ব্বদিন একজন ভদ্রলোকের কন্যা পাল্কী করে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিল, ডাকাতেরা তাহাদের সকলকে মেরে ফেলেছে। শুনে সঙ্গীরা বলিল, ওপথে যাওয়া হইবে না; শুনে তিনি বলিলেন, ঐ পথে যেতে হবে। এই বলে বৌ সেজে পাল্কীতে উঠে সঙ্গীদের ফেলে চলিয়া গেলেন, সাত আট জন ডাকাতকে ধরে বাটী আনিলেন; কিন্তু তাহাদের সঙ্গে লাঠালাঠি করিবার সময় একজন ডাকাত খুন হয়, সেই অবধি আমার কপাল ভাঙ্গে। কেমন তাঁর একটা ধারণা হয় যে, তাঁর লাঠিতেই ডাকাতটা মরেছে, অথচ সে সময় তাঁর হাতে লাঠি একেবারে ছিল না। যার লাঠিতে মরিয়াছিল, সে আপনি স্বীকার করেছিল, বখসীসও পেয়েছিল, তথাপি তাঁহার সন্দেহ ঘুচিল না।

প্রথমে তিনি পূজা ছাড়িলেন; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, আমি এখন অশুচি—দেবতারা আর আমার পূজা লইবেন না। তার পর ক্রমে ক্রমে অন্যমনস্ক হইতে লাগিলেন; এক এক বার বলিতেন, প্রায়শ্চিত্ত করিব, অন্যের জন্য মরিলেই এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না, কেবল বুঝিতাম, সে মুখে আর হাসি নাই। শেষ একদিন বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন যে, পথে একটা দুরন্ত ছেলে ইট হাতে করে একজন বৃদ্ধ পাগলকে বলিতেছে, "আমি তোরে মারিব।"

পাগল ভয়ে হাঁ করিয়া কাঁদিতেছে, বালক বলিতেছে, "এই মারি"। পাগল ভয়ে আরও কাঁদিয়া উঠিতেছে; এই দেখে তিনি কেমন ব্যাকুল হলেন, তিনিও যেন ভয়ে কাঁদিয়া উঠেন বলিয়া তাঁর বোধ হ'ল। তারপর বাড়ী এসে তাহা বলিতে বলিতে ভয় পাইয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম, "পাগলের কান্না দেখে তুমি ভয় পেয়েছ কেন, তুমি ক্ষেপেছ নাকি?" অমনি তিনি আমার মুখ চাপিয়া বলিলেন, "ও কথা কেন বলিলে? তবে কি সত্যই,—" এই বলিয়া আমার হাত ছিনিয়া পলাইলেন। আমার নিকট হইতে পলাইয়া মার নিকটে গেলেন, দুই হাতে মার পায়ের ধূলা সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে মাখিতে বলিলেন, "মা, আমার পীড়া হয়েছে, তোমার চরণরেণু মাখিলেই আমি ভাল হব।" মা এই কথায় কাঁদিয়া উঠিলেন, কান্না দেখিয়া আবার ভয় পেয়ে বলিলেন, "তবে কি—সত্যই।" অমনি সেইখান হইতে পলাইলেন। একবার আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন; পিতা ভাবিলেন, অসময়ে এ প্রণাম কেন? কিন্তু তিনি কোন কথা না বলে চলে গেলেন।

রাত্রে আর তাঁকে কেহই খুঁজিয়া পাইল না। সেই দিন অবধি রাজবাড়ী শূন্য হ'ল।

চারি দিন পরে একজন জেলে আসিয়া সংবাদ দিল যে, রাজপুত্রকে পাওয়া গিয়াছে। শুনিবামাত্র রাজবাড়ীর সকলে জেলের সঙ্গে ছুটিল, গ্রামের লোকও পালে পালে গেল। আমি একা বসে মনে মনে করিতে লাগিলাম যে, এবারে তাঁরে পেলে আর তিলার্দ্ধের জন্য ছেড়ে দিব না; একবার তাঁরে দেখিতে পেলে হয়। অনেকক্ষণ পরে আবার পালে পালে লোক ফিরে আসিতে

লাগিল, রাজবাটীরও লোক সকল ফিরে আসিল; কিন্তু তাঁর আসার কথা কেহ বলে না। আমি ছটফট করিতে লাগিলাম, শেষ রাজমহলে কান্নার গোল উঠিল, আমি তখনও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু কেমন একটা আশঙ্কা হ'ল, আমি গিয়া লুকায়ে রহিলাম, আপনি লুকালে ত কুসংবাদ লুকান থাকে না। ক্রমে শুনিলাম, নদীতীরে তাঁর দেহের সৎকার আরম্ভ হয়েছে, জেলে জাল ফেলিতে গিয়ে তাঁর দেহ পাইয়াছিল, তাই রাজবাটীতে খবর দিতে এসেছিল, কেহই তার কথা প্রথম বুঝিতে পারে নাই, শেষ নদীর ধারে গিয়া বুঝিতে পারিল। তার পর আমার কি হ'ল, আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যখন উঠে বসিতে পারিলাম, তখন একদিন শ্রাদ্ধের কথা আমার কানে গেল, আমার যে কি সর্ব্বনাশ হয়েছে, তখন কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম। সর্ব্বনাশের কথা আমার আগে সকলেই বুঝেছিল, পোড়া কেবল আমি বুঝিতে পারি নাই। পায়রাগুলা আর সেরূপ গোলমাল করে না, কার্ণিসের নীচে চুপ করে বসে থাকে। পুষ্করিণীর ধারে তাঁর শ্বেতপাথরের একখানি জলচৌকি থাকিত, একদিন স্নানের সময় জানেলায় বসে আমি তাহা দেখিতেছিলাম, এমন সময়ে একটি হাতী দৌড়িয়া সেই জলচৌকির নিকটে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে কত লোক ছিল, কিন্তু হাতীর কাছে কেহই আসিল না। লোকে ভেবেছিল হাতী ক্ষেপেছে; কিন্তু হাতীটি ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি এই হাতীটিকে বড় ভালবাসিতেন, এই হাতীটিই তাঁরে ছাতি ধরিত; এই হাতীটিই এক এক দিন শুয়ে থাকিত, আর তিনি তার পেটে ঠেস দিয়ে বসে বাঁশী বাজাইতেন। হাতীটি অনেকক্ষণ

পর্য্যন্ত ঘাটে দাঁড়ায়ে এদিক ওদিক ফিরে ঘুরে দেখিতে লাগিল, আমি বেস্ বুঝিতে পারিলাম যে, সে তাঁরে খুঁজিতেছে। হাতীটি একবার তাঁরে চীৎকার করে ডাকিল, শেষ জলে নামিল; বুঝি মনে করিল, তিনি জলের ভিতর কোথাও লুকায়ে আছেন। হাতীটি কতবার ডুব দিল, কতবার মাথা তুলে চারিদিকে দেখিতে লাগিল। আবার জল হইতে উঠে' জলচৌকির নিকট দাঁড়াইল, জলচৌকি সরাইয়া দেখিল। হাতী কি চায়, কি খুঁজিতেছে, মাহুত তা বুঝিল; কাছে এসে গা চাপড়ে বলিল, "আর কেন খোঁজ? সে ধন হারিয়ে গেছে।" হাতী সে কথা কিছুই শুনিল না, দাঁড়ায়ে রহিল, একজনের হাতে একটি ছাতি ছিল শুঁড় দিয়া তাহা কাড়িয়া লইল, জলচৌকির উপর ক্ষণেক তাহা ধরিয়া রহিল, তার পর যেন তাঁরে স্নান করাইয়া বাড়ী আনিতেছে এই ভাবে ছাতি ধরে দরজা পর্য্যন্ত আসিল; এই দেখে মাহুত কেঁদে উঠিল। জানেলা থেকে দাসীরা সকলে আমায় উঠাইয়া নিয়ে গেল।

তার পর শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধ করিতে আমায় লয়ে গেল, আয়োজন দেখে তা বুঝিতে পারিলাম। আমি প্রথমে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরে আসিলাম, আর কোন মতে গেলাম না। শেষ আমার শ্বশুর নিজে এসে একবার কাঁদিতে লাগিলেন, একবার সাধিতে লাগিলেন। আমি তখন আর কি করি, মিছে করে বলিলাম যে, "তিনি ত মরেন নাই, তিনি আবার ফিরে আসিবেন। জেলের কথা শুনে যে দেহের সৎকার করা হয়েছে, সে দেহ ত তাঁর নহে। যারা দেখিতে গিয়েছিল, তারা কেবল কাপড় দেখে চিনেছিল; কিন্তু অন্য লোক কেহ যদি তাঁর কাপড় পরে থাকে?"

এই কথা শুনে আমার শ্বশুর অবাক্ হয়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, "সত্য কথা, আমি কেন এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। আমার চাঁদ বেঁচে আছে। আবার আসিবে, অবশ্য আসিবে। আমি দেওয়ান্‌কে বলি গিয়ে।"

কিন্তু পাষণ্ড দেওয়ান্ তাঁর সকল কথা উল্টাইয়া দিল। আবার শ্বশুর এসে জেদ করে ধরিলেন যে, "শ্রাদ্ধ করিতে হবে, নতুবা তাঁর গতি হবে না, প্রেত অবস্থায় কত কষ্ট পাবেন।" আমি আর কি করি; শ্রাদ্ধ করিলাম।

মাতঙ্গিনী। আপনার শাশুড়ী কিছু বলিলেন না? আপনি তাঁর কোন কথাই ত বলিতেছেন না?

জ্যোৎ। তিনি বৃথা মানুষ ছিলেন, কখন কখন তাঁর জ্ঞান থাকিত না। আমার বিবাহের পর বরাবর দেখেছি বেশ সহজ লোক ছিলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন যে, তাঁর সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, তিনি কথাও কহিলেন না, একদিন কাঁদিলেনও না; আমি কাঁদিলে বলিতেন, আমার ছেলের অকল্যাণ হবে। তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন, রোজ আমার কপালে সিন্দুর পরায়ে যেতেন। কিন্তু অধিক দিন বাঁচিলেন না। আমার শ্বশুর দিন কতক শোক করিলেন, তার পর ক্রমে ক্রমে সকল ভুলে গেলেন; বুড়া লোকের শোক কত দিন থাকে?

মাতঙ্গিনী। শোক নাকি আবার বুড়া যুবার পৃথক্?

জ্যোৎ। বিস্তর পৃথক্। তা আমার শ্বশুর হতে দেখেছি। এক বৎসর না যাইতেই তিনি পোষ্যপুত্র লইলেন।

মাতঙ্গিনী। তা তিনি কি করিবেন, তাঁর রাজ্য ত রাখিতে হয়?

জ্যোৎ। কে তাঁর রাজ্য কাড়িয়া লইতেছিল? দুই বৎসর অপেক্ষা করিলে কি ক্ষতি হইত?

মাতঙ্গিনী। লাভই বা কি হইত? তাঁর ছেলে ত আর ফিরে আসিতেন না।

জ্যোৎ। তিনি ফিরে এসেছিলেন।

মাত। তার পর?

জ্যোৎ। দেওয়ান্ কৌশল করায় তাঁর পিতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। তিনি অভিমানে আবার চলিয়া গেলেন।

মাতঙ্গিনী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

## বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতে মাতঙ্গিনী একজন বৃদ্ধা পরিচারিকাকে বলিল, "আয়ি, আমার চাকুরীতে ইস্তফা—ঠাকুরাণী আমায় খুঁজিলে তাঁহারে বুঝাইয়া বলিও, আমি চলিলাম।" বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি! তুই কোথায় চলিলি?"

মাত। তা এখনও ঠিক জানি না।

বৃদ্ধা। কেন চলিলি?

মাত। আর চাকুরী করিব না।

বৃদ্ধা। কি করে থাবি?

মাত। ঘটকালী করে।

বৃদ্ধা। ও আবার কি কথা? তা একটু থেকে যা, ঠাকুরাণী উঠিলে তাঁরে বলে যাস্।

মাত। তাঁরে বলা হবে না।

বৃদ্ধা। কেন?

মাত। তাঁরে দেখিলে যাইতে পারিব না।

বৃদ্ধা। তা তোর গিয়ে কাজ কি?

মাত। আমার কাজ আছে, আমি চলিলাম।

এই বলিয়া মাতঙ্গিনী চলিয়া গেল। বৃদ্ধা একবার ডাকিয়া বলিল, "তোর পাওনা পাইয়াছিস?" মাতঙ্গিনী কোন উত্তর করিল না। বৃদ্ধা আপনা-আপনি বলিতে লাগিল, "মর! ছুঁড়ি পাগল্ হয়েছে না কি?"

অপরাহ্ণে মাতঙ্গিনী ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার মন্দিরাভিমুখে গেল। পথে দুই একটি পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহারা মাতঙ্গিনীর প্রতি বিস্মিত-লোচনে চাহিল। মাতঙ্গিনীর মনে পড়িল যে, সে যুবতী; কিন্তু তৎক্ষণাৎ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অঞ্চল ধরিয়া মাথা নাড়িয়া সদর্পে চলিয়া গেল, মন্দিরের সম্মুখে পৌছিলে তিলার্দ্ধ ইতস্ততঃ না করিয়া প্রবেশ করিল; তথায় কেহ নাই দেখিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া কালীদহতটে ব্রহ্মচারীর প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। সায়ংকাল উপস্থিত, ব্রহ্মচারী আসিলেন না। ক্রমে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল, তথনও ব্রহ্মচারীর দেখা নাই। মাতঙ্গিনী অন্ধকার দেখিয়া একবারমাত্র কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়াছিল, কিন্তু পরে সে চাঞ্চল্য আর রহিল না। কালীদহের সোপানে বসিয়া মন্দিরের প্রতি চাহিয়া রহিল। রাত্রি দুই-প্রহরের সময় ব্রহ্মচারী মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন দেখিয়া, মাতঙ্গিনী কিঞ্চিৎ বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু সে দিকে মন না দিয়া নির্ভয়চিত্তে ব্রহ্মচারীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্রহ্ম-চারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" মাতঙ্গিনী উত্তর করিল, "ভিখারিণী।"

ব্রহ্ম। অসময়ে ভিক্ষার নিমিত্ত কেন? আর আমি নিজে ভিক্ষুক, আমার নিকট ভিক্ষা কিরূপ?

মাত। আপনার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিতে গেলে বোধ হয় এই ঠিক সময়। অন্য সময়ে ত আপনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। আর আপনার নিকট কেবল মাত্র একটি ভিক্ষা; একজনের পরিচয় ভিক্ষা মাত্র।

ব্রহ্ম। কি পরিচয়?

মাত। আপনি রাজ-জামাতাকে চিনিতেন?

ব্রহ্ম। না—কিন্তু সে পরিচয়ে তোমার কি প্রয়োজন?

মাত। রাজ-জামাতার নিবাস কোথায় ছিল, আপনি জানেন?

ব্রহ্ম। জানি—তক্ষপুর।

মাত। রাজ-জামাতার নাম কি ছিল জানেন?

ব্রহ্ম। জানি—বিজয়রাজ। কিন্তু আর কোন কথার আমি উত্তর দিব না। তুমি বল, তোমার এ সকল কথায় কি প্রয়োজন?

মাত। আমি বিজয়রাজকে খুঁজিতে যাইব—তাহাতেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।

ব্রহ্ম। বিজয়রাজকে তোমার কি প্রয়োজন?

মাত। বিজয়রাজ আমার মাতার নিকট বহুকাল অবধি ঋণী আছেন, সেই ঋণ আদায় করিতে আমি তাঁহাব নিকট যাইব।

ব্রহ্ম। কে তুমি?

মাত। আমি বিধবা—অনাথা।

ব্রহ্ম। কিন্তু যুবতী দেখিতেছি।

মাত। বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীর তাহা চিনিতে পারা উচিত হয় না।

ব্রহ্ম। এই অন্ধকারে একাকা যুবতার এই প্রান্তরে আসা আরও উচিত হয় নাই।

মাত। বিপদ্‌গ্রস্তের সে বিচার থাকে না। অন্তেরও সে বিচার করা অন্যায়।

ব্রহ্ম। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, "তুমি কে ?"

মাত। আমায় যাহা দেখিতেছেন, আমি তাহাই। ইহার অধিক পরিচয় আর আমার নাই।

ব্রহ্ম। বিজয়রাজকে তোমার মাতা যখন ঋণে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পরিচয় বিলক্ষণ আছে, তবে তাঁহার পরিচয় দিতে তোমার আপত্তি কি ?

মাত। কোন পরিচয় আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি আপনাকে ভক্তি করি, তাহাতেই আপনার নিকট আসিয়াছি। আমার সহায়তা করিতে পারেন, আপনার ধর্ম্ম আছে; সহায়তা না করেন, বলিয়া দিন তক্ষপুর কোন্ পথে যাইব।

ব্রহ্ম। বিজয়রাজের বহুকাল মৃত্যু হইয়াছে; তক্ষপুরে তুমি অনর্থক যাইবে।

মাত। তাঁর আর কে আছে ?

ব্রহ্ম। এক ভাই আছে।

মাত। আপনি তাঁরে চিনেন ? তিনি কিরূপ ব্যক্তি ?

ব্রহ্ম। আমি চিনি, কিরূপ ব্যক্তি তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তিনি এক্ষণে যুবা—যুবা কিংবা যুবতীর চরিত্র অনুভব করিতে পারি না।

মাত। তাঁর দুই একটি কার্য্য যদি দেখিয়া থাকেন, আমায় বলুন, আমি অনুভব করিব।

ব্রহ্ম। আমি তক্ষপুরে অনেক দিন যাই নাই, যখন যাইতাম, তখন ধনমদে তিনি উন্মত্ত ছিলেন। তাঁহার দাম্ভিকতা অতিশয় বলিয়া বোধ হইত। কোন রাজা, কি প্রজা, কি

পণ্ডিত, কাহাকেও তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। এমন কি তাঁহার জন্মদাতাকেও তিনি লক্ষ্য করিতেন না। একদিন তাঁহার তাকিয়ায় লাথি মারিয়াছিলেন, আর পিতাকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছিলেন।

মাত। পিতাকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন কি, বুঝিলাম না। তাঁহার পিতা রাজা ছিলেন, তাঁহাকে কিরূপে বরখাস্ত করিয়াছিলেন?

ব্রহ্ম। তাঁহার জন্মদাতা রাজা ছিলেন না, রাজার দেওয়ান্ ছিলেন। আপনার পুত্রকে পোষ্যপুত্র দিয়াছিলেন। পোষ্যপুত্র ক্রমে এমনি কৃতঘ্ন হইয়া উঠিলেন যে, তিনি রাজ্য পাইবামাত্রই জনকের দেওয়ানী কাড়িয়া লইলেন।

মাত। কেন, তাহা কিছু জানেন?

ব্রহ্ম। তাহা আমি ঠিক জানি না, কালমাহাত্ম্যে এ সকল ঘটে।

মাত। এখন দেওয়ান্ কে?

ব্রহ্ম। বলিতে পারি না; তবে শুনিয়াছি যে, বিজয়রাজের সময় যে সকল আমলা ছিল, তাঁহার ভাই তাহাদের সকলকে ডাকাইয়া নিজ নিজ কর্ম্ম দিয়াছেন, আর তাঁহার জনকের নিয়োজিত সকল লোককে তাড়াইয়াছেন।

মাত। দুইটিই শুভ সংবাদ। এখন তক্ষপুরের পথ বলিয়া দিন, আমি আমার মাতার ঋণ আদায় করিতে পারিব।

ব্রহ্ম। এই দুইটি পরিচয়েই তুমি কি বুঝিলে?

মাত। আমি এই বুঝিলাম যে, বিজয়রাজের ভাই বুদ্ধিমান্ ও ধর্ম্মশীল—জনকের শঠতা বুঝিয়াছেন।

ব্রহ্ম। তাহা আমি ত কিছুই বুঝি নাই—ভাল, তুমি তক্ষপুরে যাইবে, তোমার সঙ্গে আর কে যাইবে ?

মাত। আপনি যাইবেন।

ব্রহ্মচারী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মাতঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু অন্ধকারে তাহার মুখ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। মাতঙ্গিনী আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মুহূর্ত্তেক মধ্যে মন্দিরপ্রবেশ করিয়া কমণ্ডলু আনিয়া ব্রহ্মচারীর হাতে দিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি ?"

মাতঙ্গিনী বলিল, "চলুন।"

ব্রহ্মচারী অবাক্ হইয়া আবার মাতঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। মাতঙ্গিনী বলিল, "ভাবিতেছেন কি ? আপনাকে যাইতে হইবে। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার আর কেহ নাই যে আমার সঙ্গে যাইবে। আমি যুবতী, অন্যে আমার সঙ্গে গেলে ভাল দেখাইবে না, অতএব আপনি যাইবেন। আপনার এখানে থাকিয়া কি লাভ ? কাহার উপকার করিবেন ? আমার সঙ্গে গেলে আমার উপকার হইবে। অতএব চলুন।"

ব্রহ্ম। তোমার নাম কি ?

মাত। আমার নাম "মাতঙ্গিনী।"

ব্রহ্ম। তোমার বড় সাহস।

মাত। বড় সাহস না হইলে বড় সহায় ধরিতে আসি নাই

ব্রহ্ম। তোমার মত স্ত্রীলোক কৈ আমি ত কখন দেখি নাই। আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, তুমি তক্ষপুরে গিয়া কি কর, তাহা আমি দেখি।

মাত। তবে চলুন।

ব্রহ্ম। আজি নহে।

মাত। আজিই। বিলম্ব হইলে আপনি যাইতে পারিবেন না। অন্ততঃ আজি যাত্রা করে কতক দূর গিয়া বিশ্রাম করিবেন।

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, চল, দেখা যাউক ইহার পর আর কি আছে।"

তাহার পর উভয়ে তক্ষপুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

## একবিংশ পরিচ্ছেদ।

যে অপরাহ্ণে মাতঙ্গিনী ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিল, সেই অপরাহ্ণে পুটুর মার প্রতিবাসিনী পদ্ম, কেশ-বিন্যাসানন্তর রক্তবস্ত্র পরিয়া, মুখখানি তৈলে মার্জ্জিত করিয়া পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়াইয়াছিলেন; খড়কি দ্বারে পুটুর মাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "ওলো কালামুখী! একটা কথা বলি শুনে যা তো।" এই আহ্বানে পুটুর মা পরমাপ্যায়িত হইয়া হাসি হাসি মুখে পদ্মের নিকট গেলেন। অনেক দিনের পর পদ্মের সহিত সাক্ষাৎ হইল; ভাবিলেন, পদ্ম তাঁহাকে কতই মিষ্ট কথা বলিবে, তাঁহার জন্য কতই আহ্লাদ করিবে, তাহাতেই হয় ত পদ্ম এই সময়ে একা আসিয়াছে। পুটুর মা আরও ভাবিলেন যে, আমার এত বস্ত্র, এত অলঙ্কার ত আবশ্যক নাই; ইহার কতক পদ্ম পরিলে তাহাকে কতই সুন্দর দেখাবে, অতএব এই সময় তাহাকে ডাকিয়া চুপি চুপি কিছু দিই; চুপি চুপি বা কেন, আমি দিলে কে রাগ করিবে? তিনি (স্বামী) দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু এই ঐশ্বর্য্যের দিকে ত একবার ফিরিয়াও চান না, তবে কেন তিনি রাগ করিবেন। সোহাগীই বা কেন করিবে? তার কি ক্ষতি? হয় ত সে রাণীকে বলে দিবে; তা আমি তার হাতে ধরে তখন বারণ করিব।

এই ভাবিতে ভাবিতে পুটুর মা পুষ্করিণীর কূলে পদ্মের

নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। পদ্ম বলিলেন, "ওলো কালা-মুখী, বল দেখি, বুড়া রাজার মন কেমন করে ভুলালি ?"

পুটুর মা। আমি ভুলাই নাই, ভাই, পুটু ভুলাইয়াছে।

পদ্ম। তা বই কি! এরেই বলে পোর নামে পোয়াতি বত্তায়। হা কালামুখী! তোর মরণের কি আর জায়গা ছিল না ; হয় ত বল্‌বি, নইলে এ ধন দৌলত কোথা হইতে আসিত। তা অমন ধন কড়ির গলায় দড়ি, অমন কাপড় পরার গলায় দড়ি, অমন গহনা পরার গলায় দড়ি, ধিক্ তোরে ছারকপালী !

পুটুর মা। কেন ঠাকুরঝি, আমি কি করিলাম ?

পদ্ম। আহা! কিছু জানেন না, আবার বলেন কি করি-লাম। রাজা তোরে এত ভালবাসে কেন, তোরে এত গহনাপাতি দেয় কেন, আর কাহাকেও দেয় না কেন ?

পুটুর মা। আমি পুটুর মা বলে আমায় রাজা এই সকল দিয়াছেন। তিনি পুটুকে বড় ভালবেসেছেন।

পদ্ম। বলি, রাজা আর কাহারও পুটুকে ভালবাসেন না কেন ? ছেলে মেয়ে ত আর অনেকের আছে। এ সকল কি ঢাকা থাকে ? না বুঝিতে বাকি থাকে ?

পুটুর মা। কি ঠাকুরঝি, তবে বল না রাজা আমায় কেন ভালবাসেন ?

পদ্ম। আ মরি নেকি, কিছু জানেন না।

পুটুর মা। সত্য বলিতেছি, কই আমি ত কিছুই জানি না।

পদ্ম। যখন দাদা তোর গলায় বঁটি দিবেন, তখন ত বলিতে পার্‌বিনে যে, আমি কিছুই জানি না।

পুটুর মা। তবে কি হয়েছে বল না। তোমার পায়ে ধরি ঠাকুরঝি! আমায় বলে দেও। সত্য সত্যই আমি কিছু জানি না। এখন আমার বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল যে।

পদ্ম। তবে বলে দিব? একান্ত বলিতে হবে—না বলিলে তুই মানিবি না? ( কর্ণে দুই তিনটি কথা )

পুটুর মা তাহা শুনিয়া অবাক্ হয়ে পদ্মের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। পদ্ম চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "এখন টের পাও, গহনা পরা কেমন সুখের।"

পদ্ম চলিয়া গেলে মাধবীলতার মাতা অনেকক্ষণ পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়াইয়া রহিলেন, একটি জলপুষ্পের প্রতি চাহিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তাহা দেখিতেছিলেন কি না সন্দেহ। সন্ধ্যার সময় সোহাগী আসিয়া ডাকিল, মাধবীর মাতা কোন উত্তর না করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে গৃহে গেলেন। নির্জ্জনে দ্বাররুদ্ধ করিয়া পদ্মের কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। প্রথমে মৃত্যুই স্থির করিলেন; কিন্তু তিনি মরিলে পুটুর কি উপায় হইবে, এই কথা স্মরণ হইলে মরিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন, রাত্রিশেষে নিদ্রিত পুটুকে বক্ষে করিয়া গৃহ ত্যাগ করিবেন, এই মনন করিলেন।

সেই রাত্রে পুটুর মা বহুক্ষণ অবধি নিদ্রিত পতির পদসেবা করিলেন, তাহার পর স্বর্ণালঙ্কারগুলি একে একে অঙ্গচ্যুত করিয়া আপনার "টেপারির" মধ্যে রাখিয়া তাহার চাবি রামসেবকের যজ্ঞোপবীতে বাঁধিয়া দিলেন। আপনার সঙ্গে কি লইবেন একবার এই কথা তাঁহার মনে আসিল, তাহার পর কেবল পুটুর "চুলের দড়িগুলি" যত্নে অঞ্চলাগ্রে বাঁধিলেন। স্বামীর

খড়ম দুইখানি পালঙ্কের নিকট ছিল, তাহার ধূলা ঝাড়িয়া হস্তমার্জ্জনা করিয়া, যথাস্থানে রাখিলেন, তাহার পর দীপ নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রা হইল না। ঝটিকাপ্রপীড়িত তৃণের ন্যায় পুটুর মার অন্তর থরথর কাঁপিতেছিল, যে ঝটিকার বেগে মহাতরু উন্মূলিত ও নিপতিত হয়, সামান্য তৃণের উপর সেই বেগ প্রবাহিত হইলে তৃণ উন্মূলিত হয় না, মরেও না, কেবল অনবরত ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে থাকে। পুটুর মার দশা সেইরূপ হইয়াছিল।
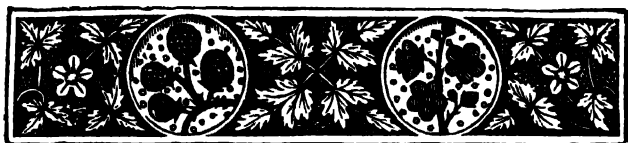
## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। যাত্রার সময় উপস্থিত দেখিয়া, পুটুর মা শয্যা হইতে উঠিলেন। স্বামীকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে তাঁহার পালঙ্কের নিকটবর্ত্তী হইলেন। ধীরে ধীরে নিদ্রিত রামসেবকের পাদমূলে মস্তক রাখিলেন, অমনি চক্ষে জল আসিল, পুটুর মা নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন, তাহার পর স্বামীর পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন। জন্মের মত যাইবার সময় একবার স্বামীকে না দেখিয়াই বা কিরূপে যান; পুটুর মা সুতরাং প্রদীপ জ্বালিলেন, আলোকে নিদ্রিত স্বামীর স্নেহময় মুখ আরও স্নেহপূর্ণ দেখিয়া, পুটুর মার চক্ষে আবার জল আসিল। রামসেবককে পুটুর মা নিত্য নিদ্রিত দেখেন, কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি ত আর কখন এরূপ দেখেন নাই। চক্ষু মুছিয়া পুটুর মা রামসেবকের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন; বাল্যকাল হইতে রামসেবক পুটুর মাকে যত আদর করিয়াছিলেন, যত যত্ন করিয়াছিলেন, সে আদর, সে যত্ন, সে স্নেহ, সে সমুদায় যেন তাঁহার মুখে অদ্য একত্রিত হইয়াছে; পুটুর মা সজলনয়নে কেবল সেই প্রেমময় মুখ দেখিতে লাগিলেন। আবার দেখিলেন, নিদ্রিত স্বামী যেন নিঃসহায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। পুটুর মার আর যাওয়া হইল না;

প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া স্বস্থানে গিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। প্রদীপনির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে গৃহমায়া কতকটা অন্ধকারাবৃত হইল, তখন ক্রমে পদ্মকে আবার স্মরণ হইল, স্মরণমাত্রেই কলঙ্করটনা বৈদ্যুতাগ্নির ন্যায় পুটুর মার অন্তরে জ্বলিয়া উঠিল, আর শয়ন করা হইল না। প্রাতে স্বামী সেই কলঙ্ক অবশ্য শুনিবেন, এই মনে হইবামাত্র আর থাকিতে পারিলেন না। পুটুর মা পুটুকে বক্ষে তুলিয়া তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। ঠাকুরঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া গৃহদেবতা শালগ্রামকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ঠাকুর! বুড়া শাশুড়ী রহিলেন, যেন তাঁর কোন পীড়া না হয়। আর যিনি তোমার নিত্য পূজা করেন, তাঁহার যেন কোন বিপদ না হয়।" পুটুর মা আবার প্রণাম করিলেন। তার পর বৃদ্ধা শাশুড়ীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন, উদ্দেশে তাঁহাকেও প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা! আশীর্ব্বাদ কর, পথে যেন আমার পুটুর কোন বিপদ না হয়!" এই বলিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে দুই এক পদ যাইতে লাগিলেন, যাইতে যাইতে স্বামীর দ্বারের দিকে একবার ফিরিয়া দেখিলেন, দেখিবামাত্র স্বামীর নিঃসহায় মূর্ত্তি মনে পড়িল, আর একবার তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ফিরিলেন, কিন্তু দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন! কিয়ৎক্ষণ পরে মস্তক নত করিয়া নিদ্রিত স্বামীর উদ্দেশে আবার প্রণাম করিয়া, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে পুটুর মা খড়কির দ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন। পথে আসিয়া পুটুকে অঞ্চল দ্বারা আবৃত করিলেন। জলাহরণ উপলক্ষে নিত্য দীর্ঘিকায় যাতায়াত তাঁহার অভ্যাস ছিল, অতএব অভ্যাসবশতঃ সেই দিকেই চলিলেন।

নীলাকাশে শত শত নক্ষত্র জ্বলিতেছে, স্নিগ্ধ বায়ু ধীরে ধীরে আসিতেছে, অথচ অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে না, ক্ষীণ চন্দ্রালোকে বৃক্ষ সমুদায় নিঃস্পন্দ রহিয়াছে, গৃহমাত্রেই আলোক নাই, পথে এখানে সেখানে কুক্কুর নিদ্রা যাইতেছে। পুটুর মার লঘু পাদবিক্ষেপে তাহাদের নিদ্রা ভাঙ্গিল না। তিনি শেষে পুষ্করিণীর কূলে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখনও অল্প রাত্রি আছে। তথায় দাঁড়াইয়া পুটুর মা ক্রমে ক্রমে আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, স্বামীর অজ্ঞাতে রাত্রিকালে বাটীর বাহির হইয়াছেন, রামসেবক হয় ত এতক্ষণ জাগরিত হইয়া তাহা জানিতে পারিয়াছেন, এত-ক্ষণ হয় ত অনুসন্ধান করিতে বাহির হইয়াছেন, তাঁহার এতক্ষণ দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে যে, তাঁহার স্ত্রী পতিব্রতা নহে। এই কথা মনে হইবামাত্র পুটুর মা শিহরিয়া উঠিলেন, লজ্জায় অধোবদন হইলেন, অনেক ক্ষণের পর মাথা তুলিয়া দেখিলেন, ম্লান শশী যেন তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। অমনি আপনার গৃহ মনে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, জন্মের মত তিনি গৃহসুখে বঞ্চিত হইয়াছেন। সে সুখ আর তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিবে না। এই সময় নিকটস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে পক্ষীরা কলরব করিয়া উঠিল। পুটুর মা দেখিলেন, পূর্ব্বদিক্ পরিষ্কার হইয়াছে, এখনই লোক যাতায়াত আরম্ভ করিবে, অতএব তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া প্রান্তরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিয়দ্দূর গেলে পর সূর্য্যোদয় হইল। পুটুর মা আবার কতকদূর গিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, সিংহশত গ্রাম আর দেখা যায় না; কেবল রামসীতার মন্দিরের অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে। তাহার রৌপ্য-চূড়া সূর্য্যকিরণে হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছে, পুটুর মা সেই-

খানে দাঁড়াইয়া রামসীতাকে প্রণাম করিলেন; মাথায় হাত দিয়া পুটুকেও প্রণাম করাইলেন, পুটু ক্রোড় হইতে কখন ক্ষুদ্র পদ দোলাইতেছে, কখন হাত তুলিয়া পক্ষীদের ডাকিতেছে, কখন মাতার মুখে হাত দিয়া মাতাকে টানিতেছে। কিন্তু পুটুর মা পুটুর সঙ্গে আর পূর্ব্বমত কথা কহিতেছেন না, অন্যমনে পথ অতিবাহিত করিতেছেন। কোথা যাইবেন স্থির নাই। প্রথমে পিত্রালয়ে যাইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু কলঙ্ক মনে পড়ায়, আর সে দিকে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। সুতরাং যত্র তত্র চলিতে লাগিলেন। কাহাকেও পথের কথা জিজ্ঞাসা করেন না; কোথায় যাইবে যাহার স্থির নাই, পথের কথা সে কি জিজ্ঞাসা করিবে? পুটুর মা নিজে কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করুন, লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিল। প্রথমে একজন ছিন্নবস্ত্রা বৃদ্ধা প্রশ্ন করিল, "বাছা, কোথা যাবে?" পুটুর মা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আমি বাপের বাড়ী যাব।" এই উত্তরে বৃদ্ধা পরিতৃপ্ত হইয়া গোময়সঞ্চয়ন করিতে করিতে বলিল, "তা যাও, বাছা, যাবে বই কি; বাপের বাড়ী যাবে না!" বৃদ্ধা একবার করিয়া কথা কহে, আর একবার করিয়া গোময়সন্ধানে এদিক্ ওদিক্ ঘোরে। বৃদ্ধার শ্রোতা আবশ্যক করে না, পুটুর মা চলিয়া গেলেন, বৃদ্ধা তখনও বলিতে লাগিল, "চিরকাল কি শ্বশুর-বাড়ীতেই থাকিতে হয়?"—( গোময়-সঞ্চয়ন )—"যাও, বাছা! জন্ম জন্ম বাপের বাড়ী যাও, বাপের কাছে কে? শ্বশুর বল, শ্বাশুড়ী বল, বাপের কাছে কে?"—( গোময়-সঞ্চয়ন )—"এই যে আমি একা পড়ে থাকি; বাতের কামড়ে চীৎকার করি, পাড়ার পোড়াকপালীরা কেউ একবার এসে জিজ্ঞাসা করে? মোলো!—

সকলেই আপনার ঘরে শুয়ে থাকে, শেজ পেতে শুয়ে থাকে!”—(গোময়-সঞ্চয়ন) “ওলো! চিরকাল কিছু সমান যায় না! আমারও এক কালে সকল ছিল। আমার মানুষ ছিল, গরু ছিল, ঢেঁকি ছিল।”—(গোময়-সঞ্চয়ন)—“আর এখন ঢেঁকি ঠেঙ্গাইতে পারি না, বুড়া হয়েছি।”—(গোময়-সঞ্চয়ন)—“এমন কপালও করে এসেছিলাম! ভালথাকীরা কি এত ভাল কাজ করেছিল যে, সকল সুখ তাদের জন্য!”—(গোময়-সঞ্চয়ন)—“চোক-থাকীরা কলসী-কাঁকে পথে চলেন, যেন চোখে কানে দেখ্‌তে পান না।” বৃদ্ধা মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর আপনা-আপনি এইরূপ কথা কহিতেছে। অন্য সময় হইলে পুটুর মা দাঁড়াইয়া বৃদ্ধার কথা শুনিতেন।

প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পুটুর মা যখন রামপুর নামে এক খানি অপরিচিত গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর; গ্রামপ্রান্তে একটি দীর্ঘিকায় স্নানার্থে গ্রাম্যলোকেরা যাতায়াত করিতেছিল। পুটুর মাও স্নান করিবেন মনে করিলেন; কতক দূর গিয়া দেখেন, পথপ্রান্তে বৃক্ষচ্ছায়ায় দুইজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। দুইজনেই যুবতী; পুটুর মার ভয় হইল, তিনি ভাবিলেন, ইহারা আমাকে দেখিয়া হয় ত উপহাস করিবে, হয় ত কি কটু বলিবে। নিকটে অন্য পথ থাকিলে, পুটুর মা সেই পথে যাইতেন, এক্ষণে অনন্যগতি হইয়া, যুবতীদের দিকে সঙ্কুচিত পদে চলিতে লাগিলেন, এক এক বার সভয়ে তাহাদের প্রতি চাহিতে লাগিলেন। এই সময় একজন স্থূলাঙ্গী বৃদ্ধা পশ্চাৎ হইতে যুবতীদের বলিল, “এখনও দাঁড়ায়ে কেন? বেলা যে গড়িয়ে গেল।” যুবতীরা সভয়ে

ভূমি হইতে আপন আপন কলসী তুলিয়া কক্ষে সংস্থাপন করিতে করিতে পশ্চাৎ ফিরিল। পুটুর মাকে দেখিয়া, বৃদ্ধা একটু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, তিনি নিকটবর্ত্তী হইলে, বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে, বাছা?" পুটুর মা মাথা অবনত করিয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় দাঁড়াইলেন, কোন উত্তর করিলেন না। আবার বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটি কি তোমার?" পুটুর মা মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলেন। এই সময় এক জন যুবতী অগ্রসর হইয়া, পুটুর গাল ধরিয়া আদর করিল।

বৃদ্ধা। বাছা, তুমি কি লোকের মেয়ে?

পুটুর মা। বামনের।

বৃদ্ধা। কোথায় যাবে?

পুটুর মা কথা কহিলেন না।

বৃদ্ধা। তোমার সঙ্গে লোক কই?

পুটুর মা কথা কহিলেন না।

বৃদ্ধা। তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথা? তোমার বাপের বাড়ী কোথা?

পুটুর মা তথাপি কথা কহিলেন না।

বৃদ্ধা। তবে বুঝিছি।

এই বলিয়া বৃদ্ধা আপন কন্যা ও পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে পশ্চাৎ ফিরিলেন, তাঁহার কন্যা এক এক বার পুটুর মার প্রতি ফিরিয়া চাহিতেছিল দেখিয়া, বৃদ্ধা বলিল, "চলিয়া চল! গৃহস্থের বউ ঝির ওসকল লোককে ফিরে দেখা কেন?"

কন্যা উত্তর করিল, মেয়েটি বড় সুন্দর। বৃদ্ধা তাহাতে

বিরক্তিসহকারে বলিল, "অমন সুন্দরের গলায় দড়ি! যে লোক গৃহস্থের মেয়ে নয়, সে আবার সুন্দর কি?"

এই কথা শুনিবামাত্র পুটুর মার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, কিয়ৎক্ষণ পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্ত্রীলোকেরা চলিয়া গেলে, নিকটস্থ এক নির্জ্জন আম্রকাননে প্রবেশ করিয়া, একটি বৃক্ষতলে বসিলেন। মাধবী ধূলায় ক্রীড়া করিতে লাগিল, তিনি বৃক্ষে মাথা হেলাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণের পর চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে অস্পষ্টস্বরে আপনা-আপনি বলিলেন, "বুঝিছি, সকলই আমার দোষ। পোড়া লজ্জার ভয়ে আমিই আপনি আপনার সর্ব্বনাশ করেছি।"

বাস্তবিক, কথা সত্য, কেবল লজ্জার ভয়ে মাধবীলতার মা গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, কলঙ্কের কথা স্বামী প্রাতে শুনিবেন, এই লজ্জায় তিনি পলাইয়াছিলেন। এখন কলঙ্কের কথা শুনা দূরে থাকুক্, সন্দেহেরও স্থল রহিল না। এতক্ষণ রামসেবক জানিয়াছেন যে, তাঁহার স্ত্রী নিশ্চয়ই কুলটা। তাহাতেই মাধবীলতার মা বলিতেছিলেন, "সকলই আমার দোষ।" আর উপায় নাই, আর গৃহে যাইবার পথ নাই। পথে পথে বাস, ভিক্ষা করিয়া দিনযাপন, এই এখন মাধবীলতার মার অদৃষ্টের লিখন। তিনি দার্শনিক নহেন যে, অদৃষ্ট লইয়া তর্ক করিবেন। কার্য্যকুশলী নহেন যে, পুরুষকার দ্বারা অদৃষ্ট খণ্ডন করিবেন। মহাতেজাও নহেন যে, অদৃষ্টের আয়ত্তাতীত থাকিবেন—অদৃষ্ট যতই পীড়ন করুক তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, তাহাতে কষ্ট অনুভব না করিয়া, পর্ব্বতের ন্যায় অটল থাকিবেন। মাধবী-

তাহার মাতা সামান্যা; অদৃষ্টের ভয়ে অতি ভীতা, কষ্টের স্পর্শ-মাত্রেই পরাজিতা, চক্ষের জল তাঁহার একমাত্র সহায়। পিতৃ-মাতৃসম্মুখে চক্ষের জল সহায় হইলে হইতে পারে, কিন্তু অদৃষ্টের সম্মুখে তাহা কিছুই নহে, অশ্রুবর্ষণে কোন ফলই হয় না; তথাপি অদৃষ্টের পীড়নে সামান্য লোকেরা কাঁদে, মাধবীলতার মাও সামান্য লোকের মত কাঁদিলেন। সাধারণতঃ লোকে চক্ষের জল মুছিয়া অদৃষ্টের প্রদর্শিত পথে চলিতে থাকে, মাধবী-লতার মাও চক্ষের জল মুছিয়া অদৃষ্ট-প্রদর্শিত পথে চলিবেন, অর্থাৎ ভিক্ষা করিবেন, স্থির করিলেন। "আমার অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাইবে?" এই বলিয়া, পুটুর মা দাঁড়াইলেন, পুটুর ধূলিধূসরিত অঙ্গ যত্নে ঝাড়িয়া, ক্রোড়ে লইয়া, গ্রামাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

## ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই দিবস রাজা অন্তঃপুর হইতে বহির্ব্বাটীতে যাইতে যাইতে এক স্থানে দাঁড়াইলেন; এক জন দাসীকে বলিলেন, "জ্যোৎস্নাবতীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে।" দাসী তৎক্ষণাৎ রাজভগিনীর মহলে প্রবেশ করিল। রাজা যষ্টি দ্বারা ভূপতিত একটি বিল্বপত্র নাড়িতে লাগিলেন, আর আপনা-আপনি কথা কহিতে লাগিলেন। এমন সময় রাজভগিনী আসিয়া প্রণাম করিলেন এবং নতশিরে এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা বলিলেন, "দেখ দেখি, কি অন্যায়!" জ্যোৎস্নাবতীর ভয় হইল; ভাবিলেন, রাণীর প্রতিনিধিস্বরূপ রাজা স্বয়ং তাঁহাকে তিরস্কার করিতে আসিয়াছেন।

অল্প পরে রাজা আবার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বড় অন্যায়, বড় অসঙ্গত, কে এখানে বিল্বপত্র ফেলিয়া গিয়াছে? হয় ত এই বিল্বপত্রে আমি পূজা করে থাকিব।" ইহা বলিবামাত্র জ্যোৎস্নাবতী সযত্নে বিল্বপত্রটি তুলিয়া লইলেন; রাজা বলিলেন, "দেখ, যেন ভাল জায়গায় বিল্বপত্রটি ফেলা হয়। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি উত্তর দাও?" এই বলিয়া ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন; জ্যোৎস্নাবতী কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বল? আমি

ত সে সময় ছিলাম না?” জ্যোৎস্নাবতী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন্ সময়?”

রাজা। যে সময় রাণী প্রসব হন।

জ্যোৎ। আজ্ঞা করুন। সে সময় আমি উপস্থিত ছিলাম।

রাজা। রাণী কি সন্তান প্রসব করেন?

জ্যোৎ। এক মৃত কন্যা প্রথমে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখিয়াছিলাম। তার পর—

রাজা আর কোন কথাই না শুনিয়া, বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন; জ্যোৎস্নাবতী বলিতে লাগিলেন, “এ সম্বন্ধে আরও বিশেষ কথা আছে, রাণী যমজ সন্তান প্রসব করেন।” রাজা সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, সভায় গিয়া প্রকাশ্য বলিলেন, “ভট্টাচার্য্যেরা যে কথা উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; রাজকুমার আমার পুত্র নহে। রাণী এক মৃত কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন, আমি বিশেষ করিয়া তদন্ত করায় সকল কথা জানিতে পারিয়াছি; অদ্য ভট্টাচার্য্যদিগের আসিবার কথা আছে—এখনই আসিবেন; আমার ইচ্ছা যে, ছেলেটিকে পোষ্যপুত্র লই।”

এই কথা শুনিবামাত্র সভাসদ্‌সকলে বিমর্ষ হইলেন। দেওয়ান্ মহাশয় ভ্রুকুটী করিয়া, একবার রাজার দিকে কটাক্ষ করিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

পিতম তখন রাজবাটীর অনতিদূরে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া, রাজসভায় কে কে যায় দেখিতেছিল। কি ভাবিয়া, তথা হইতে উঠিয়া অন্য পথে চলিল। কতকদূর গেলে একটা কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড় আসিয়া, পিতমের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল; পিতম ষাঁড়কে জিজ্ঞাসা করিল, “ভৈরব, কেমন আছ?” ষাঁড় মুখ তুলিয়া

মাথা নাড়িল, অল্প অগ্রসর হইয়া পিতমের স্কন্ধের দিকে গলা বাড়াইয়া দিল; পিতম যত্নে তাহার গলায় হস্তমার্জ্জনা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "ভৈরব, তোমার উদরের সংবাদ বল? তুমি ত আমার মত উদরপরায়ণ লোক, বল দেখি, গত কল্য কি জুটিয়াছিল? বৃক্ষতলে পড়িয়া কি কেবল দন্তঘর্ষণ করিয়াছিলে? তোমার বড় দোষ, কেহ তোমায় না ডাকিলে তুমি খাও না, লোকে তোমায় কেন ডাকিবে? কে তুমি? লোকের তোমায় কি দরকার? তোমার বিরাট মূর্ত্তিতে কে ভুলিবে? তোমার কোমলতা কে দাঁড়াইয়া দেখিবে? তোমার এই প্রস্তরস্তূপে নবপল্লবের কোমলতা চিনিয়া কে তোমাকে বাহবা দিবে? তুমি আমার নিরেট মেঘ, তুমি এইখানে দাঁড়াও, আমি একবার স্নান করে আসি।" এই বলিয়া পিতম আপনার ঝুলি ভৈরবের শৃঙ্গে ঝুলাইয়া, গাত্র-বস্ত্র তাহার পৃষ্ঠে ফেলিয়া নিকটস্থ পুষ্করিণীতে নামিল। এই সময়ে অনেক ছেলে আসিয়া জুটিল; তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া ভৈরবকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল, ভৈরব "ছাল্‌না-তলার" বরপাত্রের ন্যায় গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহাদের কোন কথা গ্রাহ্য করিল না। পিতম আসিলে, তাহার জলসিক্ত অঙ্গ দেখিয়া ভৈরব পিতমের গাত্রলেহন করিতে আরম্ভ করিল। বালকেরা হাসিয়া বলিল, "পিতম, তোমায় ভৈরব বাছুর ভাবিয়া আদর করিতেছে?" পিতম হাসিয়া উত্তর করিল, "আর আমায় কে আদর করিবে?" ছেলেরা সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "আমরা আদর করিব।" এই বলিয়া সকলেই পিতমকে ঘেরিয়া ধরিল। কেহ হস্তে, কেহ জানুদেশে, কেহ পৃষ্ঠদেশে চুম্বন করিতে লাগিল। ভৈরব তাহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

এই সময় দুই চারিজন প্রতিবাসী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা দূরে দশরথ ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া, রাজপুত্রের প্রসঙ্গ আরম্ভ করিল। ক্রমে পিতমকে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যই কি রাজকুমার দশরথ শর্ম্মার পুত্র?" পিতম বলিল, "দশরথের পুত্র অনেক দিন হ'ল বনে গেছেন।"

প্রথম প্রতিবাসী। পিতম, আমরা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তুমি এখন রাজবাটীতে গিয়া থাক—কি শুনিতে পাও? এ রাম দশরথের পুত্র কি?—না সে কথা মিথ্যা?

পিতম। সে কথা ভুবনেশ্বর বলিতে পারেন, সে দিন রাত্রে ভুবনেশ্বর দশরথকে বলিয়াছিলেন, "চূড়াধনের কথা শুনিস্ না।" এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে একজন বালক গাইয়া উঠিল, "ভুবনেশ্বর কথা কয়। ছেলে দশরথের নয়।" সকলে হাসিয়া বলিল, "বেস্ বেস্।" অমনি আর সকল বালকেরা নৃত্য করিতে করিতে একত্রে গাইতে লাগিল:— "ভুবনেশ্বর কথা কয়।
ছেলে দশরথের নয়॥"

দশরথ তাহা দূর হইতে শুনিতে পাইয়া তাঁহার সঙ্গীদের মুখপ্রতি চাহিলেন; ছেলেরা সেই দিকে গাইতে গাইতে যাইতে লাগিল; দশরথ তাহাদিগকে চীৎকার করিয়া গালি দিলেন। "এ ত বড় মজার খেপান" বলিয়া বালকেরা অধিকতর আনন্দে হাসিয়া আরও গাইতে লাগিল; শেষ দশরথ হস্তে ইষ্টক লইলেন। তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন; তিনি শুনিলেন না দেখিয়া, অগত্যা তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যেখানে প্রতিবাসীরা দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছিল, সেই দিকে চলিলেন।

পিতম যাহা বলিয়া গিয়াছিল, তাহাতে সকলে স্থির করিয়াছিল যে, দশরথের দাবি মিথ্যা। প্রথম যখন দশরথ দাবি উপস্থিত করেন, উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলে তাহাতে আহ্লাদিত হইয়াছিল। রাজার চরিত্রসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার উপলক্ষ পাইয়া কতই কথা, কতই পরামর্শ, কতই নিন্দা করিয়াছিল। নিন্দা এ সংসারে পরম সুখ; দশরথের দাবি উপলক্ষে সে সুখভোগ হইয়া গিয়াছে, আর তাহাতে রস নাই, তখন নিন্দার স্রোত ফিরিবার সময় হইয়াছে, কাজেই প্রতিবাসীরা যখন দশরথের দাবি মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ করিবার উপলক্ষ পাইল, আবার তাহারা চরিতার্থ হইল। একজন তখন বলিল, "ঠিক্ কথা, এমন কি কখন হইতে পারে? রাজা কেন পরের ছেলে চুরি করে আনিবেন? তাঁহার পুত্র না হইলে তিনি অনায়াসে পোষ্যপুত্র লইতেন; তাঁহার কিসের দুঃখ? দেশে এত ছেলে থাকিতে তিনি কেন লক্ষ্মীছাড়া দশরথের পুত্র লইতে যাইবেন? আমাদের ছেলে হয় ত সে স্বতন্ত্র কথা। এ মিথ্যা দাবি বোধ হয়। টাকা পাইবার প্রত্যাশায় দশরথ এই দাবি সাজাইয়াছে।"

দ্বিতীয় প্রতি। তাহার আর সন্দেহ নাই, নতুবা পিতম একথা বলিবে কেন। পিতম পাগল নহে, পিতম সিদ্ধপুরুষ; কেবল ঠাট করে ফেরে—যেন কতই পাগল, কিন্তু কিছুই নয়—পিতম সকল জানে, ভুবনেশ্বরের মন্দিরে রাত্রে কি হয়েছিল, তাহা পর্য্যন্ত জানে।

তৃতীয় প্রতিবাসী। পিতম কি বলিল, আমি বুঝিতে পারিলাম না।

প্র, প্রতি। বুঝিতে পারিলে না? চূড়াধনবাবু দশরথকে কিছু টাকার লোভ দেখাইয়া, এই কার্য্যে নামাইয়াছেন। রাজ-

কুমার যদি দশরথের সন্তান বলিয়া জনরব থাকে, তাহা হইলে রাজার অবর্ত্তমানে চূড়াধনবাবু রাজ্য পাইবেন।

চতুর্থ প্রতি। সেই দেঁতো-কটাচুলো হারামজাদা ?

এমত সময় দশরথের সঙ্গীরা উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপারখানা কি ? ছেলেরা এ কি বলে ?"

প্র, প্রতি। যাহা সত্য, তাহাই বলে।

চতুর্থ, প্রতি। দশরথ শর্ম্মাকে সঙ্গে করে একবার রাজবাটীতে যাও, ব্যাপার শুনিতে পাবে, দেখিতেও পাবে। চূড়াধন বাবু ধরা পড়েছেন, দশরথকে ধরিতে শিপাহী এখনই যাইবে; কিন্তু ঐ দেখিতেছি, তিনি আপনিই ধরা দিতে আসিতেছেন। ভুবনেশ্বরেব মন্দিরে সে রাত্রে যে পরামর্শ হয়েছিল, তাহা এখন প্রকাশ পেয়েছে।

দশরথ এই সময় উপস্থিত হইলে তাঁহার সঙ্গীরা বলিল, "দশরথ, এই সকল ভদ্র লোকে কি বলিতেছেন, শুন। তুমি কি এক দিন রাত্রে ভুবনেশ্বরের মন্দিরে গিয়া চূড়াধন বাবুর পরামর্শমতে এই মিথ্যা দাবি উপস্থিত করেছিলে ? তাহা হইলে এই সময় বল, আমাদের আর কেন মজাও, এ কথা রাজসভায় প্রকাশ হইয়া পড়িবাছে।"

দশরথ চারি দিক্ দেখিতে লাগিলেন। সকলের মুখপ্রতি চাহিলেন, শেষ পলায়নোন্মুখ। এই সময় এক জন প্রতিবাসী বলিল, "সে গুড়ে বালি ! শিপাহীরা আগতপ্রায়।"

দশরথ। আপনাদের সাক্ষাতে বলিতেছি, আমি এক পয়সা লই নাই ; আমি ত টাকার প্রত্যাশী নই ?

এই সময় এক জন বালক বলিল, "ঐ শিপাহী আসিতেছে।" দশরথ আর ফিরিয়া চাহিলেন না, পলাইলেন।

## চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দশরথ পলাইলে পর, এই সকল ব্যক্তি একত্রিত হইয়া রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন। যে অধ্যাপক পূর্ব্বে দশরথের পক্ষ হইয়া, দেওয়ান্‌কে সকল বৃত্তান্ত অবগত করিয়াছিলেন, তিনি অগ্রসর হইয়া, যোড়-করে রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের অপরাধ হইয়াছে, দশরথ বাচস্পতি শোকবিহ্বল হইয়া কেবল পরের পরামর্শে রাজকুমারকে দাবি করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে যে পরামর্শ হয়, তাহা এক্ষণে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, আমরা সে পরামর্শের কথা পূর্ব্বে শুনি নাই; তাহা হইলে কদাচ দশরথের সঙ্গে আমরা আসিতাম না। দশরথ এক্ষণে পলাইয়াছেন, তিনি নিতান্ত পরের পরামর্শে এই কুকার্য্য করিয়াছেন; অতএব আমাদের একান্ত প্রার্থনা যে, সে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে আপনি ক্ষমা করেন। তাঁহার অপরাধ গুরুতর নহে, যিনি তাঁহাকে লওয়াইয়াছেন, তিনিই প্রধান অপরাধী।"

রাজার কথা কহিবার পূর্ব্বেই দেওয়ান্ বলিলেন, "যিনি প্রধান অপরাধী, তাহা আমরা জানিয়াছি, এক্ষণে আপনারা বিদায় হউন।"

ভট্টাচার্য্যেরা বিদায় হইলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে মৃতকন্যার কথাটা কি, আমি ভাল বুঝিতে পারিতেছি না"।

দেওয়ান্। এখনই বুঝিতে পারিবেন, আমি রামী ধাইকে

ডাকিতে পাঠাইয়াছি। আমার ইচ্ছা যে, রাজদাসীদের ডাকিয়া, এই রাজসভায় সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করা হয়।

রাজা। আবশ্যক নাই, আমি স্বয়ং তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি।

রাজা উঠিয়া গেলে, চূড়াধন বাবু বিমর্ষমুখে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "পিতম পাগল বিলক্ষণ ধূর্ত্ত, এক কথা রটাইয়া দশ-রথ বাচস্পতিকে ভাল ভয় দেখাইয়াছে। নিশ্চয় পিতম পাগল দশরথকে পথ হইতেই তাড়াইয়াছে।"

দেও। সম্ভব। পিতম ধূর্ত্ত না হইলে ভুবনেশ্বরের মন্দিরে যে যে ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম রাজসভায় বলিয়া ফেলিত।

চূড়াধন। যেখানে আপনার মত দেওয়ান্ উপস্থিত, সে-খানে পাগলেরও বিজ্ঞতা জন্মে।

দেও। যেখানে আপনার মত ব্যক্তি থাকে, সেখানে বিজ্ঞতা আবশ্যক, তাহা না হইলে বিয়াদবি হয়।

এই সময় একজন নকিব আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "সভা বরখাস্ত, রাজা বাহাদুর অসুস্থ হইয়াছেন।"

সভাভঙ্গ হইলে রাজা অন্দর হইতে আসিয়া, এক নির্জন ঘরে অতি বিমর্ষভাবে বসিলেন। তৎক্ষণাৎ ঘরের দ্বার রুদ্ধ হইল। রাণীর মহলে গিয়া রাজা বড় যন্ত্রণায় পড়িয়াছিলেন। রাণীকে মৃত-কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ফণিনীর ন্যায় মাথা তুলিয়া রাজার প্রতি খর-দৃষ্টিপাত করিলেন। রাজা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "অদ্য প্রাতে জ্যোৎস্নাবতী আমায় বলিয়াছিলেন যে, তুমি এক মৃতকন্যা প্রসব করিয়াছিলে; তাহাতেই আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।" এই কথা শুনিবামাত্র রাণী অতি ক্রুদ্ধভাবে

বলিলেন, "জ্যোৎস্নাবতী আমার পরম শত্রু; সেই প্রথমে রটাইয়াছে যে, রাজকুমার আমার সন্তান নহে। তাহারই বলে ভট্টাচার্য্যেরা আসিয়াছিল। আপনার ভগিনী নিজের সংসার জ্বালাইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে আমার সংসার শ্মশান করিতে বসিয়াছে। তাহাকে দুশ্চরিত্রা বলে একবার তাহার শ্বশুর তাড়াইয়াছে, এবার আমি তাড়াইব। আপনি তাড়াইতে না দেন, আমি নিজে সংসার ত্যাগ করে যাব, আপনি ভগিনী লয়ে রাজ্য করুন।"

রাজা। স্থির হও, আমার বলিতে ভুল হইয়াছে, হয় ত ভুলে আমি জ্যোৎস্নাবতীর নাম করিয়াছি।

রাণী। আমি আর সে সকল স্তোকবাক্য শুনিতে চাই না। এখনই পাল্কী আনিতে পাঠান, হয় তাহাতে জ্যোৎস্নাবতী উঠিবে, নতুবা আমি উঠিব।

রাজা। জ্যোৎস্নাবতী পাল্কীতে উঠিয়া কোথায় যাবে? তাহার আর স্থান কোথায়? সে এখন অনাথিনী, তাহার প্রতি দয়া কর, তাহার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

রাণী। তোমার জ্যোৎস্নাবতীর স্থান আছে কি না, তা আমার দেখিবার প্রয়োজন নাই। আমার বাটীতে তাহার স্থান হইবে না তাহা নিশ্চয়।

এই বলিয়া রাণী বেগে জ্যোৎস্নাবতীর মহলে গেলেন। রাজা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, বহির্ব্বাটীতে গিয়া বসিয়া রহিলেন।

অপরাহ্ণে একজন পরিচারিকা সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া ঈষৎ মুখ বাড়াইয়া বলিল, "রাজভগিনী রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেলেন?"

পরিচারিকা উত্তর করিল, "জানি না।" রাজা উত্তরীয় দ্বারা চক্ষু আবৃত করিলেন। পরিচারিকা চলিয়া গেল।

পরদিবস প্রাতে রাজসভায় সকলে বিমর্ষভাবে উপবিষ্ট আছেন, রাজা অন্যমনস্কে কি ভাবিতেছেন, এমত সময় কতকগুলি শিবিকা-বাহক আসিয়া জানাইল, রাজভগিনী কল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে শিবিকা ত্যাগ করে পদব্রজে গেলেন, আমরা এত মিনতি করিলাম, তিনি শুনিলেন না; বলিলেন, "আর আমার পাল্কীর প্রয়োজন কি?"

শুনিবামাত্র রাজা গাত্রোত্থান করিলেন; এই সময় দেওয়ান্ মহাশয়কে এক জন জানাইল যে, রামী ধাই উপস্থিত। রামী প্রণাম করিয়া যোড়-করে দাঁড়াইল; রাজা কক্ষান্তরে যাইতে-ছিলেন, এমত সময় দেওয়ান্ মহাশয় রামী ধাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণীর কি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল?"

রামী ধাই। প্রথমে এক কন্যা।

রাজা যাইতে যাইতে এই কথা শুনিয়াও শুনিলেন না দেখিয়া, দেওয়ান্ উঠিয়া যোড়-করে বলিলেন, এই সময় একটু অপেক্ষা করিলে ভাল হয়; বোধ হয়, আমার এই শেষ অনুরোধ।" রাজা দাঁড়াইলেন, রামী ধাইএর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি রাজকুমার রাণীর গর্ভে জন্মে নাই?"

রামী ধাই। রাজকুমারও রাণীর সন্তান; প্রথমে কন্যা জন্মে, পরে রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হন। রাণী তখন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। কন্যাটি মৃত মনে করে, আমরা তাহার সৎকার করিতে যাই, সেই সময় কোথা হইতে পিতম পাগলা আসিয়া তাহাকে লইয়া পলায়, পরে আমরা জানিলাম যে, একটি ব্রাহ্মণের কন্যা সেই সময় ভূমিষ্ঠ হইয়াই মরে, তাহার জননী সেই মৃত সন্তান ক্রোড়ে

করে শুইয়া থাকে। পিতম তাহার ক্রোড় হইতে মৃত কন্যা চুরি করে মহারাজের কন্যাকে তাহার ক্রোড়ে রাখিয়া আসে। সেই ক্রোড়ে আপনার মৃতবৎ কন্যা জীবিতা হয়, অদ্যাপি জীবিতা আছে, আমরা ভয়ে এ কথা এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি নাই।

রাজা। এখন আমার কন্যা কোথা ?

রামী ধাই। এখন কোথা তা বলিতে পারি না, গত পরশ্ব হইতে তাহার আর উদ্দেশ নাই।

রাজা। কেন ?

রামী। পাড়ার লোকেরা ব্রাহ্মণীকে ইদানীং বড় জ্বালাতন আরম্ভ করেছিল, গত পরশ্ব তিনি মেয়েটি লয়ে দেশত্যাগী হয়েছেন।

রাজা। কাহার বাটীতে আমার কন্যা ছিল ?

রামী। রামসেবকের বাটীতে।

রাজা। মাধবীলতা তবে আমার কন্যা ?

রামী। নিশ্চয়ই ?

রাজা। আর এই শিশু, যাহাকে আমি আমার বলিয়া প্রতি-পালন করিতেছি ?

রামী। এটিও আপনার পুত্র; এইমাত্র আমি বলিয়াছি যে, প্রথমে আপনার মৃতকন্যা জন্মে, শেষ এই রাজপুত্র ভূমিষ্ঠ হন। উভয়ে যমজ।

রাজা। তুমি আমার বড় কষ্ট নিবারণ করিলে; যদি আমার আর আর প্রকারের মন-কষ্ট না থাকিত, তবে তোমায় আজ বিশেষ পারিতোষিক দিতাম, তথাপি যাহা দিব, এ পর্য্যন্ত আমি তাহা আর কাহাকেও দেই নাই।

রামি। এ দাসীর অপরাধ যে মার্জ্জনা হইল, এই আমার পরম লাভ পারিতোষিক অতিরিক্ত।
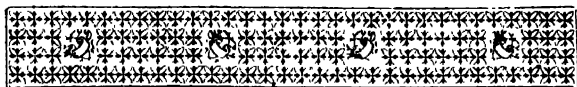
## পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

এক দিবস প্রাতে তক্ষপুরের রাজদ্বারে দুই জন ব্রহ্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারবানেরা প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বার ছাড়িয়া দিলে, তাঁহারা সদর মহল অতিক্রম করিয়া খাস-মহলের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় ভোজপুরী জয়পুরী দরওয়ানের পরিবর্ত্তে গুটিকতক শান্ত বঙ্গসন্তান বসিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছিল; জাতিতে ভাট, সুতরাং তাহারা কথায় বার্ত্তায় অতি নম্র। তাহাদের মাথায় লাট্টুদার পাগড়ী, পরিধানে আজানুলম্বিত জোড়া, অস্ত্র মাত্রেই নাই। ব্রহ্মচারীদের দেখিবামাত্র তাহারা ব্যস্ত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক বসিতে আসন দিল। ব্রহ্মচারীরা আসন গ্রহণ না করিয়া, অবিলম্বে রাজ-দর্শনের ইচ্ছা জানাইলেন। এক জন ভাট বলিল, "দুই জন দর্শন-প্রার্থী একত্রে যাইতে নিষেধ আছে; অতএব আপত্তি না থাকিলে, আপনাদের মধ্যে এক জন আমার সঙ্গে চলুন।" ব্রহ্মচারীরা তাহাতেই সম্মতি প্রকাশ করি-লেন, তাঁহাদের এক জনকে সঙ্গে করিয়া সেই ভাট আর এক দ্বারে উপস্থিত হইল। তথাকার দ্বার-রক্ষক এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নাম রাঘব শর্ম্মা। তাঁহার পরিধানে পট্টবস্ত্র, গলায় উত্তরীয়, কপালে রক্তচন্দনের দীর্ঘ ফোঁটা। বামপার্শ্বে সামুদ্রিক, স্বরোদয় এবং তিন চারি খানি তন্ত্র পড়িয়া আছে। দক্ষিণ পার্শ্বে নাসদানি, বালি-ঘড়ি, দুয়াত, কলম আর কতকগুলি তুলট কাগজ আছে।

ভাট আসিয়া, তাঁহার নিকট যোড়-করে নিবেদন করিল, "এই মাত্র দুই জন ব্রহ্মচারী আসিয়া রাজ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানাইলে, আমি তাঁহাদের বলিলাম যে, 'দুইজন প্রার্থী একত্রে যাইতে নিষেধ আছে,' তাহাতে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী আমাদের দ্বারে অপেক্ষা করিতে স্বীকার করিয়া, এই যুবা ব্রহ্মচারীকে আমার সঙ্গে দিয়াছেন, এক্ষণে যাহা অভিরুচি।" এই বলিয়া ভাট চলিয়া গেল। তখন দ্বার-রক্ষক ব্রাহ্মণ অতি তীব্রদৃষ্টিতে যুবা ব্রহ্মচারীর প্রতি কটাক্ষ করিয়াই হাসিয়া উঠিলেন, আবার তৎক্ষণাৎ হাসি সংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমায় রাজদর্শন করিতে পরামর্শ দিয়াছে?"

ব্রহ্মচারী। এ কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে? যিনি আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনি আমার কথা আপনাকে বলিয়া গেলেন, কিন্তু আপনি যে কে, তাহা তো তিনি আমায় কিছু বলিয়া গেলেন না। আপনি রাজা স্বয়ং, কি তাঁহার কোন কর্ম্মচারী, এ কথা বিশেষ না জানিলে আমি তাহার কোন উত্তর দিতে পারি না।

রাঘব। (হাসিয়া) আমি রাজা নহি, কিন্তু রাজা হইতে বড় দূরও নহি। আমি রাজকর্ম্মচারী বলিলে বলিতে পারি। কেন না আমি দ্বারপাল।

ব্রহ্ম। দ্বারপালের অস্ত্রশস্ত্র কই?

রাঘব। এই আমার বাম পার্শ্বে।

ব্রহ্ম। পুঁথি, না পুঁথির তক্তাগুলি?

রাঘব। উভয়ই, যখন যাহা প্রয়োজন।

ব্রহ্ম। বলিষ্ঠের নিকট ইহার কোনটাইত কার্য্যের নহে।

রাঘব। সম্পূর্ণ কার্য্যের, তবে তোমার মত ছদ্মবেশীর নিকট অন্য কোন অস্ত্র আবশ্যক হইলে হইতে পারে।

ব্রহ্ম। মনুষ্যমাত্রেই ছদ্মবেশী। আত্মার ছদ্মবেশ এই দেহ। দেহের মিথ্যা-বেশ এই বস্ত্র।

রাঘব। এত কথা শিখ্‌লে কবে?

ব্রহ্ম। আপনার সহিত কি আমার পূর্ব্বপরিচয় ছিল? আমার মুখে এ কথা কি অসম্ভব?

রাঘব। সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ব্রহ্ম। কেন?

রাঘব। তাহা রাজমুখে শুনিতে পাইবে।

এ পর্য্যন্ত যুবা ব্রহ্মচারী দাঁড়াইয়াছিলেন, রাঘব তাঁহাকে বসিতে আসন দেন নাই। এখন একখানি মৃগচর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "বসুন।" ব্রহ্মচারী না বসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন; রাঘব একখানি কাগজে কি লিখিলেন, কাগজখানি একটি স্বর্ণকৌটায় বদ্ধ করিয়া এক জন ভৃত্যকে ডাকিলেন, ডাকিবামাত্র ভৃত্য যোড়-হস্তে ছুটিয়া আসিয়া স্বর্ণ-কৌটা লইয়া গেল। রাঘব আর একখানি কি লিখিতে লাগিলেন, এমত সময় ভৃত্য আসিয়া স্বর্ণকৌটা রাঘবকে প্রত্যর্পণ করিয়া চলিয়া গেল। রাঘব কৌটা খুলিয়া ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "রাজ-দর্শনের অনুমতি হইয়াছে, আপনি যান।"

ব্রহ্মচারী। কাহার সঙ্গে যাব?

রাঘব। আবার সঙ্গী কেন? ব্রহ্মচারী হইয়া কে কোথায় সঙ্গী অনুসন্ধান করে?

ব্রহ্ম। রাজদ্বারে আর শ্মশানে সঙ্গী চাই, উভয়ই তুল্য ভয়ানক স্থান।

রাঘব। সঙ্গী আপনি খুঁজিয়া লউন।

ব্রহ্ম। আমি আর এখন সঙ্গী কোথা পাব? এক জন বড় সঙ্গী আনিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তোমাদের এক দ্বারে আটকাইয়া গেলেন। আমি রাজাকে কখন দেখি নাই; তিনি কোন্ ঘরে বসেন, তাহা জানি না; সুতরাং কেহ সঙ্গে না গেলে কোন্ পথে যাব, কাহাকে রাজা-ভ্রমে আপনার গোপন কথা জানাইব।

রাঘব। পথ বলিয়া দিতেছি, কিন্তু সঙ্গী দিব না, সঙ্গী দেওয়া এখানে প্রথা নাই। এই বলিয়া, রাঘব উঠিলেন, একটি বৃহৎ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "এই পথে যান, সম্মুখে যে সিঁড়ি দেখিতেছেন, ঐ সিঁড়ি অতিক্রম করিলেই শ্বেত প্রস্তরের দালান দেখিতে পাইবেন, সেই দালানের পরেই যে ঘর দেখিবেন, তথায় মহারাজ একা বসিয়া আছেন—উপরে অন্য ঘর নাই, অন্য পুরুষও নাই." এই বলিয়া রাঘব আবার পূর্ব্বমত হাসিলেন। ব্রহ্মচারী সে হাসি গ্রাহ্য না করিয়া, সদর্পে সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন। রাঘব প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, স্বস্থানে আসিয়া বসিলেন।

## ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মচারী দালানে প্রবেশ করিয়া সভয়ে দাঁড়াইলেন। দালানের অপর প্রান্তে দুইটি ব্যাঘ্র ক্রীড়া করিতেছিল; ধরিব, ধরা দিব না—এই ক্রীড়া উপলক্ষে একটির পশ্চাৎ অপরটি ছুটিতেছিল; ছুটিতে ছুটিতে একবার একবার উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে থাবা রাখিয়া পশ্চাৎপদে দাঁড়াইতেছিল, আবার তৎক্ষণাৎ থাবা ভূমে নামাইয়া পূর্ব্বমত দৌড়িতেছিল। ব্রহ্মচারীর বয়স অদ্যাপি বিংশতি পূরে নাই। ব্যাঘ্র দেখিয়া প্রথমে ভয় পাইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, এ ব্যাঘ্র হইতে অনিষ্টাশঙ্কা থাকিলে, এরূপ স্থানে ইহাদের ছাড়িয়া রাখা হইত না। সুতরাং ব্রহ্মচারী আর ইতস্ততঃ না করিয়া অগ্রসর হইলেন, ব্যাঘ্রেরা তাঁহার প্রতি কটাক্ষও করিল না। ব্রহ্মচারী নির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, এক গৌরাঙ্গ যুবা একা বসিয়া কি অঙ্কপাত করিতেছেন। চারিপার্শ্বে সংস্কৃত পুঁথি, আরবী ও পারসী গ্রন্থ পড়িয়া আছে। নিকটে অপরাপর আসনের মধ্যে একখানি মৃগচর্ম্ম, আর একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম রহিয়াছে। ব্রহ্মচারী ব্যাঘ্রচর্ম্মের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু না বসিয়া, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। যুবা বসিতে না বলিয়া এবং মাথা না তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহার নিকটে আসিয়াছ?"

ব্রহ্ম। আমি মহারাজ মহেশচন্দ্রের নিকটে আসিয়াছি।

যুবা। কি অভিপ্রায়ে? বল, আমিই মহেশচন্দ্র।

ব্রহ্মচারী কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া, মহারাজ মহেশচন্দ্র হঠাৎ মাথা তুলিয়া ব্রহ্মচারীর চক্ষের প্রতি চাহিলেন। চাহিবামাত্র ব্রহ্মচারী পল্লবের দ্বারা চক্ষু আবরণ করিয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তখন কোমল স্বরে মহেশচন্দ্র বলিলেন, "বসুন।"

ব্রহ্মচারী ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর বাম পদ দিয়া দাঁড়াইলেন। মহেশ-চন্দ্র বলিলেন, "ব্যাঘ্রচর্ম্মে নহে, মৃগচর্ম্মে বসুন। ব্যাঘ্রচর্ম্মে আপনার অনধিকার। ব্রহ্মচারী মৃগচর্ম্মের দিকে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন, মহেশচন্দ্র কি বুঝিয়া সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া, আবার অঙ্কপাত করিতে লাগিলেন, ব্রহ্মচারী এই অবকাশে ধীরে ধীরে মৃগচর্ম্মে বসিলেন। তখন মহারাজ মহেশচন্দ্র মাথা তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন, এবার ব্রহ্মচারী আর পূর্ব্বমত নম্র ও লজ্জাবনত-মুখ নহেন; তিনি বলিলেন, "আমি অনেক দূর হইতে আসিয়াছি।"

মহেশ। তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, আমার অধিকারে যত ব্রহ্মচারী আছেন, আমি সকলকেই চিনি, কিন্তু তাঁহারা, আপনার মত কেহই নহেন।

ব্রহ্ম। কেন?—কোন্ অংশে নহেন?

মহেশ। সর্ব্বাংশে। তাহা যাহা হউক, এখন জানিতে ইচ্ছা করি, কি অভিপ্রায়ে আসা হইয়াছে।

ব্রহ্ম। একটা ব্যবস্থা জানিবার জন্য আসিয়াছি। পিতৃ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত পুত্রে অর্শে কি না?

মহেশ। এ স্মৃতির ব্যবস্থা; স্মৃতিব্যবসায়ী কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত।

ব্রহ্মচারী। আমি মনে করিয়াছিলাম, রাজারা সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী।

মহেশচন্দ্র। তাহা হইলেও ব্যবসায়ীর নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত। তথাপি বৃত্তান্তটি একটু বিস্তারে বল।

ব্রহ্মচারী। কথাটি সংক্ষেপে; এক চাতক ও এক চাতকী কোন বৃক্ষে বাস করিত। দৈবযোগে এক ব্যাধ তথায় উপস্থিত হইল। নবাবেরা টাকা পাইলে রাজাদের সাত খুন পাঁচ খুন মাপ করিতেন, কিন্তু সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ব্যাধের সহস্র সহস্র খুন মাপ আছে; সুতরাং ইতস্ততঃ না করিয়া ব্যাধ চাতককে খুন করিল। কাতরা চাতকী আর এক স্থানে উড়িয়া গেল। ভাল স্থান দেখিয়া বাসা করিল; কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ চাতকীর সে বাসাও ভাঙ্গিতে বসিয়াছে। এ সকল দুর্ঘটনা কেবল ব্যাধের নিমিত্ত ঘটিয়াছে; ব্যাধ এখন নাই, ব্যাধের পুত্র আছে, অতএব ব্যাধের পাপের প্রায়শ্চিত্ত পুত্রের করা উচিত কি না?

মহেশচন্দ্র। তুমি কি নিজে সে চাতকী?

ব্রহ্ম। না।

মহেশচন্দ্র। তবে তুমি কি সিংহশত গ্রাম হইতে আসিয়াছ?

ব্রহ্ম। আপনি সত্যই অনুমান করিয়াছেন।

মহেশচন্দ্র। তবে জ্যোৎস্নাবতীর কি বাসা ভাঙ্গিয়াছে?

ব্রহ্ম। ভাঙ্গে নাই—কিন্তু আমি যে দিন সেখান হইতে আসি, সে দিবস ভাঙ্গিবার উদ্‌যোগ দেখিয়া আসিয়াছি।

মহেশচন্দ্র। আমি সর্ব্বদাই তাঁর সংবাদ লইয়া থাকি, কিন্তু এ সংবাদটি ত পাই নাই; এ কত দিনের কথা?

ব্রহ্ম। গত পরশ্বের কথা।

মহেশচন্দ্র। তোমার নাম কি মাতঙ্গিনী?

মাতঙ্গিনী। আপনি কিরূপে অনুমান করিলেন?

মহেশচন্দ্র। সে সকল অনেক কথা। তুমি অবিলম্বে সিংহশত গ্রামে ফিরিয়া যাও। তুমি গিয়া মাকে বুঝাইয়া বল যে, তাঁহার রাজ্যে তিনি আসুন ; এ রাজ্য তাঁহার, ইহাতে আমার কোন স্বত্ব নাই। আমি কিছু ভোগ করি না, অপব্যয় করি না। তাঁহার কর্ম্মচারীর যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহাই করিতেছি ; আরও বলিও যে, তাঁহাকে আনিবার নিমিত্তে আমি সস্ত্রীক হইয়া, কল্যই যাত্রা করিব। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তিনিই কি তোমায় আমার নিকট পাঠাইয়াছেন ?

মাত। তিনি পাঠান নাই, আমার আসার সংবাদও তিনি জানেন না, আমি তাঁহাকে না বলিয়া আসিয়াছি।

ম। কি ঘটনা সম্প্রতি ঘটিয়াছে, আমাকে সবিস্তারে বল।

মাতঙ্গিনী তাহা কতক সংক্ষেপে বলিল ; কিন্তু রাজা মহেশচন্দ্র তাহা শুনিবামাত্র দুর্দ্দম বেগে একটা স্বর্ণ-ঘণ্টা বাজাইলেন, এবং আপনি বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, পশ্চাৎ পশ্চাৎ মাতঙ্গিনী আবার আসিলে, তিনি মাতঙ্গিনীকে বলিলেন, "কদাচ আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিও না। তুমি ঘোড়ায় চড়িতে পার ?"

মাত। ( লজ্জিতভাবে ) না।

ম। তবে আমার পাল্কীতে যাও।

মাতঙ্গিনী অস্বীকার করিল।

মহেশচন্দ্র কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন, "ভাল, তবে আমার সঙ্গেই কল্য প্রাতে যাইবে।"

এইসময় দূরে যোড়-করে একটি প্রাচীন সোটাদার আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহেশচন্দ্র তাহাকে বলিলেন, "জমাদারকে শীঘ্র ডাক।"
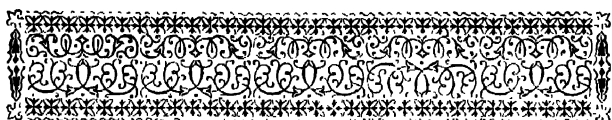
## সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেইদিন অপরাহ্ণে পিতম পাগলা সিংহশত গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেল। কোথায় গেল, কেন গেল, তাহা কেহ অনুসন্ধান করিল না। কেবল দুইজন অস্ত্রধারী পুরুষ সন্ধ্যার পর বহির্গত হইয়া, পিতমের তত্ত্বে চলিল। যে দিকে পিতম গিয়াছে, তাহা তাহারা পূর্ব্বেই জানিয়াছিল, অতএব প্রান্তর দিয়া সেই দিকে চলিল। কতক দূর গিয়া একজন বলিল, "বোধ হয়, লোকের কোলাহল শুনা যাইতেছে।" আর এক জন তখন কোন উত্তর না করিয়া, মাথা তুলিয়া শব্দ শুনিয়া পরে বলিল, "কেবল দুই জন লোক কথা কহিতে কহিতে আসিতেছে।" তাহার পর উভয়েই নিঃশব্দে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে দুই জন পথিকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহারা বলিতে বলিতে আসিতেছিল, "পিতম কি সুন্দর বাঁশী বাজায়।" এই কথা শুনিবামাত্র এক জন অস্ত্রধারী তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, "কে সুন্দর বাঁশী বাজায়?"

উত্তর। পিতম পাগলা, ঐ দীঘির পাড়ে বাঁশী বাজাইতেছে। আমরা তাই দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলাম।

প্রশ্নকারী। কোন্ দীঘির ধারে?—সে এখান হইতে কত দূর?

উত্তর। এখান হইতে পূর্ব্বে এক ক্রোশ হইবে। এই পথের ধারেই সে দীঘি।

প্রশ্নকারী আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, কিঞ্চিৎ ত্বর-পাদ-বিক্ষেপে সঙ্গীর সহিত পূর্ব্বাভিমুখে চলিল। কিয়দ্দূর গেলে অল্প অল্প বংশীর রব কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, একবার বায়ুর সঙ্গে স্পষ্ট স্বর আসিতেছে, আবার তাহা ফিরিয়া যাইতেছে। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, সে ধ্বনি আরও স্পষ্টীভূত হইল। যেন বাঁশী ধীরে ধীরে অলসে কাঁদিতেছে। একজন বলিল, "পিতম এইবার মরণ-কান্না কাঁদিতেছে।" সঙ্গী তাহাতে কোন উত্তর করিল না। দুই জন অস্ত্রধারীর মধ্যে এক জনের বয়স অষ্টাবিংশতি বৎসর। এ পর্য্যন্ত অধিকাংশ কথা সেই কহিতেছে। অপর অস্ত্রধারীর বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। চূড়াধন বাবুর বাটীতে রাত্রিকালে যে দুই ব্যক্তি যাতায়াত করিত, তাহারাই একত্রে পিতমের অন্বেষণে যাইতেছিল।

যাইতে যাইতে কালিদাস বলিল, "অদ্যকার কার্য্যের ভার আমারই থাক্। একটা রোগা পাগল তোমার তরবারির যোগ্য নহে।" জনার্দ্দন কোন উত্তর করিল না, কিঞ্চিৎ পরেই সঙ্গীত বন্ধ হইল। কালিদাস বলিল, "পাগলা পলাইল না কি?" এবারও জনার্দ্দন কোন উত্তর করিল না। ক্রমে উভয়ে দীর্ঘিকার নিকটে উপস্থিত হইল। সেখানে কেহই নাই। দীর্ঘিকার কূলে বড় বড় বকুল গাছ নিস্তব্ধভাবে জ্যোৎস্না-কিরণ উপভোগ করিতেছে; নিকটে একটি ক্ষুদ্র মন্দির, বৃক্ষচ্ছায়ায় কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে, দীর্ঘিকা অতি প্রশস্ত; পদ্মপত্রে পরিপূর্ণ; দুই একটি রাত্রিচর পক্ষী জলে ভাসিতেছে—দৃষ্ট হয় না, মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া আপনাদের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। তথাপি দীর্ঘিকা স্থির; যেন নিদ্রিত; অস্ত্রধারীরা আসিয়া

বকুলতলায় দাঁড়াইল; কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কালি-দাস দৌড়িয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিতে আসিতে বলিল, "ওখানে কেহ নাই, বোধ হয় পলাইয়াছে; আমরা আসিতেছি, পাগলা হয় ত সে সন্ধান পাইয়া থাকিবে।"

জনার্দ্দন। পিতম কিরূপে জানিবে যে আমরা আজি তাহার শিরচ্ছেদ করিতে আসিতেছি।

কালিদাস। যদি না জানিবে, তবে সিংহশত গ্রাম হইতে পলাইয়া আসিবে কেন?

জনার্দ্দন। আমার বোধ হয়, পিতম এইখানেই কোথায় আছে।

"নিশ্চয় কথা, আমি এইখানেই আছি।" এই কথা পিতম এক বৃক্ষ হইতে বলিয়া উঠিল।

একটি পুরাতন মাধবীলতা বকুলবৃক্ষের এক স্থূল শাখা প্রশাখা দ্বারা এরূপভাবে ব্যাপিয়াছিল যে, অনায়াসে একজন তাহার উপর শয়ন করিতে পারিত। পিতম সেই স্থানে স্বচ্ছন্দে শয়ন করিয়াছিল। বাঁশীটি ঘুরাইতে ফিরাইতেছিল, অন্যমনস্কে কি ভাবিতেছিল, এমত সময়ে জনার্দ্দনের কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিল; বলিল, "আমি এইখানেই আছি, নামিব কি?"

জনার্দ্দন। আমরা যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছি, বুঝিলে তুমি নামিতে চাহিতে না।

পিতম। তাহা সম্পূর্ণ বুঝিয়াছি, আরও একটু বেশী বুঝি-য়াছি যে, তুমি জনার্দ্দন; চূড়াধন বাবু তোমায় এই সৎকার্য্যের জন্য পাঠাইয়াছেন।

জনার্দ্দন কিঞ্চিৎ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হস্তের

তরবারিখানি নাড়িতে নাড়িতে ভাবিতে লাগিল, 'আমার নাম জনার্দ্দন, এ পাগল কিরূপে জানিল। সিংহশত গ্রামের কেহই ত আমায় চিনে না। আমিও দিবাভাগে বাহির হই না। তবে কিরূপে আমায় চিনিল? চিনিয়াই বা কেন আপনার মরণ-সন্ধান আপনি বলিয়া দিল? অতএব পিতম হয় সত্যই উন্মাদ, নতুবা বীর। উভয়ই সম্ভব, কেন না উভয়প্রকার ব্যক্তির প্রকৃতি কতক অংশে একইরূপ। যাহাই হউক, পিতমকে দেখিলে বুঝা যাইবে।" তাহার পর পিতমের কথার উত্তর দিল :—

"সৎ কার্য্য হউক, অসৎ কার্য্য হউক, যখন আমি ব্রতী, তখন কার্য্য সমাধা করিব।"

পিতম। আমার কোন আপত্তি নাই। কেবল জিজ্ঞাসা করি—কি অস্ত্রের দ্বারা?

কালিদাস। এই তরবারির দ্বারা।

পিতম। লাঠি হইলে ভাল ছিল, আমার সেই ইচ্ছা অনেক দিন অবধি আছে; তবে তরবারিতে ক্ষতি নাই।

এই বলিয়া পিতম বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে লাগিল; জনার্দ্দন ভাবিল, এটা সত্যই পাগল; তখন পিতম হাসিমুখে জনার্দ্দনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সময় কালিদাস পশ্চাৎ হইতে তরবারি তুলিল। জনার্দ্দন লম্ফ দিয়া সেই তরবারি ধরিল। কালিদাস চীৎকার করিয়া জনার্দ্দনকে গালি দিল; বলিল, "তুমি নেমকহারাম, যাহার নুন খাও, তাহার কার্য্যের ব্যাঘাত কর।"

জনার্দ্দন। আমি কাহার নুন খাই? চূড়াধনের? মিথ্যা কথা! আমি তাহার সহায়। আমার সাহায্যে সে রাজা হইতে চায়; তাহারে রাজা করি না করি আমার ইখ্‌তিয়ার।

কালিদাস। ভাল, তবে আমি যাই। সেই কথাই চূড়াধন বাবুকে বলিগে।

জনার্দ্দন। বলগে, এখনই চূড়াধন আমার হাতে ধরিবে বই আমি তাহার হাতে ধরিব না।

কালিদাস। সদর্পে চলিয়া গেল।

জনার্দ্দন পিতমকে বলিল, "তোমার মরিতে ভয় নাই কেন?

পিতম। জানি না।

জনার্দ্দন। এখন আমি যদি তোমায় রক্ষা করি, বোধ হয় তাহা হইলে তুমি আমার অনুগত থাকিবে, আমি যাহা বলিব, তাহা করিবে।

পিতম। আমাকে ত হত্যা করিতেই হইবে; নতুবা তোমার দুটাকা লাভ হইবে না।

জনার্দ্দন রাগত হইয়া বলিল, "আমি কি দুই টাকার জন্য নরহত্যা করি?"

পিতম। না হয় চারি টাকার জন্য। না হয় আরও কিছু বেশী। এ ব্রতে টাকা ভিন্ন তোমার আর কোন ত উদ্দেশ্য নাই। চূড়াধন বাবু রাজা হবেন, তুমি দুই চারি টাকা পারিতোষিক পাইবে; যাহার অদৃষ্টে যাহা আছে। আমি মরিয়া তোমায় চারি টাকা দেওয়াইব; তুমি হত্যা করিয়া আর এক জনকে রাজ্য দেওয়াইবে। এইরূপ ভাগাভাগি।

জনার্দ্দন বলিল, "বুঝিয়াছি, তোমার ভয় হইয়াছে। তুমি যেরূপেই আমাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা কর—বৃথা। মৃত্যু তোমার আবশ্যক, অতএব যদি তোমার ইষ্টদেবতার নাম লইতে ইচ্ছা থাকে, এই সময় নাম করিয়া লও।"

পিতম। আমি সকল সময়ই প্রস্তুত আছি। তুমি তরবারি তোল, তোমায় কেমন দেখায় দেখি।

"তবে এই দেখ" বলিয়া, জনার্দ্দন সতেজে তরবারি তুলিল। চন্দ্রকিরণ তাহার ফলকে বিদ্যুদ্বৎ নাচিয়া উঠিল। কিন্তু তরবারি নামিল না। পশ্চাৎ হইতে এবার কালিদাস আসিয়া জনার্দ্দনের হস্ত ধরিয়াছিল।

কালিদাস জনার্দ্দনের সহিত বচসা করিয়া, সিংহশত গ্রামাভিমুখে যাইতে যাইতে ভাবিল যে, হয় ত জনার্দ্দন আপনি কৃতকার্য্য হইবে বলিয়া, আমাকে তাড়াইয়াছে। অতএব তাহাকেও কৃতকার্য্য হইতে দেওয়া হইবে না, এই বলিয়া সে ফিরিল। যাহা অনুভব করিয়াছিল, আসিয়াও ঠিক্ তাহাই দেখিল, অতএব তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া জনার্দ্দনকে নিরস্ত করিল।

তখন উভয়ে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইল; বিরোধ আর বাক্যে নহে, অস্ত্রে অস্ত্রে চলিল। পিতম এই অবকাশে চলিয়া গেল। কেহ তখন লক্ষ্য করিল না; কিন্তু যখন বিরোধ থামিল, উভয়ে ব্যস্ত হইয়া পিতমের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

কালিদাস বৃক্ষে উঠিয়া দেখিল যে, পিতম বৃক্ষে নাই, জনার্দ্দন তাহা বিশ্বাস করিল না। অতএব আপনি বৃক্ষে আরোহণ করিল, কিন্তু তথায় কেহই নাই দেখিয়া, দুই এক বার নাম ধরিয়া পিতমকে ডাকিল। কালিদাস উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল এবং জনার্দ্দনকে উপহাস করিবার নিমিত্ত চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল।

"কোথায় পিতম, শীঘ্র এস, মরিবার নিমিত্ত আর দেরি করিও না। আমরা খাঁড়া-হাতে দাঁড়াইয়া আছি।"

জনার্দ্দন। উপহাস নহে, পিতম কোথায় লুকাইল ?

কালিদাস। বোধ হয়, অন্য কোন গাছে গিয়াছে।

এই বলিয়া কালিদাস আর একটি গাছে উঠিল, তথায়ও পিতম নাই দেখিয়া, তৃতীয় বৃক্ষে আরোহণ করিল, এইরূপে ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি বকুল, তেঁতুল, আম্র বৃক্ষ অনুসন্ধান করিল; কিন্তু পিতম এই সময় ধীরে ধীরে একটি প্রান্তর অতিক্রম করিয়া, আর একটি দীর্ঘিকার নিকটবর্ত্তী হইল। পূর্ব্বকালে বাঙ্গালায় বিস্তর দীর্ঘিকা ছিল; এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি লোপ পাইতেছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে তকাবি এড্‌ভান্স ( Tuccavi Advance ) দিয়া হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ রক্ষা করিতেছেন। পিতম সেই দীর্ঘিকার কূলে এক বটবৃক্ষের তলে শয়ন করিল। এবং অনতিবিলম্বে নিদ্রা গেল।
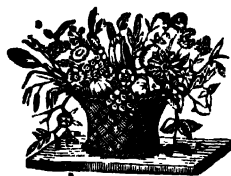
## অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে পুটুর মা গৃহত্যাগ করিয়া যান, সেই রাত্রের প্রথম ভাগে সোহাগী চাকরাণী শয়ন করিয়া, পান চর্ব্বণ করিতে করিতে, অপর এক চাকরাণীকে বলিতেছিল, "ওলো মেনকার মা! আমার এখানে আর চাকরী করা হলো না।"

মেনকার মা। কেন লো?

সোহা। এখানে কোন সুখ নাই, যাঁর কাছে থাকি, তাঁর না আছে সক, না আছে পছন্দ, না আছে কিছু। আজ এত করে চুয়া চন্দন মিলাইয়া একটু বুকে দিতে গিয়াছিলাম, তাঁর মনে ধরিল না, তিনি বলেন ওতে বড় দুর্গন্ধ। এমন পছন্দ যাঁর, তাঁর পায়ে নমস্কার; আমি কাল সকালেই চলে যাব।

মেনকার মা। সকালে কেন? এখনই যা না।

সোহা। রাত্রি অন্ধকার, এখন আমার সঙ্গে কে যাবে?

মেনকার মা। যম যাবে।

সোহা। যমের ভাব বুড়ার সঙ্গে? তোর মত বুড়া মাগী পেলে যম বড় খুসী হয়, আমাদের কাছে যম কই আসে?

প্রাতে মেনকার মা উঠিয়া দেখিল যে, সোহাগী সত্যই চলিয়া গিয়াছে। ক্ষণবিলম্বে জানিল যে, পুটুর মাও বাটীতে নাই, অতএব রামসেবকের বৃদ্ধা মাতাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সেই পোড়ারমুখী সোহাগীর সঙ্গে ঠাকুরাণী কোথায় গিয়াছেন?"

বৃদ্ধা। কি জানি, বাছা! সোহাগী সঙ্গে গেছে? তবে আর ভাবনা কি? এখনই আসিবে।

মেনকার মা। পোড়ার মুখ সোহাগীর!

পুটুর মা কুলত্যাগী হয়েছে, এইকথা মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইলে, পুরুষমহলে মহাকোলাহল বাঁধিয়া গেল। পরস্পর সকলেই বলিতে লাগিল, "আমি সর্ব্বাগ্রে বলেছিলাম যে, রামসেবকের স্ত্রী কুলটা।"

প্রথম কোলাহল মন্দীভূত হইয়া আসিলে, সকলে রাজার উদ্দেশে তিরস্কার আরম্ভ করিল। সকলেরই স্থির প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, সোহাগীকে রাজা কেবল এই কার্য্যের নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন। অতএব রাজার প্রতি লোকের ক্রোধ বিষম হইয়া উঠিল। কোথায় তিনি রামসেবকের স্ত্রীকে লুকাইয়াছেন, প্রথমতঃ কেবল এই সন্ধান করা সকলের পরামর্শসিদ্ধ হইল।

পুটুর মার অনুসন্ধান করিতে যুবারাই আপনা-আপনি ব্রতী হইলেন; তাহাদের মধ্যে এক দল—অধিকাংশই টোলের ছাত্র—স্মৃতিশাস্ত্রের তক্তা-হস্তে বাহির হইলেন, যেখানেই রুদ্ধদ্বার দেখেন, সেইখানেই তাঁহারা দ্বারভেদ করেন।

শেষ এক দিন সকলেই একত্র হইয়া, রামসেবককে অনুরোধ করিলেন যে, "তুমি একবার নিজে রাজার নিকট যাও, মাধবী-লতার সংবাদ লইয়া আইস।" রামসেবক সে কথার কোন উত্তর করিলেন না, যজ্ঞোপবীতের গ্রন্থি মুক্ত করিতেছিলেন, নতশিরে তাহাই করিতে লাগিলেন। যে অবধি রাজানুগ্রহে রামসেবক সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়াছিলেন, সেই অবধি কেহ তাঁহার মুখাব-লোকন করিত না, কেহ তাঁহার বাটীতে আসিত না, এক্ষণে তিনি সমাজে ঘৃণিত ও পতিত হইয়াছেন, শুভানুধ্যায়ী পল্লীবাসীদের

সুতরাং যাতায়াত আরম্ভ হইল। রামসেবক তাঁহাদের কথার প্রায় উত্তর দিতেন না, অথচ অসম্মানও করিতেন না। তাঁহার পত্নীর কথা কেহ উপস্থিত করিলে, তিনি উঠিয়া স্বতন্ত্র স্থানে তামাকু সাজিতে বসিতেন।

দাসীদের মুখে রাণী যখন শুনিলেন যে, সোহাগীর সঙ্গে পুটুর মা গৃহত্যাগী হইয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন যে, পুটুর মা কুলত্যাগী হইয়াছে, নতুবা সোহাগীর সঙ্গে কেন? দুই এক দিন পরে দাসীদের কথার ভঙ্গীতে যখন তিনি বুঝিলেন যে, লোকে এই সম্বন্ধে রাজার কলঙ্ক রটাইয়াছে, তখন রাণী কিছু চমৎকৃত হইলেন। কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, মনেমনে এই রটনার হেতু বিবেচনা করিতে লাগিলেন। হেতু নিতান্ত অমূলক বোধ হইল না; পূর্ব্বকথা আলোচনা করিতে করিতে মনে হইল, রাজা মাধবীলতাকে এত ভালবাসেন কেন? তাহার নিমিত্ত এত অর্থব্যয় করেন কেন? তাহার মাতাকেই বা এত অলঙ্কার দিবার তাৎপর্য্য কি? মাধবীলতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবিকল রাজার মত কেন? দেখিলে মাধবীলতাকে রাজার কন্যা বলিয়া বোধ হয় কেন? রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন; "বুঝেছি!"

জ্যোৎস্নাবতীর উপলক্ষে রাজার প্রতি রাণীর মন পূর্ব্বেই বিশেষ ভার হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা আরও বাড়িল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, জ্যোৎস্নাবতীর অনুসন্ধানে রাজা আপনি যাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না, লোক পাঠাইলেই ত হইত; তবে রাজা নিজে যে গেলেন, তাহা কেবল তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার নিমিত্ত। এক্ষণে রাণী বুঝিলেন যে, জ্যোৎস্নাবতীর অনুসন্ধান কেবল ছলমাত্র, মাধবীলতার মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

যাওয়াই মূল উদ্দেশ্য। রাণী সর্পীর ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি।"

রাণী নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে একবার সদর্পে উঠিয়া কক্ষান্তরে গিয়া, প্রিয়তমা দুই একজন পরিচারিকাকে ডাকিলেন। রামী ধাই মাধবীলতা-সম্বন্ধে যাহা রাজসভায় প্রতিপন্ন করে, তাহা তাহারা শুনিয়াছিল। রাণী যে এপর্য্যন্ত সে সংবাদ শুনেন নাই, এ কথা তাহারা জানিত না। সুতরাং অতি তীব্র-দৃষ্টিতে তাহাদের বলিলেন যে, "তোমাদের মধ্যে যে মাধবীলতার অনুসন্ধান করিয়া দিবে, সেই আমার স্ত্রী-ধনের অর্দ্ধাংশী হইবে।" রাণীর চাঞ্চল্য কেবল নিজ সন্তান নিমিত্ত, এই বুঝিয়া, তাহারা নিরুদ্বেগে বলিল যে "মাধবীলতার অনুসন্ধান বিধিমতই হইতেছে, দুই এক দিনের মধ্যে সে সংবাদ পাওয়া যাইবে।" রাণী বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন যে, "সে সকল অনুসন্ধান আমি চাই না; আমার ইচ্ছা যে, আমার নিজের লোকে এই অনুসন্ধান করে।" এই কথা বলিতে বলিতে রাণীর দৃষ্টি আবার পূর্ব্ববৎ প্রখর হইয়া উঠিল। দাসীরা সভয়ে "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় হইল।

পরদিবস রাজা ইন্দ্রভূপ প্রত্যাগমন করিলেন। শিবিকায় বসিয়া অনুসন্ধান বড় হয় না, তথাপি তিনি চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ-ভগিনী পথে কোথাও বসিয়াছিলেন না, সুতরাং রাজা ইন্দ্রভূপ তাঁহার দেখাও পাইলেন না। তিনি যেখানে অবস্থিতি করিতেন, সেইখানেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শাস্ত্রালাপ করিত, সুতরাং রাজভগিনীর অনুসন্ধান করিবার আর তাঁহার অবকাশ থাকিত না। শেষ তিনি হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

রাজা, রাজভবনে সমুপস্থিত হইয়া, অমাত্যবর্গের সহিত দুই একটা কথা কহিয়াই অন্তঃপুরে গেলেন। রাণী তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া, কিঞ্চিৎ মন্দগমনে নিকটে উপস্থিত হইলেন। এক জন দাসীকে পাখা আনিতে বলিয়া, রাজার শারীরিক কুশল-বার্ত্তা কিঞ্চিৎ ঔদাস্যভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন; উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া, আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "যেজন্য মহারাজের যাওয়া হইয়াছিল, তাহার মঙ্গল?"

রাজা। মঙ্গল আর কেমন করে বলিব, জ্যোৎস্নাবতীর জন্য গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও সাক্ষাৎ পাইলাম না। শেষ আর কি করি, আমি পথে পথে বেড়াইলে ত বিষয়-কার্য্য চলে না, সুতরাং ফিরে আসিতে হইল; তবে বড় দুঃখ রহিল যে, রাজকন্যা এই কষ্ট পাইতে লাগিলেন।

রাণী। কে রাজকন্যা? মাধবীলতা?

রাজা। না, আমি জ্যোৎস্নাবতীর কথা বলিতেছি, তি—

রাণী। আপনার মাধবীলতার মা যে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে?

রাজা। তাহা জানি; আমি তাহা এখান হইতে যাইবার পূর্ব্বেই শুনিয়া গিয়াছিলাম।

রাণী। সাক্ষাৎ হইয়াছিল? সেইজন্য কি এত বিলম্ব?

রাজা। সে নিমিত্ত আমি এক্ষণে ব্যস্ত নহি; আমি এখন ব্যস্ত জ্যোৎস্নাবতীর নিমিত্ত; তাহার অনুসন্ধান কিরূপে পাইব।

রাণী। মাধবীলতার জন্য আপনি যে ব্যস্ত হইবেন না, তাহা কতক বুঝিয়াছিলাম।

এই বলিয়া রাণী হঠাৎ কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন, যাইবার

সময় দাসীকে বলিয়া গেলেন, "তুমি ব্যজন কর, আমার আসিতে বিলম্ব হবে।"

উভয়ে উভয়ের শেষ কথার অর্থ বিপরীত ভাবিলেন। রাজা বুঝিলেন যে, মাধবীলতার জন্য আমি বড় ব্যস্ত নহি, এ কথা বলায় রাণীর অভিমান হইয়াছে। হওয়াই সম্ভব, কেন না রাণী তাহার গর্ভধারিণী; স্নেহ কোথা যাবে? এ দিকে রাণীর নিশ্চয় ধারণা হইল যে, মাধবীলতার মাতা কোন নিরুপদ্রব স্থানে রক্ষিত হইয়াছে; নতুবা রাজা কেন বলিয়া ফেলিবেন যে, মাধবীলতার নিমিত্ত বড় ব্যস্ত নহেন।

সেই দিবস অবধি রাজার সহিত রাণীর আর বড় সাক্ষাৎ হইত না। সাক্ষাৎ হইলে রাজাও বিশেষ যত্ন করিয়া কথা কহিতেন না, তাঁহারও মন ভার হইয়াছিল। তিনিও স্থির করিয়াছিলেন যে, নিরপরাধা জ্যোৎস্নাবতীর গৃহত্যাগ কেবল রাণী হইতেই হইয়াছে; রাণীর নিমিত্ত তিনি আপনার ভগিনীকে বাটী হইতে প্রকারান্তরে তাড়াইয়া দিয়াছেন। এ অকার্য্য তাঁহাকে কেবল রাণীর ভয়েই করিতে হইয়াছে। রাণীই এ অনর্থের মূল।

ক্রমে তাঁহাদের পরস্পরের অন্তর্ভঙ্গ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজা দুই একবার যত্নসহকারে রাণীর সহিত আলাপ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; রাণী সে যত্ন গ্রহণ করেন না দেখিয়া, রাজা শেষ অপমানিত বোধ করিতে লাগিলেন। যেখানে স্ত্রী-পুরুষে অসদ্ভাব সেখানে মঙ্গল নাই, এ কথা রাণীকে একদিন বুঝাইবেন, রাজা মনে মনে স্থির করিলেন।
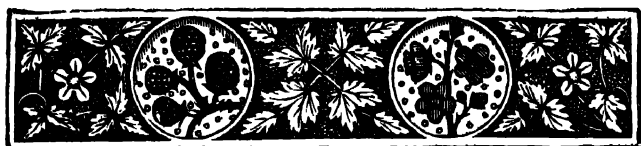
## ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ান্ মহাশয় মাধবীলতাকে অনুসন্ধান করিবার ভার লইয়াছিলেন, তিনি প্রায় প্রতিগ্রামে পাইক, গোমস্তা, বিশেষতঃ দরিদ্র, ভিক্ষুক, ঠাকুরবাড়ীর পূজারি, অতিথিশালার ভাণ্ডারী প্রভৃতিকে ডাকাইয়া প্রশ্ন করিতেন। এইরূপে গ্রামে গ্রামে জিজ্ঞাসা করায়, এক স্থানে এক জন বৃদ্ধা ভিখারিণী বলিল, "আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, বোধ হয়, আমি তাহাকে দেখিয়াছি, ক্রোড়ে একটি একবৎসরের কন্যা আছে।"

দেওয়ান্। কোথায় দেখিয়াছিলে?

বৃদ্ধা। এই গ্রামের প্রান্তভাগে বটবৃক্ষের তলায় বসিয়া কাঁদিতে দেখিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তিনি চক্ষের জলে অঞ্চল ভিজাইলেন, তবু কোন কথারই উত্তর দিলেন না। আমি তাঁহার কন্যার নিমিত্ত একটু দুধ আনিতে গেলাম, কিন্তু আসিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। সে আজ চারি পাঁচ দিনের কথা।

দেওয়ান্ মহাশয় সেই বৃক্ষতলে গিয়া অনুভব করিলেন যে, মাধবীলতার মা পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছে, অতএব পাল্কী আরোহণ করিয়া সেইদিকে গেলেন। অপরাহ্ণে প্রতাপনগরের নিকট-বর্ত্তী হইলেন; প্রান্তর হইতে দেখিলেন, নগরটি বহুতর দেব-মন্দিরে সুশোভিত, তাহার ত্রিতল অট্টালিকাসমূহ শ্বেতকপোত-

সমাকীর্ণ, লোককোলাহল অতিদূরব্যাপী। সেই গ্রামেই মাধবী-লতার মাতা মাধবীলতাকে লইয়া বাস করিতেছিলেন। দূর-সম্বন্ধে তাঁহার এক বিধবা পিসী ভিক্ষা দিতে গিয়া তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন। এবং অতি যত্নে আপনার গৃহে তাঁহাকে স্থান দিয়াছিলেন।

যখন দেওয়ান্ মহাশয় নগর-প্রবেশ করিতেছিলেন, পুটুর মা একটি পুষ্করিণীর কূলে দাঁড়াইয়া, তাঁহার পাল্কী দেখিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন যে, এই পাল্কী যদি আমাদের রাজার হয়, তবে তাঁর পায়ে পুটুকে ফেলিয়া দিয়া আমি নির্ব্বিঘ্নে প্রাণত্যাগ করি। রাজা অবশ্য পুটুকে প্রতি-পালন করিবেন, তিনি পুটুকে ভালবাসেন। পুটু আমার কত শান্ত মেয়ে। এই যে রৌদ্রে রৌদ্রে আমি তাকে বুকে করে ফিরিতেছি, পুটু তবু ত কাঁদে না, যেন পুটুর তাতে আরও আহ্লাদ বেড়েছে; পুটু হাসিতেছে, কাক ডাকিতেছে, হাত ঘূরাইতেছে, আয় আয় করে চাঁদ ডাকিতেছে। মাধবীলতার মা একা দাঁড়াইয়া এইরূপ ভাবিতেছিলেন, কিন্তু পুটু তখন তাঁহার ক্রোড়ে ছিল না। তাঁহার অতি নিকট দিয়া পাল্কী চলিয়া গেল; পাল্কীতে দেওয়ান্ ছিলেন, কিন্তু তিনি কিংবা তাঁহার পরিচারকগণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না; তিনিও জানিতেন না যে, তাঁহারই অনুসন্ধানের নিমিত্ত স্বয়ং রাজ-দেওয়ান্ যাইতেছেন। দেওয়ান্ নগরে প্রবেশ করিয়া, কোন এক প্রধান ব্যক্তির বাটীতে অবস্থান করিলেন, সকলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল, সকলকেই তিনি মাধবীলতার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই কিছু

বলিতে পারিল না। ভিখারী, পূজারি, কেহই তাঁহাকে দেখে নাই। দেওয়ান্ কোন সংবাদ না পাইয়া, অগত্যা বিবেচনা করিলেন যে, যে গ্রামে বৃদ্ধার মুখে পুটুর মার প্রথম সংবাদ পাইয়াছিলেন, সেই গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করাই উচিত; অতএব প্রাতে তথায় ফিরিয়া গেলেন।

পথিমধ্যে পিতম পাগলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পিতম কোন সম্ভাষণ করিল না দেখিয়া, দেওয়ান্ তাঁহাকে ডাকিলেন। পিতম আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

দেওয়ান্ পিতমকে সঙ্গে লইয়া এক নির্জ্জন স্থানে বসিলেন। পিতম তখনও কোন কথা কহিতেছে না দেখিয়া, আপনিই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাইতেছিলে?"

পিতম। এই দিকে।

দেওয়ান্। এই দিকে কোথা?

পিতম। তা এত জানি না। তুমি কোথা গিয়াছিলে?

দেওয়ান্। রাজকন্যা মাধবীলতার অনুসন্ধানে গিয়াছিলাম, কিন্তু বৃথা হইল।

পিতম। ভালই হইয়াছে।

দেওয়ান্। কেন?

পিতম। তুমি যদি রাজার মঙ্গল ইচ্ছা কর, মাধবীলতার নাম করিও না; মাধবীলতা রাক্ষসী, অথবা আর কিছু; যে তাহার সংস্রবে আসিবে, সেই কষ্ট পাইবে অথবা নষ্ট হইবে; অতএব তুমি পালাও। মাধবীলতা নিজে দুরদৃষ্ট, মনুষ্যরূপে জন্মিয়াছে; অতএব তুমি পালাও। তুমি ছিন্নমস্তা দেখিয়াছ? আমি তাহারই পার্শ্বে মাধবীকে দেখিয়াছি।

ছিন্নমস্তার রূপ কে কল্পনা করিয়াছিল, জান? ঘোর বাদীর এ কল্পনা। কল্পনা নহে, ইহা সত্য সত্যই অদৃষ্টের মূর্ত্তি; অদৃষ্ট আর প্রকৃতি এক। আমার সহিত তর্ক করিও না। আমি স্বচক্ষে এ মূর্ত্তি দেখিয়াছি; এক দিন অট্টালিকায় শয়ন করিয়াছিলাম, রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় একরূপ পৈশাচিক শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। শয্যা হইতে দেখি, আমার গবাক্ষের নিম্নে এক স্থান হইতে বহুতর গৃধিনী, শকুনি উড়িয়া আকাশপথে যাইতেছে, তাহাদের পক্ষ-সঞ্চালনের শব্দে হৃৎকম্প হইতে লাগিল। সকল পক্ষীই ঊর্দ্ধমুখে আকাশের এক দিকেই বেগে যাইতেছে দেখিয়া আমি গবাক্ষের নিকটে গেলাম। যে দিকে পক্ষীরা ছুটিতেছে, সেইদিকে ধীরে ধীরে নেত্রপাত করিয়া দেখি, স্বর্গ মর্ত্ত্য স্পর্শ করিয়া এক রুদ্ররূপিণী যুবতী; আপনার মস্তক আপনি ছেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মুক্তকেশ অগ্নিবৎ তরঙ্গ তুলিয়া, আকাশ ব্যাপিয়া ক্রীড়া করিতেছে। বামকরস্থ ছিন্নমস্তক উন্নতমুখে রক্তধারার উল্লম্ফন ও প্রপতন দেখিতেছে, হাসিতেছে আর তাহা পান করিতেছে। উৎপ্রেক্ষিত রক্তের আভায় অন্ধকারও রক্তবর্ণ হইয়াছে। আকাশ, বৃক্ষ, জল, তৃণ, সমুদায়ই রক্তাভ হইয়াছে। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, আকাশে, চারি দিক্ ব্যাপিয়া, গম্ভীর "ব্যোম্" শব্দ স্থির ভাবে শব্দিত হইতেছে। তেত্রিশ কোটি দেবতা করযোড়ে স্তব করিতেছেন, "হে জগন্মাতঃ! কেন মা, তোমার গুপ্তমূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছ? আবার এ মূর্ত্তি কেন, আমরা যে ভয় পাইতেছি।" কেবলমাত্র মহাদেব আসিয়া বলিলেন, "প্রকৃতি দেবি! তুমিই সত্য, তোমার এই রূপই সত্য,

তোমার এই রূপ আমার মনোমোহিনী।” মহাদেবের কথায় রুদ্ররূপিণী ঈষৎ হাসিয়া. ক্রমে ক্রমে আকাশে মিলাইয়া গেলেন। আর কোথাও কেহ নাই, আমি দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম, “প্রকৃতি দেবী কি ছিন্নমস্তা? এই কি প্রকৃতির যথার্থ মূর্ত্তি? তাই কি জন্তুরা আপনার শাবক আপনি খায়? তাই কি রাণী আপনার কন্যা আপনি নষ্ট করিতে চান? তবে হে প্রকৃতি! আমাদের কেন ঠকাও? তোমার এই যথার্থ মূর্ত্তি ঢাকিয়া কেন নিয়ত মোহিনী মূর্ত্তিতে আমাদের চোখে চোখে বেড়াও?—কেন ফুল ফুটাও, কেন বা কোমল লতাবল্লরী দোলাও, কেন পাখী উড়াও, কেন জ্যোৎস্না মাখ, কেন অনন্তনক্ষত্রসনাথ কিরীট মাথায় পর? আমি আর ঠকিব না।”

দেওয়ান্। তুমি মাধবীলতার সন্ধান করিতে পার?

পিতম ছিন্নমস্তার মূর্ত্তি আলোচনা করিতে করিতে এরূপ মাতিয়া উঠিয়াছিল যে, দেওয়ানের উপস্থিতি তাহার একেবারে স্মরণ ছিল না। দেওয়ানের কথার কোন উত্তর না করিয়া, পিতম ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে উঠিয়া গেল। অন্যমনস্কে হউক, সমনস্কে হউক, যে গ্রামে মাধবীলতার মাতা বাস করিতে ছিলেন, পিতম সেই প্রতাপপুর গ্রামের দিকে চলিল। কতক-দূর গিয়া প্রান্তরমধ্যে দেখিল, এক স্থান নগরের ন্যায় জন-সমাকুল; কেহ ডাকিতেছে, কেহ দৌড়িতেছে, কেহ তিরস্কার করিতেছে, কেহ চন্দ্রাতপ উঠাইতেছে, কেহ ঘোড়া টহলাইতেছে, কোন মল্ল ডন করিতেছে, কেহ বা কচ্ছ কসিতেছে, কেহ চুল্লী কাটিতেছে, কেহ ভাঙ্গ ঘুঁটিতেছে, কেহ ছায়ায় বসিয়া খঞ্জনী বাজাইতেছে। কোলাহলের আর সীমা নাই। এক জন যুবা

এক বৃক্ষমূলে গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়াছিল, সে হঠাৎ এই সময় ঘণ্টাবাদন করিল। ঘণ্টার শব্দমাত্রেই কোলাহল যেন শিহরিয়া থামিয়া গেল। তখন সকলে দাঁড়াইয়া পূর্ব্ব দিকে দেখিতে লাগিল। সে দিকে কেবল ধূলা উড়িতেছিল, অনতিবিলম্বে বহু-অশ্ব-পদ-সঞ্চারিত শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। অমনি শিবি-রস্থ সকলে নিঃশব্দে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। দণ্ডৈক কাল অতীত হইতে না হইতেই কতকগুলি যুবা অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা স্ব স্ব অশ্ব হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক তাঁহাদেরই মধ্যে এক জনকে সসম্মানে বেষ্টন করিয়া শিবির-প্রবেশ করিলেন। তিনিই তক্ষপুরের রাজা। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত মহেশচন্দ্র। কিন্তু পিতম সে পরিচয় পাইল না। কে কোথায় যাইতেছে, তাহা কিছুই ভাবিল না, অন্যমনস্কে কিঞ্চিৎ কাল দেখিল মাত্র, তাহার পর চলিয়া গেল। তখনও পিতমের অন্তরে ছিন্নমস্তার রূপ জাগরিত।

রাজা মহেশচন্দ্র তাঁবুতে প্রবেশ করিয়াই সমবয়স্কদের বিদায় দিয়া রাঘব শর্ম্মাকে ডাকিলেন। রাঘব আসিয়া যথাবিধি আশী-র্ব্বাদ করিয়া, একখানি তুলট হস্তে দিলেন। মহেশচন্দ্র তাহা পাঠ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বাহ্ণে আসিয়া, দেখিতেছি, নিশ্চিন্ত ছিলে না, আমার নিমিত্ত অনেক কার্য্য জুটাইয়া রাখিয়াছ। অদ্য আর আমায় অবকাশ দিবে না দেখিতেছি। ইন্দ্রভূপের দেওয়ান্ প্রতাপপুরে আসিয়াছিলেন, অথচ মাধবীলতার সংবাদ পান নাই। আর তুমি আসিয়াই তাহার সংবাদ পাইয়াছ। তুমি যে সে দেওয়ান্ অপেক্ষা উপযুক্ত, এ কথা শুনিলে ইন্দ্রভূপ তোমায় ছাড়িবেন না।

রাঘব। তাঁহার দেওয়ান্ এখন রাণী বহাল করিবেন। তিনি কাশী চলিলেন। আমি সুতরাং তাঁহার হাত ছাড়াইয়াছি। এখন অনুমতি হয় ত আমি বিদায় হই, একটি বিশেষ কার্য্যের ক্ষতি হইতেছে।

রাজা মহেশচন্দ্র হাসিয়া রাঘবকে বিদায় দিলেন। এই সময় শিবিরের নিকট দিয়া এক জন সন্ন্যাসী প্রতাপপুর গ্রামে যাইতেছিল। বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখিলে, তাঁহাকে ছদ্মবেশী বলিয়া বোধ হয়; তিনি গ্রামে প্রবেশ করিয়া, এক দেবমন্দিরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তথায় পিতম পাগলা প্রস্তরে অঙ্কিত একটি শ্লোক ঊর্দ্ধমুখে পাঠ করিতে চেষ্টা পাইতেছিল। পিতম একবার তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিল; পরে সন্ন্যাসী নিকটবর্ত্তী হইলে, পিতম মুখ অবনত না করিয়া বলিল, "জনার্দ্দন ভায়া, সন্ন্যাসী কবে অবধি?" সন্ন্যাসী একটু চঞ্চল হইয়াই তৎক্ষণাৎ সাবধান হইলেন, হাসিমুখে কি বলিবেন উপক্রম করিতেছিলেন, এমত সময় পিতম বলিলেন, "বাঙ্গালা অক্ষরগুলি তান্ত্রিক, মুসলমানদিগের অক্ষর সামরিক, ফিরিঙ্গীদিগের অক্ষর সাংসারিক; সেইরূপ সন্ন্যাসীও গৃহী, তান্ত্রিক, সামরিক্ আছে। তুমি কোন্ জাতীয় সন্ন্যাসী? বুঝি সামরিক?"

সন্ন্যাসী। আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না।

পিতম। বুঝিলে না? ফার্‌সি অক্ষরগুলি কেবল তরবারি—ছোট তরবারি, বড় তরবারি, ভগ্ন তরবারি, বিনমিত তরবারি—তাই বলিতেছিলাম, ফার্‌সি অক্ষর সামরিক। আর এক দেশের অক্ষর তীরের মত ছিল,—বাঁকা তীর, সোজা তীর, তির্য্যক্ তীর; তাহাও সামরিক। ফিরিঙ্গীর অক্ষর, গৃহদ্রব্যের অনুরূপ,—কোচ,

কেদারা, বাসনকোসন, প্লেট্, ডিস, ফানস্, এণ্ডা ইত্যাদি। তাহাতেই সে অক্ষরগুলি গৃহী। আর আমাদিগের অক্ষর পূজ্যাঙ্গের অনুরূপ; ত্রিকোণ যন্ত্র, মুদ্রা, নরকপাল ইত্যাদি, তাই তান্ত্রিক। অক্ষর-সৃষ্টির সময় যে জাতির যে দিকে দৃষ্টি অধিক থাকে, সে জাতির সেই মত হয়। যদি বৈষ্ণবেরা অক্ষর সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে তিলক তুলসীর আকারে তাঁহাদিগের অক্ষর হইত। আর তুমি যদি এখন অক্ষর প্রস্তুত করিতে, তাহা হইলে কাহার আকৃতি লইয়া অক্ষর করিতে? মাধবীলতার?

সন্ন্যাসী। তোমার পাগলামি ছলমাত্র; তোমায় শমনভবন না পাঠাইলে, আর আমার কোন সুখ নাই।

এই বলিয়া জনার্দ্দন রাগভরে ফিরিয়া গেল, আর মন্দিরে দাঁড়াইল না। পিতম প্রসন্নবদনে মন্দিরের শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিল।

## ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জনার্দ্দন শর্ম্মার সম্বন্ধে পিতম পাগলা যাহা বলিয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে। ভিক্ষার ছলে সন্ধ্যার সময় জনার্দ্দন এক গৃহস্থের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল, ভিক্ষা চাহিল না, কাহাকেও ডাকিল না, কেবল অলক্ষ্যে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিল; শেষ যাহা অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহা দেখিয়া সেই বাটীর সম্মুখে এক অশ্বত্থমূলে গিয়া বসিলেন। বলা বাহুল্য যে, পুটুর মা এই বাটীতে বাস করিতেন।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় বাটীর বহির্ভাগে গোলযোগ হইল। মাধবীর মা তাহা কিছুই শুনিতে পান নাই, বৃদ্ধাও তাহা জানিতে পারেন নাই। উভয়ে নিদ্রা যাইতেছিলেন। তাঁহাদের সদর বাটীতে আগুন লাগিয়াছিল; যে লাগাইয়াছিল, সে নিদ্রার ছলে অশ্বত্থ-মূলে শয়ন করিয়া আছে। অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, প্রথমে গৃহকপোতেরা জাগিয়া উঠিল, আলোকে আহ্লাদে তাহারা ফিরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া গর্জ্জিতে লাগিল, তাহার পর উড়িয়া প্রতিবাসীদের আলিসায় গিয়া সারি সারি বসিতে লাগিল; অগ্নির আলোকে তাহাদের শ্বেত শরীর ঈষৎ রক্তাভ দেখাইতে লাগিল। কেবল একটি কোপাতী উড়িল না, নীড়ে বসিয়া সভয়ে গলা বাড়াইয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল, তাহার নীড়ে দুইটি শাবক ছিল।

বাটীর চতুষ্পার্শ্বে শত শত লোক আসিয়া জমিল। সকলেই ব্যস্ত, সকলেই চীৎকার করিতে লাগিল, সকলেই জল আনিতে বলিতে লাগিল; কিন্তু নিজে কেহ জল আনিবার চেষ্টা করিল না, সকলেই হাঁ করিয়া অগ্নির ক্রীড়া দেখিতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিল, "আহা! সর্ব্বনাশ হইল, সর্ব্বনাশ হইল। কেহ বলিতে লাগিল, "হায় হায়! আর কিছু না, ঘরে স্ত্রীহত্যা হইল।" কেহ বলিল, "ইস্! দেখ দেখ! আগুনের ঢেউ দেখ; এইবার সদরদ্বার গেল, এইবার ফুরাইল, আর কার সাধ্য ভিতরে যায়।"

এই সময় একজন বৃদ্ধ চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া সকলকে বলিতে লাগিল, "যে কেহ এক প্রাণী বাঁচাবে, আমি তাহাকে এক শত টাকা দিব।" এ কথা সকলেই শুনিল, কিন্তু কেহ অগ্রসর হইল না, বা কেহ কোন উত্তর দিল না। শেষ জনার্দ্দন শর্ম্মা অঙ্গের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে আসিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, "আঁ্যা তুমি দিবে? কথা ঠিক্ ত?"

বৃদ্ধ। নিশ্চয় দিব, এখনই দিব, আমি শপথ করে বলিতেছি, এখনই দিব।

জনার্দ্দন। কত টাকা?

বৃদ্ধ। একশত টাকা। যদি বাঁচাতে পার, তবে আর কথায় সময় নষ্ট ক'র না।

জনার্দ্দন। একশত নগদ টাকা ত? রোক?

বৃদ্ধ। হাঁ, তার আর অন্যথা হবে না।

জনার্দ্দন। তোমার নাম কি?

বৃদ্ধ। রামকল্প বিদ্যানিধি, আমরা ফুলের মুখটি, বলরাম ঠাকুরের সন্তান।

জনার্দ্দন। তবে মা কর ভৈরবি!

এই বলিয়া জনার্দ্দন ইতস্ততঃ অবলোকন করিল; দেখিল, দূরে একটা লাঙ্গল পড়িয়া রহিয়াছে, সদর্পে তাহা উঠাইয়া অর্দ্ধদগ্ধ দ্বার আকর্ষণ করিল। দ্বার অমনি পড়িয়া গেল, লক্ষ লক্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আকাশপথে উঠিল। সকলে সাশ্চর্য্য হইয়া সেই দিকে দৌড়িল, তখন জনার্দ্দন এক দীর্ঘ লগুড় লইয়া আসিল, সকলকে সরিয়া যাইতে বলিল, সকলে সরিয়া দাঁড়াইল, আরও সরিয়া যাইতে বলিল, লোক আরও সরিয়া গেল। তখন দূর হইতে জনার্দ্দন লগুড়-হস্তে দৌড়িয়া আসিল, লগুড়ে ভর করিয়া এক লম্ফে দগ্ধদ্বার উলঙ্ঘন করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল, সকলে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাহির হইতে সকলে লগুড়ের অগ্রভাগ দেখিতে লাগিল, লগুড়াগ্র হেলিতেছে, দুলিতেছে, চলিতেছে। অনেকে বলিতে লাগিল, এখনও সন্ন্যাসী উঠানে রহিয়াছে। অনতিবিলম্বে আকাশমুখী লগুড়াগ্র হঠাৎ দুলিয়া পড়িয়া গেল, সকলে ভয়ে নিঃস্পন্দ হইল, লগুড় আর উঠিল না; তখন কেহ কেহ বলাবলি করিতে লাগিল, বুঝি সন্ন্যাসী পুড়িয়া গেল। এই সময় জনার্দ্দনের হাসি শুনা গেল; জনার্দ্দন বলিতেছে, “কপোতি! তুমি এখনও বসিয়া আছ?”

উত্তাপে কপোতী কাতর হইয়াছে, কণ্ঠ কাঁপিতেছে, ওষ্ঠ বিযুক্ত হইয়াছে, কপোতী চারিদিকে দেখিতেছে, এখানে ওখানে বসিতেছে, আবার ফিরিয়া নীড়ে আসিতেছে। শাবকেরা ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিতেছে। জনার্দ্দন বলিল “বুঝিছি, মায়া। আমি উদ্ধার করিতে আসিয়াছি, তোমায় উদ্ধার করিব।”

এই বলিয়া জনার্দ্দন আবার লগুড় গ্রহণ করিয়া, তাহার অগ্রভাগ অগ্নিতে ধরিল, শেষ দগ্ধ লগুড় ঊর্দ্ধে উঠাইল। বাহির হইতে সকলে দেখিল, লগুড় ক্রমে দুলিতে দুলিতে চণ্ডীমণ্ডপ স্পর্শ করিল, চণ্ডীমণ্ডপে আগুন লাগিল। লোকেরা বলিয়া উঠিল, "পাপিষ্ঠ সন্ন্যাসী চণ্ডীমণ্ডপে আগুন দিল; মার সন্ন্যাসীকে।" এই বলিয়া সকলে বাটীর ভিতরে ইষ্টক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী তাহা লক্ষ্যও করিল না।

চণ্ডীমণ্ডপ পুড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসী লগুড় দ্বারা নীড় ভাঙ্গিয়া দিল। শাবক দুইটি ভূমে পড়িয়া গেল, জনার্দ্দন তাহাদের পক্ষ ধরিয়া দোলাইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিল। কপোতী তাহা নিঃশব্দে দেখিল। সন্ন্যাসী তখন লগুড়-হস্তে তাহাকে তাড়না করিল। শোকাকুলা কপোতী ভয়ে উড়িল, চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে আসিয়া ঊর্দ্ধে উঠিল, কিয়দ্দূর উঠিয়াই অগ্নির উত্তাপে অগ্নিতে পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী বলিল, "তোর অদৃষ্ট! আমার দোষ কি?"

চণ্ডীমণ্ডপে একখানি পট ছিল, এতক্ষণ সন্ন্যাসী তাহা দেখে নাই, অগ্নির আলোকে দেখিতে পাইয়া এক লম্ফে পটের সম্মুখে গিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইল। পটখানি কালীমূর্ত্তি। জনার্দ্দন বলিল, "মা! আমার অপরাধ হয়েছে, তুমি এখানে আছ, তাই এতক্ষণ এ ঘরে আগুন লাগে নাই, আমি তাহা না জেনে আগুন দিয়াছি। ইষ্টদেবি! আমার অপরাধ ক্ষমা কর।"

## একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই সময় মাধবীর মা ভয়ে বিহ্বল হইয়া ভাবিতেছিল, কি রূপে মাধবীকে বাঁচাইব। কোন উপায় নাই, চারি দিকে অগ্নি; যে দিকে অগ্নি নাই, সে দিকে উচ্চ প্রাচীর। মাধবীর মার পিসী নিরুপায় হইয়া মালা জপ করিতে বসিয়াছিলেন। এক এক বার মাধবীর মাকে বলিতেছিলেন, "ভয় নাই, কালী রক্ষা করিবেন।" কিছু ক্ষণ পরে মাধবীর মা দেখিল, সম্মুখে এক ভয়ানক মূর্ত্তি! মনে করিল, যমদূত মাধবীকে লইতে আসিয়াছে, অতএব মাধবীকে বুকে ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আগন্তুক চীৎকার শুনিয়াও শুনিল না; হস্ত প্রসারিয়া মাধবীকে ধরিল। মাধবীর মা মূর্চ্ছা গেল। সেই অবকাশে আগন্তুক মাধবীকে লইয়া ছুটিল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৃদ্ধাও ছুটিল।

আগন্তুককে যমদূত বলিয়া বৃদ্ধার ভ্রম হয় নাই। আপাদ-মস্তক কর্দ্দমাক্ত বলিয়া আগন্তুকের আকৃতি ভয়ানক দেখাইতে-ছিল। বৃদ্ধা বাহিরে আসিয়া বুঝিল যে, আগন্তুক অগ্নিভয়ে আপনার সর্ব্বাঙ্গে কাদার প্রলেপ দিয়াছে। আগন্তুক মাধবীকে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া উত্তরের প্রাচীরে উঠিল এবং তথায় দাঁড়াইয়া সেই প্রাচীর-সংলগ্ন অন্য এক গৃহস্থের ত্রিতল অট্টালিকায় উঠিবার নিমিত্ত মাথা তুলিয়া দেখিতে লাগিল; অট্টালিকায় বালির জমাট কিংবা চূণকাম নাই, এইজন্য তাহাতে উঠিলে

উঠিতে পারা যায়; কিন্তু সে অতি দুঃসাহসিক কার্য্য। কিন্তু আগন্তুক আর অধিক ইতস্ততঃ না করিয়া, এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। সেই ভয়ানক দুঃসাহসিক কার্য্য দেখিয়া বৃদ্ধার হৃৎকম্প হইতে লাগিল, আপনার বিপদ একেবারে ভুলিয়া বৃদ্ধা একদৃষ্টিতে সেই অপরিচিত ব্যক্তির বিপদ দেখিতে লাগিল; প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার পদস্খলন-আশঙ্কা হইতে লাগিল। বৃদ্ধা ঊর্দ্ধশ্বাসে ঊর্দ্ধমুখে কেবল সেই দিকে চাহিয়া রহিল; বিপদে ইষ্টদেবীকে ডাকিবে, কিন্তু ইষ্টদেবীর নাম আর মনে আসিল না।

বহুকষ্টে অপরিচিত ব্যক্তি দ্বিতল অতিক্রম করিয়া কার্ণিসে দাঁড়াইল; একবার নিশ্বাস ফেলিল, বৃদ্ধার শরীরে যেন সেই সঙ্গে স্পন্দন ফিরিয়া আসিল। আর কত উঠিতে হইবে, তাহা একবার অপরিচিত ব্যক্তি মাথা তুলিয়া দেখিল, তাহার পর আবার পূর্ব্বমত উঠিতে লাগিল। এবার আর বৃদ্ধা চাহিয়া দেখিতে পারিল না, মস্তক নত করিয়া চক্ষু মুদিল, ক্ষণেক পরে বৃদ্ধা আবার চাহিয়া দেখিল, অপরিচিত ব্যক্তি ছাদে উঠিয়াছে। তখন বৃদ্ধা আসন্নবিপদুদ্ধৃত ব্যক্তির ন্যায় ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। তখন আপনার অবস্থার প্রতি মন গেল, বৃদ্ধা ক্রমে ক্রমে বুঝিল যে, প্রাণ আর কোন ক্রমে রক্ষা হয় না; চণ্ডীমণ্ডপ পর্য্যন্ত অগ্নি আসিয়াছে, তাহার উত্তাপে অন্তঃপুরে আর থাকা যায় না। যে ঘরে মাধবীর মা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে, সে ঘর ইষ্টক-নির্ম্মিত, কিন্তু তাহার দ্বারে অগ্নি লাগিতে আর বিলম্ব নাই। অগ্নিময় বাটী হইতে আর কোন্ কৌশলে বহির্গত হইতে পারা যায় না। অতএব মৃত্যু

নিশ্চয় আগত বুঝিয়া, বৃদ্ধা রুদ্রাক্ষমালা মস্তকে বাঁধিবার নিমিত্ত ঘরের ভিতর গেল।

এই সময় পূর্ব্বকথিত অপরিচিত ব্যক্তি আবার অট্টালিকা হইতে অবতরণ করিয়া গৃহপ্রবেশ করিল। তথায় গিয়া মাধবীর মার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তাহার পর অপরিচিত ব্যক্তি ঘর হইতে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল। দেখিল, স্ত্রীলোকদের পলাইবার কোন পথ নাই। বহির্ব্বাটীর দিকে গিয়া দেখিল, তথায় চারিদিকের চালাঘর পুড়িয়াছে, পুড়িতেছে—সে দিকেও পথ নাই, তথাপি বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত আগন্তুক কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইল। তখন জনার্দ্দন শর্ম্মা পটহস্তে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিতেছিল, আগন্তুককে দেখিতে পাইল না; দেখিলেও চিনিতে পারিত না। আগন্তুক অলক্ষ্যে থাকিয়া দেখিতে লাগিল, জনার্দ্দন উঠান দিয়া যাইতে যেন অশক্ত, অগ্নির দিকে চাহিতে পারিতেছে না, চক্ষু কুঞ্চিত করিতেছে, উত্তাপ যেন তাহার অসহ্য হইয়াছে। সন্ন্যাসী কয়েক পদ গিয়া ফিরিল; দেখিল, ফেরা বৃথা; চণ্ডীমণ্ডপের উপর অগ্নি তরঙ্গ তুলিয়া খেলিতেছে। উত্তাপ সে দিকেও অসহ্য।

অপরিচিত ব্যক্তি তখন এই সময় অগ্রসর হইয়া বলিল, "পলাও, আর বিলম্ব করিও না।"

জনার্দ্দন। তুমি কে? তুমি কি অগ্নির দেবতা? নতুবা এই জ্বলন্ত হুতাশনের মধ্যে কেমন করে অম্লানবদনে বেড়াইতেছ?

অপরিচিত। আমি যে হই, তুমি পলাও, নতুবা তোমার

প্রাণরক্ষা হইবে না, এখনও পলাও। আগুন আজ ক্ষেপেছে, আজ দেবতারও বশ নহে, কাহারও কথা শুনিবে না, তোমারই জন্য জ্বলেছে; দেখিতেছ না, তোমাকে ফাঁদে ফেলেছে, তোমার চারি দিকে আগুন। যদি সাধ্য থাকে, এখনও পলাও।

জনার্দ্দন। আমার আর সাধ্য নাই, মাথা ঘুরিতেছে, চক্ষে যেন কি দেখিতেছি, কান হু হু করিতেছে।

অপরিচিত। ওখান হইতে একটু দূরে আইস। অগ্নি তোমায় লক্ষ্য করেছে, ঐ দেখ চণ্ডীমণ্ডপ হইতে তোমারই মাথায় পড়িবার উদ্যোগ করিতেছে।

এই বলিতে বলিতেই চণ্ডীমণ্ডপের একাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, পূর্ব্বে সতর্ক না হইলে, তৎক্ষণাৎ জনার্দ্দনের শেষ হইত। চণ্ডী-মণ্ডপ পড়িয়া আরও উত্তাপ বাড়িল; জনার্দ্দন বলিয়া উঠিল, "আমি মরি, আমায় বাঁচাও। না হয় বল, আমি আগুনে ঝাঁপ দিই, সে বরং ভাল, শীঘ্র ফুরাবে।"

অপরি। তুমি কোন্ পথ দিয়ে আসিয়াছিলে?

জনার্দ্দন। আমি ঐ সদর দরওয়াজা লাফাইয়া আসিয়াছিলাম, আমি এখন আর তা—

এই বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী পড়িবার উপক্রম করিল। অপরিচিত ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়া শুয়াইয়া দিল। জনার্দ্দন চক্ষু বুজিল, আর কথা কহিল না। অপরিচিত ব্যক্তি জনার্দ্দনকে বুকে তুলিয়া নিমেষমধ্যে দগ্ধদ্বার অতিক্রম করিয়া, তৃণাচ্ছাদিত মৃত্তিকায় জনার্দ্দনকে শয়ন করাইল, ক্ষণেক দাঁড়াইয়া তাহার মুখ-প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর চীৎকার করিয়া বলিল, "কে আছ, সন্ন্যাসীর শুশ্রূষা কর।" সে চীৎকার

শতশত-কণ্ঠ-নিঃসৃত কোলাহলের উপর উঠিল, যেন ঝিল্লীরবের উপর সারস ডাকিল; অমনি সভয়ে ঝিল্লীরা নীরব হইল। অপরিচিত ব্যক্তি আবার ফিরিয়া দগ্ধ-গৃহে প্রবেশ করিল। অপরিচিত ব্যক্তির সে কণ্ঠ এক জন চিনিল, চিনিবামাত্র ছুটিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর শুশ্রূষা করিতে বসিল।

পরক্ষণেই সেই অপরিচিত ব্যক্তি আবার বহির্গত হইল। এবার বৃদ্ধাকে আনিয়া, মৃত্তিকায় যত্নে রাখিয়া পুনর্ব্বার গৃহ-প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা রক্তবর্ণ হইয়াছে, তাহার অল্প জ্ঞান আছে; তখন লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "যে তোমাকে রক্ষা করিল, এ ব্যক্তি কে?" বৃদ্ধা কোন উত্তর করিতে পারিল না।

সে ব্যক্তি আবার এখনই আর এক জনকে আনিবে, এই প্রত্যাশায় সকলে দ্বারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, আসিতেছে কি না দেখিবার নিমিত্ত সকলেই পরস্পর ঠেলাঠেলি করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সম্মুখে আর স্থান নাই, তথাপি অগ্রে দাঁড়াইবে বলিয়া সকলেই ব্যস্ত হইয়া ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। এই সময়ে মাধবীর মাকে ক্রোড়ে লইয়া সেই অপরিচিত ব্যক্তি অতি বেগে আসিয়া লম্ফ দিল। কিন্তু সম্মুখে স্থান ছিল না, বেগ সংবরণ করিতে গিয়া দগ্ধদ্বারের উপর পড়িয়া গেল। চারি দিকে মহাকোলাহল হইয়া উঠিল।

অপরিচিত ব্যক্তি বিদ্যুদ্বেগে অগ্নি হইতে উঠিল। তখনও মাধবীর মা তাঁহার ক্রোড়ে। কিন্তু অগ্নিসংস্পর্শে যুবতীর বস্ত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছে। উলঙ্গ না করিলে আর রক্ষা নাই দেখিয়া, অপরিচিত তাহার বস্ত্র ধরিল। যুবতী তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অমনি সেই জ্বলন্ত বস্ত্র আপনার অঙ্গে জড়াইয়া জ্বলন্ত

অগ্নিতে ঝাঁপ দিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সকলই ফুরাইয়া গেল। মাধবীর মা লজ্জার ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়াছিল, এবার লজ্জার ভয়ে দেহত্যাগ করিল। লোকেরা সকলে দাঁড়াইয়া শবদাহ দেখিতে লাগিল। যতক্ষণ পারিল খড়, বাঁশ, বস্ত্র, মাধবীর মাকে দগ্ধ করিল। তার পর অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে শবের অঙ্গারমূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। কেবল বামপদখানি অগ্নিতে পড়ে নাই সুতরাং পুড়ে নাই; তাহা অলক্তসংযুক্ত এখনও রহিয়াছে; নখরে অগ্নিশিখা এখনও প্রতিবিম্বিত হইতেছে। অনেকে তাহা দেখিতে ও দেখাইতে লাগিল; কিন্তু এক জন যুবা তাহা দেখিতে পারিল না; "আমি সপ্তকাষ্ঠিকা দিই" বলিয়া, কতকগুলা শুষ্ক কাষ্ঠ আনিয়া সেই কোমল পদখানি আবরণ করিল। তাহার পর আবার কাষ্ঠ আনিয়া নিষ্ঠুর লোকের কঠোর দৃষ্টি হইতে শবের সর্ব্বাঙ্গ গোপন করিল। আবার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, শবদাহ সম্পূর্ণ হইয়া গেল।

## দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দূর হইতে জনার্দ্দন শর্ম্মা এই সকল দেখিল। ভাবিল, "আমার কার্য্য এখন সিদ্ধ হইল, মাধবীও রক্ষা পায় নাই, কেন না অপরিচিত ব্যক্তি কেবল বৃদ্ধাকে আর মাধবীর মাকে বহন করিয়া আনিয়াছে, মাধবীকে আনে নাই; সুতরাং সে অবশ্য মরিয়াছে।" মনে মনে এই আলোচনা করিয়া জনার্দ্দন উঠিয়া বসিল।

এই সময় পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধ রামকল্প বিদ্যানিধি ফুলের মুখটি বলরাম ঠাকুরের সন্তান আসিয়া জনার্দ্দনকে জিজ্ঞাসা করিল, "কর্দ্দমাক্ত ব্যক্তি যে তোমাদের উদ্ধার করিল, সে কে?"

জনার্দ্দন। সে আমার পরিচিত বটে, আত্মীয়ও বটে।

রামকল্প। উহার নাম কি, নিবাস কোথায়?

জনার্দ্দন। তা আমি বলিব না; বলিতে সে নিষেধ করে গেছে। পাছে আপনারা কেহ তাহাকে চিনিতে পারেন, এই ভয়ে সে গায়ে মুখে কাদা মাখিয়াছিল।

রামকল্প। আমরা তাকে চিনিলে দোষ কি?

জনার্দ্দন। দোষ একটু আছে; তা আপনার আর শুনে কাজ নাই; সে আমায় বিশেষ করে নিষেধ করে গেছে, আমি আর তাহা বলিব না।

রামকল্প। ভাল, আমরা ত কেহ উহাকে গৃহপ্রবেশ করিতে দেখি নাই।

জনার্দ্দন। গৃহদাহের পূর্ব্ব হইতেই ঐ ব্যক্তি অন্তঃপুরে ছিল, নিত্যই থাকিত।

রামকল্প। কিন্তু ঐ ব্যক্তি এ বাটীর ত কেহ নহে, এ বাটীতে পুরুষমাত্রেই নাই।

জনার্দ্দন। পুরুষ ছিল না, কিন্তু ইদানীং জুটিয়াছিল; আমরা সন্ন্যাসী, এরূপ কতই দেখিয়াছি। সে যাহা হউক, এখন আর জুটিবে না, যাহার জন্য জুটিয়াছিল, এখন ত সে গেল।

রামকল্প। তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিলাম না।

জনার্দ্দন। সে সকল কথা যাক্; আপনার বুঝিয়াও কাজ নাই। যিনি মরিলেন, তিনি আপনাদের কিংবা আপনাদের গ্রামের কেহ ছিলেন না, সিংহশতগ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। যিনি আমাদের উদ্ধার করিলেন, তিনিও সিংহশত গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। সেইখানেই আবার গেলেন। যাবার সময় আমায় টাকার কথা বলে গেলেন।

রামকল্প। কোন্ টাকার কথা?

জনার্দ্দন। আপনি যে টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন। এক এক জন এক এক শত টাকার হিসাবে তিন শত টাকা তাহার পাওনা; তা অমি বলেছি যে, আমার হিসাবে ছেড়ে দেও, আমি বাহিরের লোক। দুই শত টাকা তাহার ন্যায্য পাওনা; তবু আমি আপনার হয়ে বলেছি যে, এক জন ত মরে গেল। তা সে শুনিল না; সে বলে, "আমি ত উদ্ধার করেছি; তার পর কে এখন জলে ডুবে মরিবে, কি গলায় দড়ি দিয়া মরিবে, তা আমার কি?"

রামকল্প। তা, তারে আসিতে বলিবেন, দেখা যাবে।

জনার্দ্দন। আবার তাকে কেন? তবে আমি বলিলাম কি? সে যদি আপনাদের নিকট মুখ দেখাবে, তবে মুখে কাদা মাখ্‌বে কেন? এই সোজা কথা আপনি বুঝিতেছেন না?

রামকল্প। বুঝেছি, কিন্তু যে ব্যক্তি এমন ধর্ম্মিষ্ঠ লোক, এমন বীর, সে আমাদের নিকট কেন মুখ দেখাবে না?

জনার্দ্দন। ঐ যে বলিলাম, যে যুবতী এইমাত্র ভস্ম হইল, উহার নিতান্ত অনুরোধে পড়ে এ গ্রাম পর্য্যন্ত সে এসেছিল, তাতেই ভদ্রলোকের ছেলে লজ্জায় মরে গেছে। কিন্তু সিংহ-শতগ্রামে যেখানে উভয়ের বাড়ী, সেখানে উহার কোন কলঙ্ক নাই; লোকে জানে, মাধবীর মা কুলত্যাগিনী হয়েছে, কিন্তু কার সঙ্গে, তা কেহ ঠিক জানে না।

রামকল্প। এমন পাপিষ্ঠকে আমি কদাচ পারিতোষিক দিব না।

জনার্দ্দন। কেন দিবেন না? পাপিষ্ঠ হইলে টাকা দিবেন না এমন কথা 'ছল না। হলোই বা সে নিজে পাপিষ্ঠ, লম্পট লোকের কি দয়া থাকে না? না, স্নেহ থাকে না? লাম্পট্য-দোষে দয়ার কার্য্য কি কখন কলুষিত হয়? সে ব্যক্তি লম্পট বলিয়া কি আমাদের প্রাণ রক্ষা হয় নাই? না, আমাদের প্রাণের কোন কমবেশী হইয়াছে? ধর্ম্ম সতত পবিত্র; চণ্ডালে ধর্ম্ম করিয়াছে ব'লে, ধর্ম্ম কখন কি অপবিত্র হয়? আর এক বিশেষ কথা আছে, আপনি দুই শত টাকা দিয়া এই ধর্ম্ম ক্রয় করিতেছেন; এ ধর্ম্ম ত সে অপাত্রে থাকিতেছে না—খরিদ করিলেই ধর্ম্ম আপনাতে আসিবে; খরিদ না করেন, এ ধর্ম্ম তাহারই থাকিবে। দুই শত টাকায় প্রাণরক্ষা বড় সস্তা।

রামকল্প। কথা ঠিক বটে, তবে আর ভাবা চিন্তা কি? আইস, আমার সঙ্গে আইস; আমি বলেছি দিব, তার অন্যথা হইবে না। তবে কি জান, দুই শত টাকা অনেকগুলা টাকা; কিছু কম হইলে ভাল হয়।

জনার্দ্দন। তা আমি কি করিব; আমি ত লইতেছি না, তা' হইলে আপনার অনুরোধ আমায় রাখিতে হইত। এখন যদি আপনি সমুদায় পূরা রোক টাকা না দেন, আপনাকে ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে। আপনি ধর্ম্মিষ্ঠ, আপনি কেন অন্যের জন্য আপনার ধর্ম্মের ক্ষতি করেন। বিশেষতঃ এ ধর্ম্ম বড় সামান্য নহে, দুই হাজার টাকা ব্যয় করেও কেহ প্রাণরক্ষা করিতে পারে না; এ ঘটনা ত সর্ব্বদা ঘটে না, আপনার বড় ভাগ্য, তাই এই গৃহদাহ হইয়াছে; দেখুন দেখি, ধর্ম্মের কি আশ্চর্য্য খেলা—এক জনের গৃহদাহ হইল, আপনার ধর্ম্মসঞ্চয় হইল!

রামকল্প। তবে আর কোন কথার কাজ নাই, তুমি টাকা লইয়া যাও; কিন্তু একটা কথা আছে; যিনি মরিলেন, তিনি কে?

জনার্দ্দন। তিনি রামসেবক শর্ম্মার বিবাহিতা স্ত্রী—কুলটা; আর অধিক পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন না।

এই বলিয়া টাকা লইয়া জনার্দ্দন চলিল। পথে আসিয়া একবার আন্তরিক হাসিয়া বলিল, "এ বুড়া বেটা ধর্ম্ম কিনিতে চায়! চা'ল কেনে, ডা'ল কেনে, কাজেই ধর্ম্মও কিনিবে; ধর্ম্ম চা'ল ডা'লের মধ্যেই বটে!"

## ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পর দিবস প্রাতে পিতম পাগলা এক দীর্ঘিকার মৃত্তিকাস্তূপে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় হস্তের উপর মস্তক রাখিয়া রাজা মহেশচন্দ্রের শিবির দেখিতেছিল। এই সময় গুটিকতক হস্তী ও হস্তিনী স্নান উপলক্ষে দীর্ঘিকায় আনীত হইল। পিতম দেখিল যে, তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ হস্তীকে মাহুতেরা কতক জলে কতক স্থলে বসাইয়া তাহার গাত্র মর্দ্দন করিতে লাগিল; হস্তীটি শিশুর ন্যায় বসিয়া শুণ্ডক্রীড়া করিতে লাগিল; কখন ধীরে ধীরে জলস্থ ক্ষুদ্র পুষ্পগুলি স্পর্শ করিতেছে, কখন স্থলজ তৃণ পল্লব টানিয়া ছিঁড়িতেছে, কখন বা মাতৃহস্ত হইতে পলায়নোন্মুখ বালকের ন্যায় জল হইতে ঠেলিয়া উঠিতেছে; মাহুতেরা গালি দিলে আবার স্থির হইয়া অর্দ্ধ জলে অর্দ্ধ স্থলে বসিতেছে। তখন স্থূলাঙ্গ শিশুর ন্যায় তাহার উদর দুই পার্শ্বে স্ফীত দেখাইতেছে। প্রকাণ্ড হস্তীতে শিশুর কোমলতা আশ্চর্য্য। আর কয়টি হস্তিনী কুলবধূর ন্যায় জলে আচক্ষু নিমজ্জন করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেবল মধ্যে মধ্যে শুণ্ডাগ্র ঈষৎ তুলিয়া ফুৎকার করিয়া জল ছড়াইতেছে। পিতম উঠিয়া সেই দিকে গেল। প্রথম হস্তীর নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার অমলশ্বেত দীর্ঘদন্ত দেখিতে দেখিতে অস্পষ্টস্বরে তাহাকে ডাকিল, "বৃহদ্দন্তেশ্বর!" হস্তী মুখ তুলিল, ব্যস্ত ভাবে পিতমকে দেখিতে লাগিল। মাহুত বলিল, "ভাগো।"

পিতম সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ধীরে ধীরে আর একটু অগ্রসর হইল, তাহার পর আর একটু গেল, ক্রমে জলে গিয়া দাঁড়াইল। মাহুত নিষেধ করিতে করিতে পিতম হস্তীর শুণ্ড-স্পর্শ করিল, স্পর্শমাত্রেই হস্তী শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার পর কি বুঝিয়া দীর্ঘিকা কম্পিত করিয়া বৃংহিতধ্বনি করিতে করিতে জল হইতে উঠিয়া পিতমকে ধরিল, অপর হস্তী ও হস্তিনীগণ ব্যস্ত হইয়া জল হইতে কূলে আসিয়া মেঘবৎ গর্জ্জন করিতে করিতে পিতমকে ঘেরিল। তখন হস্তী হস্তিনী সকলে একত্রে আকাশ পূরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। পিতমের দশা কি হইল, তাহা আর না দেখিয়া, না বুঝিয়া, মাহুতেরা চীৎকার করিতে করিতে শিবিরাভিমুখে ছুটিল। শিবিরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। "হস্তী এক জন ভিক্ষুককে হত্যা করিয়াছে" এই জনরব সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল। মহারাজ মহেশচন্দ্র শিবির হইতে স্বয়ং দীর্ঘিকার দিকে দৌড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে শত শত লোক দৌড়িল। রাজা কিয়দ্দূর আসিয়া, হঠাৎ দাঁড়াইয়া বিস্মিত-নেত্রে হস্তীদিগের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এক জন মাহুত দূর হইতে বলিল, "আর যাওয়া বৃথা, শেষ হইয়া গিয়াছে।" রাজা সে কথা না শুনিয়া পশ্চাদ্দিকে মাথা ফিরাইয়া সকলকে আসিতে নিষেধ করিলেন। তাহার পর একাকী হস্তীদিগের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন হস্তীরা কেহ পিতমের গাত্রে শুণ্ডাগ্র স্পর্শ করাইতেছে; কেহ সপত্র মৃণাল তুলিয়া তাহার অঙ্গে দিতেছে; কেহ কর্দ্দম তুলিয়া তাহার অঙ্গে লেপন করিতেছে। প্রথম হস্তীটি পিতমকে শুণ্ডবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে, পিতমকে দেখিতেছে,—পিতমের কপোলদেশে ধমনী উঠিয়াছে, চক্ষুর নিম্নে

শিরা স্ফীত হইয়াছে; পিতম হস্তীর গণ্ডদেশে সাদরে হাত বুলা-ইতেছে। রাজা মহেশচন্দ্র আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইলেন; হস্তীরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না; পিতমও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। পিতম হস্ত বাড়াইয়া হস্তীর গলদেশের এক স্থান স্পর্শ করিয়া বলিল, "বৃহদ্দন্তেশ্বর! এখন আমায় ছাড়িয়া দাও, তোমার রাজা দেখিতে পাইবেন।" বৃহদ্দন্তেশ্বর হুঙ্কার ছাড়িয়া পিতমের অঙ্গ হইতে বেষ্টিত শুণ্ড খুলিয়া লইল। রাজা মহেশচন্দ্র পশ্চাৎ হইতে বলিলেন, "আমি দেখিয়াছি।" পিতম জিজ্ঞাসা করিল, "এ হস্তী বুঝি তোমার? হস্তীগুলি বেচিবে?" মহেশচন্দ্র ঈষৎ হাসিলেন, বলিলেন, "আসুন, আমরা এইখানে বসিয়া হস্তীর মূল্য অবধারণ করি।" পিতম বলিল, "আজ নহে, এক্ষণে আমি ভিক্ষায় যাই।" রাজা মহেশচন্দ্র কাতরনয়নে পিতমের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, পিতম গ্রামাভিমুখে যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমত সময় হস্তীরা আবার আসিয়া তাহাকে ঘেরিল।

বৃহদ্দন্তেশ্বর পিতমকে আবার হঠাৎ শুণ্ডবেষ্টিত করিয়া তুলিল, সযত্নে ধীরে ধীরে আপনার বাম দন্তে তাহাকে বসাইয়া আপনার শুণ্ড "রামসিঙ্গার" ন্যায় বাঁকাইয়া ঊর্দ্ধে তুলিল। পিতম তাহা দক্ষিণ করে আলিঙ্গন করিয়া তাহার উপর মাথা হেলাইয়া ম্লানমুখে বসিল। তখন সকল হস্তীরা একত্রে মহাসুখে বৃংহিত-নাদ করিয়া আকাশ পরিপূর্ণ করিল, শব্দে শিবিরস্থ সকলে শিহরিয়া উঠিল। সকলে দেখিল, দরিদ্র পিতম হস্তিদন্তে বসিয়া দুলিতে দুলিতে শিবিরপ্রবেশ করিতেছে, রাজা মহেশচন্দ্র হস্তীর অপর দন্তাগ্র ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন।

এই সময় একটি যুবা ব্রহ্মচারী একাকী দাঁড়াইয়া একটি বৃক্ষে মাথা হেলাইয়া চক্ষের জল মুছিতেছিল। রাজা মহেশচন্দ্র তাহার নিকট গিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য দেখিলাম।" যুবা কাঁদিয়া উঠিল, বস্ত্রাগ্রে মুখ ঢাকিয়া বলিল, "এ দাসীর এখন কার্য্য ফুরাইল, এ অনাথার অদৃষ্টে এত সুখ ছিল!"

মহেশচন্দ্র। মাতঙ্গিনি! তোমার ঋণ আমি আর পরিশোধ করিতে পারিব না।

এই বলিয়া রাজা মুখ ফিরাইয়া হস্তীর সঙ্গে চলিয়া গেলেন।

## চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্নে রাজা মহেশচন্দ্র একাকী অন্যমনস্কে বসিয়া আছেন, এমত সময় পিতমের বংশীরব তাঁহার কর্ণে গেল। রাজা এক জন ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে বংশী বাজাই-তেছে ?" ভৃত্য বলিল, "সেই ভিক্ষুক।" রাজা দুই হস্তে মস্তক ধরিয়া বংশীধ্বনি শুনিতে লাগিলেন ; ভৃত্য চলিয়া গেল। মহেশ-চন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, যেন পিতম সুখসাগর মন্থন করিতেছে, কতই রত্ন তুলিয়া মালা গাঁথিতেছে, আদরে কাহারে পরাইতেছে ও আপনি দেখিতেছে ; দেখিয়া আহ্লাদে কাঁদিতেছে। রাজা আবার ভৃত্যকে ডাকিলেন, বলিলেন, "ভিক্ষুক বাঁশী বাজাইতেছে, কেহ তাহাকে বারণ করে নাই ?"

ভৃত্য। বারণ করিতে গিয়াছিল, বৃদ্ধ রাঘব শর্ম্মা বারণ করিতে দেন নাই।

রাজা রাঘবকে ডাক।

পরক্ষণেই রাঘব আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বাঁশী বাজাইতেছে ?"

রাঘব। যে ভিক্ষুককে মহারাজ প্রাতে শিবিরে আনিয়াছেন।

রাজা। তুমি এখনও তাঁহাকে ভিক্ষুক বল ?

রাঘব। তাঁহার স্কন্ধে এখনও ঝুলি ঝুলিতেছে, তাহাতেই ভিক্ষুক বলি।

রাজা। যদি ঝুলি না থাকিত, তবে কি বলিতে ?

রাঘব। পাগল বলিতাম, লোকে তাঁকে পিতম পাগল বলে।

রাজা। তুমি কি তাঁর আর কোন নাম জান না ?

রাঘব। জানি,—বোধ হয় মহারাজ নিজেও তাহা জানেন।

রাজা। আমি পূর্ব্বে জানিতাম না—আজ জানিয়াছি। বিজয়রাজের অনুসন্ধানে কত বৎসর ধরিয়া কত স্থানে লোক পাঠাইয়াছি, কেহ কোন সংবাদ দিতে পারে নাই।

রাঘব। এ অধীনের প্রতি কখন ত সে অনুমতি হয় নাই; হইলে বিজয়রাজের সংবাদ অনেক পূর্ব্বে পাইতেন।

রাজা। তুমি কি তবে এ সংবাদ পূর্ব্ব হইতে রাখিতে ?

রাঘব। কতকটা রাখিতাম।

রাজা। যখন আমি এখানে সেখানে এই জন্য লোক পাঠাই-তাম, তখন তুমি এ সংবাদ আমায় দেও নাই কেন ?

রাঘব। অনেক কারণ ছিল; তন্মধ্যে প্রধান কারণ—বিজয়-রাজকে তখন দেখিলে মহারাজ শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন না, তাঁহার কোন বাহ্য জ্ঞান ছিল না।

রাজা। এখন ত সে অবস্থা নাই বলিয়া বোধ হয়।

রাঘব। এখন তিনি নামে মাত্র পিতম পাগলা, কিন্তু কার্য্যে ঠিক সেই যুবা বয়সের বিজয়রাজ; গত রাত্রে তাঁর বলবীর্য্য দেখিয়া আমি অবাক্ হয়েছিলাম।

রাজা। তিনিই কি তবে স্ত্রীলোকগুলিকে অগ্নি হইতে উদ্ধার করেছিলেন ?

রাঘব। তিনিই, নতুবা আর কার সাধ্য ?

রাজা। তুমি কি আজ গোপনে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেছিলে ?

রাঘব। করি নাই, কিন্তু যদি অনুমতি হয়, তবে গিয়া একবার সাক্ষাৎ করি।

রাজা। আমারও ইচ্ছা, আমি গিয়া একবার সাক্ষাৎ করি।

রাঘব। কিন্তু মহারাজ যে তাঁকে চিনিয়াছেন, এ কথা কোনরূপে প্রকাশ না হ'লে ভাল হয়।

রাজা। কেন?

রাঘব। এখন পরিচয় তাঁর পক্ষে সুখের হবে না, তিনি স্ত্রীর অনুসন্ধান পেলে পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে ভাল হয়।

রাজা। সে অনুসন্ধান করিবার ভার আমি ত তোমার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত আছি; কিন্তু, কই তুমি ত এ পর্য্যন্ত কিছু করিতে পারিলে না?

রাঘব। আমি মাত্র গত কল্য এ ভার পাইয়াছি। শীঘ্রই আমি সে সন্ধান আনিয়া দিব।

রাজা মহেশচন্দ্র উঠিলেন, ধীরে ধীরে হাতিশালার নিকটস্থ এক স্থানে গিয়া অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, বৃহদ্দন্তেশ্বরের নূতন সজ্জা হইয়াছে; মাথায় খর্জ্জুর-পল্লব-রচিত এক রাজমুকুট, তাহাতে বনপুষ্প বনলতা নানা ভঙ্গীতে গ্রথিত; গলায় বনফুলের লম্বিত মালা। তাহার স্তম্ভাকৃতি শুণ্ড পিতম বাম করে আলিঙ্গন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং দক্ষিণ কর প্রসারিত করিয়া একটি হস্তি-শাবককে ডাকিতেছে; শাবকটি মাতৃক্রোড়ের নিম্নে দাঁড়াইয়া পিতমকে দেখিতেছে; কোমল ক্ষুদ্র শুণ্ডটি পিতমের দিকে বাড়াইয়া আঘ্রাণ লইবার নিমিত্ত শুণ্ডাগ্র বিস্ফারিত করিতেছে, একবার একবার দুই এক পদ অগ্রসর হইতেছে, আবার পিছাইতেছে। পিতম নানাস্বরে তাহাকে অভয় দিতেছে।

শেষ করি-শাবক ক্রীড়ালুব্ধ হইয়া পিতমের সম্মুখে আসিয়া মুখ তুলিয়া শুণ্ডাগ্র বিস্ফারিত করিতে লাগিল; সাহস করিয়া একবার পিতমের অঙ্গ স্পর্শ করিল, স্পর্শমাত্রেই পলাইয়া আবার মাতৃ-উদরের নিম্নে গিয়া দাঁড়াইল; তথা হইতে নির্ভয়ে পিতমকে দেখিতে লাগিল। এমত সময় বৃদ্ধ রাঘবশর্ম্মা আসিয়া পিতমের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। পিতম বাম করে বৃহ-দন্তেশ্বরের শুণ্ড আলিঙ্গন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, রাঘবকে দেখিয়া হস্তি-শুণ্ড-মূলে মাথা হেলাইয়া অতি বিমর্ষভাবে রাঘবের প্রতি চাহিয়া রহিল; যেন কি বলিবে, অথচ বলিতে পারিল না। ক্ষণেক বিলম্বে মৃত্তিকা হইতে ঝুলি স্কন্ধে তুলিয়া গমনোন্মুখ হইল। এই সময় রাজা মহেশচন্দ্র অগ্রসর হইতে উদ্যম করায় রাঘব ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। পিতম পাগলা চলিয়া গেল।

## পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পিতম কতক দূর গিয়া এক দীর্ঘিকার সোপানে বসিল; উচ্চ বৃক্ষের পল্লবে সূর্য্যকিরণ রহিয়াছে। সূর্য্য অস্ত যায় নাই। তখন পক্ষীরা ক্রীড়া করিতেছে, কেহ জলে সাঁতরাইতেছে, কেহ উড়িতেছে, কেহ পঞ্চমে চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইতেছে। পিতমের মুখে যেন একটু আহ্লাদের ছায়া পড়িল। চারিদিকে মুখ ফিরাইয়া পাখীর খেলা দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার মুখ ম্লান হইয়া উঠিল; একটি বকের প্রতি কাতর-নয়নে চাহিয়া রহিল। বকটি পীড়িত হইয়াছে, বৃক্ষশাখায় বসিতে পারে নাই, বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া আছে, অথচ দাড়াইতে পারিতেছে না, গলার ভার আর বহন করিতে পারিতেছে না, চক্ষু মুদিত, মাথাটি ক্রমে ক্রমে নামিতেছে, আরও নামিতেছে, শেষ তাহার ওষ্ঠাগ্র মৃত্তিকা স্পর্শ করিল। অমনি বকের চেতনা হইল, চক্ষু চাহিল, গলা তুলিল, কর্দ্দমাক্ত চঞ্চু উর্দ্ধে উঠাইল, উভয় পক্ষ ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, তাহা পৃষ্ঠে তুলিল, কিন্তু ঠোঁটের কাদা আর ঝাড়িতে পারিল না। চক্ষু মুদিল, আবার ডানা ঝুলিতে লাগিল, আবার মাথা নামিতে লাগিল, আবার ওষ্ঠ মৃত্তিকা স্পর্শ করিল, এইরূপ পিতম দুই তিন বার দেখিয়া অগ্রসর হইল, বক পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পা নাড়িতে পড়িয়া গেল। তাহার নিমিত্ত ক্ষুদ্র মৎস্য ধরিবার

জন্ত পিতম তখন জলে নামিল, অন্যমনস্কে মৎস্য খুঁজিতেছে এমত সময় একটা শব্দ হইল; পিতম পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, একটা শৃগাল আসিয়া বককে মুখে করিয়া দৌড়াইতেছে। পিতম জলে দাঁড়াইয়া দেখিল, আর কিছু বলিল না; ধীরে ধীরে কূলে আসিয়া আপনার অঙ্গের জল মুছিল। তাহার পর গম্ভীর-ভাবে প্রান্তরাভিমুখে চলিল।

পিতম প্রান্তর দিয়া যাইতে যাইতে দেখিল, দূরে একটি গ্রাম-পার্শ্বে শবদাহ হইতেছে, কি ভাবিয়া পিতম সেই দিকে চলিল। কতক দূর গেলে এক জন বৃদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ হইল। পিতম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে মরিয়াছে? কার শব দাহ হইতেছে?" বৃদ্ধা উত্তর করিল, "কে জানে বাছা, বুঝি কোন অনাথা মরেছে, যার ছেলে পিলে আছে, যার দশ জন দেখ্‌বার আছে, সে কি মরে? বদ্দি বল, পত্তি বল, তার কিসের ভাবনা, যত দুঃখ আমার মত পোড়া-কপালীদের। আমার আপনার দুঃখ কে ভাবে তার ঠিকানা নাই, আবার সে দিন একজন আমার মত পোড়া-কপালী আমার ঘরে এসে পড়্‌লো। এলো তা আর কি কর্‌বি,-বলি থাক্, দুদিন থেকে একটু ভাল হয়ে আবার যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাস্। তা ভাল হবে কেন? কে তার হাত ধরে দেখ্‌বে? ক্রমেই তার রোগ বাড়িল, এখন মরিতে বসেছে। তা বলি, এখানে কোথাকার এক রাজা এসেছে, একবার তাঁর কাছে যাই; অবশ্য তাঁর সঙ্গে কবিরাজ আছে, বলি একবার তাকে ডেকে আনি। তা পোড়া-কপালীর এমনি পোড়া কপাল, আমি সেখানে যেতে পেলেম না, ভোজ-পুরেরা মারিতে এলো। তাই বাছা; ফিরে যাচ্চি, বলি দেখিগে ছুঁড়ী বেঁচে আছে কি মরেছে।"

পিতম। ছুঁড়ী—যাঁর পীড়ার কথা বলিতেছ, তাঁর কি অল্প বয়স? আমি মনে করেছিলেম, তাঁর বয়স অধিক হয়েছে।

বৃদ্ধা। অনেক আর কি, বাপ! এই, দশ গণ্ডা কি এগারো গণ্ডা হবে, এ আর কিসের বয়েস?

পিতম। তাঁর বর্ণ কি বড় গৌর? তিনি কি বড় সুন্দরী?

বৃদ্ধা। হাঁ, বাছা! বড় সুন্দরী।

পিতম। তাঁর যোড়া ভুরু?

বৃদ্ধা। হাঁ, বাছা, তাঁর ভুরু জোড়া, তবে যে দেখিতেছি তুমি তাঁরে চেন। তা বাছা যদি তাঁর আপনার জনকে সংবাদ দেও ত আমি বাঁচি। আমি কাঙ্গাল, আমার ঘরে মলে কে তাঁর গতি করিবে?

পিতম। তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি কবিরাজ ডেকে আনি; দেখ, আমার বিলম্ব হলে চলে যাইও না।

বৃদ্ধা। আচ্ছা, বাছা! যাও, তুমি চিরজীবী হও, এ উপকার আমার কেউ করে নাই। আমার এমন স্বভাব নয়, একবার উপকার করিলে আমি এ জন্মেও তা ভুলি না।

পিতম সত্বরে ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া আনিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মাতঙ্গিনী স্ত্রীবেশে আসিল। বৃদ্ধা অতিশয় আহ্লাদিতচিত্তে মাতঙ্গিনীর সহিত কথা কহিতে কহিতে চলিল। পিতম কিংবা ব্রহ্মচারী সে কথার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া পরস্পর নিঃস্তব্ধে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। শেষ সন্ধ্যার পর সকলে বৃদ্ধার বাটীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতম এবং ব্রহ্মচারী উভয়ে নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে গিয়া বসিলেন। বৃদ্ধা গৃহপ্রবেশ করিয়া দীপ জ্বালিতে বসিল, একবার অন্ধকার কুটীরের এক পার্শ্ব

নির্দ্দেশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ গা ?" কেহ কোন উত্তর দিল না। মাতঙ্গিনী কোন শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইল না। কিন্তু কিছু না বলিয়া দীপ জ্বালার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। শেষ দীপ জ্বালা হইল। তখন মাতঙ্গিনী দেখিল, কুটীরপ্রান্তে ছিন্নশয্যায় এক জন কে পড়িয়া রহিয়াছে, শয্যার ক্ষুদ্রতা হেতু তাহার আলুলায়িত কেশরাশি ধূলায় পড়িয়া আছে; সেই কেশের উপর দুই চারিটি তৈলপায়ী বিচরণ করিতেছে। রুগ্নার মুখ ছিন্নবস্ত্রে আবৃত রহিয়াছে। মাতঙ্গিনী বৃদ্ধার হস্ত হইতে দীপ লইল, ধীরে ধীরে মুখের বস্ত্র সরাইল, চিনিতে আর বাকী রহিল না, "এ অনাথিনী-সাজ তোরে কে সাজাইল, মা !" বলিয়া মাতঙ্গিনী পাদমূলে আছড়াইয়া পড়িল ! তাহার হস্তের প্রদীপ নিবিয়া গেল ; সকল অন্ধকার হইল। মাতঙ্গিনী বলিল, "হয় ত সকল ফুরাইয়াছে।" বৃদ্ধা বলিল, "ভয় নাই, ও ঘুম। অমন হয়, আমি ঘুমালে দশ ডাকে উত্তর দিই না, কিছু ভয় নাই।" প্রদীপ জ্বালিতে বলিয়া মাতঙ্গিনী বাহিরে গেল, ব্রহ্মচারীর সহিত চুপি চুপি দুই একটি কথা কহিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রোগীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল। দীপালোকে ব্রহ্মচারী নিরীক্ষণ করিয়া কিছুই বলিলেন না। রোগীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া বসিয়া থাকিলেন, দণ্ডেক পরে পিতমের নিকট গিয়া বসিলেন। এইরূপে ব্রহ্মচারী কখন রোগীর নিকট, কখন বৃক্ষতলে থাকিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। মাতঙ্গিনী একাগ্রচিত্তে রোগীর মুখপ্রতি চাহিয়া থাকিলেন। পিতম একবার আসিয়া রোগীকে দেখিলেন না। কি রোগ, বা কাহার রোগ, তাহা একবার ব্রহ্মচারীকে কি মাতঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল না। অথচ বৃক্ষমূলে বসিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিল।

পর দিবস দুই প্রহরের সময় জ্যোৎস্নাবতী একবার চক্ষু উন্মীলন করিলেন, একবার উর্দ্ধে চালের দিকে, একবার সম্মুখস্থ প্রাচীরের দিকে চাহিলেন। চাহিয়াই আবার চক্ষু মুদিত করিলেন। পরে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে, আবার একবার চক্ষু চাহিলেন, আবার চারি দিক্ চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে মাতঙ্গিনীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল, কিয়ৎক্ষণ তাহাকে দেখিতে লাগিলেন, স্মরণ করিবার চেষ্টা দেখিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, "আমি যে তোমার মাতু।" জ্যোৎস্নাবতী তখন ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোথায়? এ ঘর ত আমি কখন দেখি নাই—আমি এখানে কেন? আমার আর সকলে কোথায়? মাতঙ্গিনী উত্তর করিল, "মনে করেছিলাম যে, এখন সে সকল কথা তুলিতে দিব না, কিন্তু আর উপায় নাই, এখন তুমি নিজে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে গেলে পরিশ্রম হবে; স্মরণ না হইলে যন্ত্রণা বাড়িবে; অতএব সকল ঘটনা মনে করাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সকল বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। জ্যোৎস্নাবতী ক্ষণেক চুপ করিয়া শুনিলেন, পরে বলিলেন, "আমার গা নাড়া দে দেখি, অমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাবে এখন।" মাতঙ্গিনী উত্তর করিল, "স্ব... তোমার এ ঘুম নহে, তুমি জাগিয়া আছ।" জ্যোৎস্নাবতী উত্তর করিলেন, "আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, আমার ঠিক স্বপ্ন বোধ হইতেছে, আমি কাল সকালে নিদ্রা-ভঙ্গে সকলের নিকট এই সকল কথার পরিচয় দিব।"

## ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দুই তিন দিবসের মধ্যে জ্যোৎস্নাবতী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া পূর্ব্বমত সদানন্দচিত্তে মাতঙ্গিনীর সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। একদিন অপরাহ্ণে মাতঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, এখন আমি কোথা যাই? এখানে আর কয় দিন বা থাকিব? তার পর আমার স্থান কোথা?

মাতঙ্গিনী। স্থান অনেক আছে, যেতে পারিলেই হয়। আর দুই এক দিন এখানে থেকে একটু বল পেলে যাওয়া যাবে।

জ্যোৎ। আমি আর সিংহশত গ্রামে যাব না।

মাত। আমিও যাইতে বলি না।

তাহার পর অনেক ক্ষণ উভয়ে নিঃস্তব্ধ থাকিলেন। শেষ জ্যোৎস্নাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতি! তুই এখানে আমার সন্ধান কিরূপে পাইলি, এ কথা অনেক পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল, তুই সকল বিবরণ বলিবি না ভাবিয়া আমি তখন জিজ্ঞাসা করি নাই। এখন বল্ দেখি শুনি।"

মাতঙ্গিনী সকল কথা বলিতে লাগিল। প্রথমে তক্ষপুরে তাহার যাত্রার কথা বলিল। তাহার পর রাজা মহেশচন্দ্রের সহিত যে কথা বার্ত্তা হয়, তাহা বিবৃত করিল। যখন মাতঙ্গিনী বলিল, যে রাজা মহেশচন্দ্র বলেছিলেন, "তুমি গিয়া মাকে বুঝাইয়া বল যে, তাঁহার রাজ্যে তিনি আসুন, এ রাজ্য তাঁহার, ইহাতে আমার কোন স্বত্ব নাই, আমি ইহার কিছু ভোগ করি

না, অপব্যয় করি না। তাঁহার কর্ম্মচারীর যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহাই করিতেছি।"—তখন জ্যোৎস্নাবতীর চক্ষে জল আসিল, তিনি মহেশচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আমি আর রাজ্য লইয়া কি করিব? আমি এখন ভিখারিণী, চিরকাল ভিখারিণীই থাকিব। তিনি আমার দেবর, এখন তিনি দীর্ঘ-জীবী হয়ে রাজ্যভোগ করুন, এই আমার আশীর্ব্বাদ। আমি এখানে পীড়িত হয়ে পড়ে আছি, এ সংবাদ তোরে কে দিলে?"

মাতঙ্গিনী ইতস্ততঃ করিয়া পিতম পাগলার নাম করিল। এই নাম শুনিবামাত্র জ্যোৎস্নাবতীর চক্ষে আবার জল আসিল, আসিয়াই তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া গেল। মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, "পিতম পাগলা কে, মা? তুমি তারে চেন বলিয়া বোধ হয়, সেও যেন তোমায় চেনে, তুমি সিংহশত গ্রাম হইতে চলিয়া আসিলে, পিতমও চলিয়া আসিল, তুমিও যেখানে পিতমও সেইখানে।"

আবার জ্যোৎস্নাবতীর চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল, আর বাধা মানিল না, ঝর ঝর করিয়া কতকগুলি মুক্তা বর্ষণ করিল। আরও যেন বিস্ময়াপন্ন হইয়া মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, "পিতম কে বল, তা না হলে আমি এখনই গিয়া তাঁরে জিজ্ঞাসা করিব।"

জ্যোৎ। তিনি কোথায়? তিনি কি এই গ্রামেই আছেন?

মাত। তিনি এই বাড়ীর সম্মুখে গাছের তলায় দিবা রাত্রি পড়েছিলেন। গেল কাল উঠে গেছেন, বোধ হয় তিনি এই গাঁয়েই আছেন, আমি এখনই তাঁরে খুঁজিয়া আনিতে পারি। তুমি বল, তিনি কে?

জ্যোৎ। তাঁরে দেখ্‌তে আমার বড় সাধ হয়।

মাত। তুমি বল, কে তিনি?

জ্যোৎ। আমি ঠিক বলিতে পারি না, আমার সন্দেহ হয়, কিন্তু মুখে আনিতে সাহস হয় না।

মাত। কেনই বা সাহস হয় না? তুমি বল তাঁরে ডেকে আনি, তিনি তোমার বিজয়রাজ আমি নিশ্চয় জানিয়াছি, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তোমার সেই বৃহদ্দন্তেশ্বর নামে হাতীও তাঁরে চিনিয়াছিল। এই বলিয়া মাতঙ্গিনী সে পরিচয় দিতে লাগিল। জ্যোৎস্নাবতীর চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। শেষ তিনি অস্থির হইয়া বলিলেন ;—"মাতু, মা আমার, আমায় একবার নিয়া চল, আমি তাঁরে একবার দেখিব, কিছু বলিব না, তাঁর সম্মুখেও কাঁদিব না। এত দুঃখের পর তাঁর শরীর কেমন আছে, আমি একবার কাছে গিয়া দেখিব।"

মাত। তোমায় যেতে হবে না; আমি তাঁকে ডেকে আনি, তোমার কথা কিছু তাঁকে বলিব না, যা বলিতে হয়, তুমি নিজে বলিবে।

এই বলিয়া মাতঙ্গিনী উঠিয়া গেল; জ্যোৎস্নাবতী নিষেধ করিলেন, পশ্চাৎ হইতে ডাকিলেন, মাতঙ্গিনী ফিরিয়া চাহিয়াও দেখিলেন না; বেগে চলিয়া গেল। তখন জ্যোৎস্নাবতী অনুতাপ করিতে লাগিলেন, "কেন পেছু হইতে ডাকিলাম, হয় ত মাতী তাঁর দেখা পাবে না।" ক্ষণেক অন্যমনস্কে থাকিয়া জ্যোৎস্নাবতী হঠাৎ আপনার ছিন্ন বস্ত্রের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, যতটুকু পারিলেন, যত্নে তাহা অঙ্গে বিন্যস্ত করিয়া বসিয়া থাকিলেন। বিধবার বেশ ঘুচাইতে পারিলেন না বলিয়া চক্ষের জল মুছিলেন। ক্ষণেক বিলম্বে পিতম আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। তাঁহাকে দেখিয়া

জ্যোৎস্নাবতী একটু অন্তরালে সরিয়া গেলেন। মাতঙ্গিনী পিতমকে অন্দরে আসিতে আহ্বান করিল, পিতম মাথা নাড়িল। মাতঙ্গিনী বলিল; "তুমি আজ আমাদের অতিথি, তুমি অন্দরে আসিয়া আহার করিবে।" পিতম জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে যাঁর পীড়া হয়েছিল, তিনি কেমন আছেন?"

মাতঙ্গিনী। তুমি নিজে এসে দেখ—কেমন আছেন।

পিতম পশ্চাৎ ফিরিল, পশ্চাৎ হইতে এই সময় দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হইল। পিতম আবার ফিরিল, দেখিল, এক অবগুণ্ঠনবতী কষ্টে ক্রন্দন সংবরণ করিতেছে। যেন পতনোন্মুখ। পিতম জিজ্ঞাসা করিল;—"তুমি কে?" "দাসীকে চিনিতে পারিলে না?" বলিয়া অবগুণ্ঠনবতী পিতমের পদতলে আছাড়িয়া পড়িল। পিতম কম্পিতস্বরে ডাকিল, "জ্যোৎস্নাবতী!"

জ্যোৎস্নাবতী মৃত্তিকায় মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। পিতম বলিল,—"আজও কি চক্ষের জল ফুরায় নাই?"

জ্যোৎস্নাবতী উঠিয়া মুখ মুছিলেন, নতমুখে স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন পিতম যত্নে দুই হস্তে জ্যোৎস্নাবতীর দুই গাল আপনার মুখের নীচে ধরিয়া এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন,—পিতমের চক্ষের জল জ্যোৎস্নাবতীর কপালে গালে বর্ষিতে লাগিল। কেহ কোন কথা কহে না। শেষ জ্যোৎস্নাবতী বলিলেন,—"আর আমায় ত্যাগ করিবে না, বল?"

পিতম। আমি ভিক্ষুক তোমায় কোথায় লয়ে যাব?

জ্যোৎ। আমিও ভিখারিণী, তোমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াব, তুমি যা পাবে, আমি গাছতলায় বসে পাক করিব।

## সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কিছু দিবস পরে রাজা মহেশচন্দ্র রাঘবশর্ম্মা-সমভিব্যাহারে বৃদ্ধার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কয়েক দিন পূর্ব্বে পিতম পাগলা জ্যোৎস্নাবতীকে সঙ্গে লইয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল, সুতরাং তাহার সাক্ষাৎ লাভ হইল না। মহেশচন্দ্র বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু পিতম কোন্ দিকে কোন্ পথে গিয়াছে, কেহ বলিতে পারিল না। অগত্যা মহেশচন্দ্র শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া রাঘবের প্রতি নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। রাঘব তাহাতে দুঃখিত হইলেন না, মহেশচন্দ্রের নিকট নিজের ত্রুটিও স্বীকার করিলেন না, বরং মনে মনে একটু হাসিলেন।

অপরাহ্নে মহেশচন্দ্র একজন প্রধান কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি যেজন্য আসিয়াছিলাম, তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলাম না, তোমরা সকলে আগামী পরশ্বঃ প্রাতে ফিরিয়া যাইবে, আমার জন্য অপেক্ষা করিও না, কিংবা আমার কোন অনুসন্ধান করিও না।"

সেই দিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় রাজা মহেশচন্দ্র ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে আর এক ব্যক্তি ছদ্মবেশে তাঁহার অনুসরণ করিল। কিন্তু রাজা তাহা জানিতে পারিলেন না। রাজা কতক দূর গিয়া এক বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে এক জন

জিজ্ঞাসা করিল, "কে যায়?" মহেশচন্দ্র কোন উত্তর না করিয়া পূর্ব্ববৎ চলিলেন; পশ্চাৎ হইতে আবার প্রশ্ন হইল। এবার মহেশচন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করিল, "সঙ্গে হেতের আছে? কি হেতের আছে দেখি? মহেশচন্দ্র সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিলেন। কিছু দূর গেলে বুঝিতে পারিলেন, কে এক জন তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছে। তিনি দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আসিতেছ?" আগন্তুক নিকটে আসিয়া উত্তর করিল, "আমি রাঘব শর্ম্মা।"

মহেশ। এত রাত্রে এ পথে কেন?

রাঘব। পিতম পাগলার সবংাদ দিতে আসিয়াছি।

মহেশ। তিনি কোথা?

রাঘব। যাইট পইঠার ঘাটে বাস করিতেছেন।

মহেশ। সে স্থান এখান হইতে কতদূর হইবে?

রাঘব। প্রায় বিশ ক্রোশ হইবে।

মহেশ। কিরূপে যাইতে হইবে?

রাঘব। নৌকাপথে যাইতে হইবে, প্রাতে নবতপুরে নৌকা প্রস্তুত থাকিবে, আমি তাহার বন্দবস্ত করিয়া আসিয়াছি।

পিতম পাগল যে ঘাটে বাস করিতেছিল, তাহা রাজা মহেশ-চন্দ্রের জনক—যিনি দেওয়ান্ ছিলেন তিনি—বহু অর্থব্যয়ে প্রস্তুত করেন; তাদৃশ সুন্দর ঘাট পশ্চিম রাজ্যেও কোথাও ছিল কি না সন্দেহ। রক্ত, পীত প্রভৃতি নানাবর্ণের নানা আকৃতির ইষ্টক এরূপ কৌশলে প্রোথিত হইয়াছিল যে, দূর হইতে দেখিলে ঘাটটিকে একখানি নূতন গালিচা বলিয়া ভ্রম হইত, নিকট হইতে দেখিলে একখানি চিত্রিত পট বলিয়া বোধ হইত, জল হইতে

চাঁদনী পর্য্যন্ত চিত্রশূন্য স্থান একেবারে ছিল না; চিত্রের মধ্যে এখানে সপুষ্প বনলতা ঝুলিতেছে, ওখানে মত্ত হস্তী বনলতা ছিঁড়িতেছে, এখানে প্রকাণ্ড পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে, ওখানে ক্ষুদ্র কলি কুণ্ঠিতভাবে হংসপার্শ্বে লুকাইতেছে; আবার এখানে শতরঞ্চীর ছক, ওখানে পাশার ঘর। সোপানের তিন চারিটি ধাপ অন্তর দুই পার্শ্বে প্রতিধাপে প্রস্তরনির্ম্মিত এক একটি প্রমাণ মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে—এখানে কৃষ্ণক্রোড়ে যশোদা দাঁড়াইয়া চাঁদ ডাকিতেছেন, ওখানে চতুর্ব্বর্ষীয় দুরন্ত কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া পলাইতেছে—যেন কাহার দুগ্ধভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া তাড়িত হইয়াছে। এখানে কিশোর-বয়স্কা রাধিকার চিবুকে হাত দিয়া আদর করিতে করিতে প্রৌঢ়া ললিতা কি জিজ্ঞাসা করিতেছে, রাধা লজ্জায় মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন। ওখানে যুবতী রাধা ললিতাকে লইয়া মালা গাঁথিতেছেন, আর হাসিয়া হাসিয়া কতই পরিচয় দিতেছেন। এইরূপ অনেকগুলি মূর্ত্তি দুই পার্শ্বে সজ্জিত রহিয়াছে। ঘাটের উপর চাঁদনী; চাঁদনীর উভয় পার্শ্বে দ্বাদশ মন্দির—তৎপশ্চাৎ এখানে সেখানে করবীরের ঝাড়, তৎপরে একটি পরিষ্কার ঝর্‌-ঝরে ক্ষুদ্র প্রান্তর। নিকটে কোন গ্রাম নাই, মহেশচন্দ্রের জনক নূতন গ্রাম বসাইবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু অপেক্ষা না করিয়া তিনি কাশী যাত্রা করেন। সেই অবধি আর গৃহে আসেন নাই।
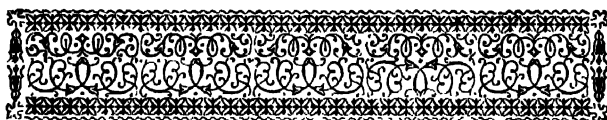
## অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যে দিবস প্রাতে মহেশচন্দ্র এবং রাঘব শর্ম্মা একত্রে নৌকা আরোহণে যাইতেছিলেন, সেই দিবস অপরাহ্নে ষাইট পইঠার ক্ষুদ্র প্রান্তরে একটি শিশু আর একটি যুবতী হাসি তুলিয়া ছুটাছুটি করিতেছিল। শিশুটি হাঁটিতে পারে, কিন্তু ছুটিতে পারে না; ছুটিতে পড়িয়া যাইতেছিল, আবার উঠিয়া "ধ ধ" বলিয়া যুবতীর অঞ্চল ধরিতে যাইতেছিল, আর হাসিতেছিল। তাহাদের হাসির লহরী নদীকূল হইতে শুনা যাইতেছিল; তথায় সেই বিচিত্র নানা-বর্ণে রঞ্জিত ঘাটে বসিয়া পিতম আর জ্যোৎস্নাবতী হাসি শুনিতে-ছিলেন আর আপনা-আপনি কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন।

জ্যোৎস্নাবতী। মাতুর সঙ্গে মাধবীলতার বড় ভাব হয়েছে।

পিতম। দুই জনারই ভাবের বয়স।

জ্যোৎস্নাবতী। মানুষের কোন্ বয়সটা ভাবের নয়?

পিতম। আমাদের বয়স—এই বুড়া বয়স ভাবের নয়।

জ্যোৎস্নাবতী। (হাসিয়া) মিছা কথা।

পিতম। কেন? তুমি মাতুকে ভাল বাস বলে তাই বলিতেছ মিছে কথা। আমি ত বুড়ো, কই আমি ত কাহাকেও ভালবাসি না।

জ্যোৎস্নাবতী। ভালবাস বই কি।

পিতম। কাহাকে ভালবাসি?

জ্যোৎস্নাবতী। তুমিই জান। তোমার "নিরেট মেঘ" আছে, তোমার ঝুলি আছে, তোমার কত কি আছে।

পিতম। আমার ঝুলির কথা সত্য; সকলের অপেক্ষা আমি এই ঝুলিটিকে ভালবাসি; এ কতকাল আমার সঙ্গে আছে, এক দিনের জন্য এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার কাছ ছাড়ে নাই। ছিঁড়েছে তবু ছাড়ে নাই। আমিও রাত্রিকালে ইহাকে মাথায় ক'রে নিদ্রা যাই, দিবসে কাঁধে ক'রে বেড়াই। আগে যেন বোধ হয় ঝুলি আমার সঙ্গে কথা কহিত, আমায় কতই বুঝাইত, বলিত—

জ্যোৎস্না। বুঝি বলিত;—দেখা দিও না, অভাগীর ভাগ্য ফিরাইও না, অভা—

পিতম। তা নয়, ঝুলি আমায় বলিত—আর কোথাও যাইও না, মরিতে হয় এইখানেই মরিও।

এই কথায় জ্যোৎস্নাবতীর মনে হইল, পিতম চিরকাল সিংহ-শত গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছেন আর কোথাও যান নাই। তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া আসিল, তিনি মাথা অবনত করিয়া থাকিলেন, পিতম কত কি বলিতে লাগিল, জ্যোৎস্নাবতী তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া কেবল সেই কথাটি ভাবিতে লাগিলেন "মরিতে হয় এইখানেই মরিও"। ক্রমে দুই চারি বিন্দু চক্ষুজল চিত্রিত ইষ্টকে পড়িল। পিতম তাহা দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আবার কিসে কাঁদালাম, এই কয় দিনে যে কত কাঁদিলে. তবু কি জল শুখায় না; আমায় দেখিলে কাঁদ, আমার সহিত কথা কহিতে কাঁদ, আমার সেবা করিতে কাঁদ। কেন? এত দুঃখ পাও কেন?"

জ্যোৎস্নাবতী। এ আমার দুঃখ নয়; এই আমার সুখ। আমার ভাগ্যে এত সুখ ছিল।

পিতম। গাছতলায় পড়িয়া থাকিতে এত সুখ?

এই সময় মাতঙ্গিনী মাধবীকে ক্রোড়ে লইয়া ব্যস্ত হইয়া আসিল। পিতমকে বলিল, "একবার শীঘ্র আসুন, মন্দিরে যিনি আছেন, তিনি কেমন করিতেছেন।

মন্দিরে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিত, অতি শীর্ণকায়, চলৎ-শক্তি প্রায় রহিত। এই স্থানে আসিয়া অবধি জ্যোৎস্নাবতী তাহার সেবা করিতেন। পিতম সর্ব্বদা তাহার তত্ত্বাবধারণ করিত। বৃদ্ধ বলিত, "শেষ দশায় আমি বড় সুখী হ'লাম, জন্মান্তরে তোমরা আমার কন্যা পুত্র ছিলে, এ জন্মে আমার কেহ নাই—আছে, আমি বড় পাপী, তাই বঞ্চিত।"

জ্যোৎস্নাবতীকে বৃদ্ধ মা বলিয়া ডাকিত, পিতমকে বাবা বলিত। উভয়েই বৃদ্ধকে পিতার ন্যায় যত্ন করিতেন। উভয়েই জানিতেন, যত্ন আর অধিক দিন করিতে হইবে না। বৃদ্ধের শেষ হইয়া আসিয়াছে। যখন মাতঙ্গিনী মাধবীকে লইয়া ক্রীড়া করিতে-ছিল, তখন হঠাৎ মন্দির হইতে একটা শব্দ তাঁহার কর্ণে যায়। তথায় গিয়া দেখে, বৃদ্ধ শয্যা হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, কি বলিতেছে বুঝা যাইতেছে না।

পিতম তথায় যাইয়াই অবস্থা বুঝিল। তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে ক্রোড়ে লইয়া ঘাটে ছুটিয়া আসিল, একস্থানে শয়ন করাইয়া মুখে জল সেচন করিতে লাগিল। জ্যোৎস্নাবতী অঞ্চল দ্বারা বাতাস করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক বিলম্বে বৃদ্ধের কিঞ্চিৎ চেতনা হইল, পিতমের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষে

বলিল, "মা এ সময় কি আমায় ত্যাগ করে গেলেন?" "না, এই যে আমি" বলিয়া জ্যোৎস্নাবতী অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিবার নিমিত্ত বৃদ্ধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, জ্যোৎস্নাবতী মস্তক নত করিলেন। বৃদ্ধের ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, চুপি চুপি কত কি বলিতে লাগিলেন। তাহার পর বৃদ্ধ ক্রমে ক্রমে চক্ষু বুঝিলেন। এই সময় একখানি নৌকা ঘাটে আসিল। ক্ষণেক পরে আবার বৃদ্ধ হঠাৎ চাহিয়া চারি দিকে দেখিতে লাগিলেন, শেষ ধীরে ধীরে অতি কষ্টে বলিতে লাগিলেন, "আমি তাঁকে এ দেশ ও দেশ কত খুঁজিলাম, খুঁজিব বলে ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল ত্যাগ ক'রে আবার এ দেশে আসিলাম, কিন্তু আর দেখা পেলেম না।"

পিতম। কার দেখা পেলেন না, কাকে খুঁজেছিলেন?

বৃদ্ধ। তাঁকে।

পিতম। কে তিনি? তাঁর নাম কি?

বৃদ্ধ। যদি মরিবার সময় একবার তাঁকে দেখিতে পেতাম। "তিনি যে উপস্থিত" পশ্চাৎ হইতে একজন বলিয়া উঠিল।

কথাটি বৃদ্ধের কর্ণে গেল। বৃদ্ধ চারি দিকে চাহিতে লাগিল। রাঘব বৃদ্ধের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আপনি যাকে খুঁজিতে-ছিলেন, তিনি ত আপনার কাছেই রহিয়াছেন"।

বৃদ্ধ। কই?

ব্রহ্মচারী। এই যে তোমার পাশে দাঁড়াইয়া এই পিতম।

পিতম অগ্রসর হইল, জানু নামাইয়া পার্শ্বে বসিল। বৃদ্ধ একদৃষ্টে তাহার মুখ প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "বিজয়-রাজ"। ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু আর কথা ফুটিল না।

রাঘব শর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ এই বৃদ্ধকে চিনিতে পারেন ?"

মহেশচন্দ্র। না, কে ইনি ?

রাঘব। আপনার জনক।

মহেশচন্দ্র কাষ্ঠবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পিতম সিহরিয়া উঠিলেন। শেষ বৃদ্ধকে অন্তর্জ্জলি করা হইল। মহারাজ মহেশচন্দ্র নদী-জলে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধের অঙ্গুষ্ঠ টিপিয়া ধরিলেন, পিতম মস্তক ধরিয়া রাঘবের সহিত গগনভেদী গম্ভীর স্বরে গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া অবগুণ্ঠনবতী স্নেহময়ী জ্যোৎস্নাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। তখনও বৃদ্ধের দৃষ্টি পিতমের প্রতি রহিয়াছে, দৃষ্টি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, যেন বৃদ্ধ কত দূর হইতে চাহিতেছে, তথাপি দৃষ্টি পিতমের প্রতি রহিয়াছে। শেষ নাম ডাকা থামিল। জ্যোৎস্নাবতী বুঝিলেন, সকল শেষ হইয়া গেল। তখন মহেশচন্দ্র মৃত জনকের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিলেন, "পিতঃ! তোমার প্রায়শ্চিত্তের যাহা বাকি থাকিল, তাহা আমি করিব।" পিতম গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভাই! স্থির হও, প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হইয়াছে।"

সৎকার হইয়া গেল। দুই তিন দিন মহেশচন্দ্র ষাইট পইঠার ঘাটে পিতমের সহিত একত্রে বাস করিলেন। এক দিন নানা কথা বার্ত্তার পর অতি সাবধানে মহেশচন্দ্র বলিলেন, "দাদা, এখন আপনার রাজ্য আপনি গ্রহণ করুন, আমায় বিদায় দিন।" পিতম হাসিলেন। বলিলেন, "আমার আকাঙ্ক্ষা অতি সামান্য, দুই মুষ্টি ভিক্ষায় যে পরিতৃপ্ত, তার মাথায় রাজ্যভার কেন ?"

মহেশচন্দ্র। ভাল হোক, মন্দ হোক, আপনি নিজের রাজ্য নিজে ভোগ করুন। আমি দেখিয়া সুখী হই। রাজ্যভোগে আমার সুখ নাই।

পিতম। আমি অনেক দিন হইতে মনে মনে তোমায় রাজ্য দান করেছি। আজ আবার আমার যথাসর্ব্বস্ব দান করিলাম, সূর্য্যদেব সাক্ষী, সকল দেবতা সাক্ষী।

মহেশচন্দ্র একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "আমি এ দান স্বীকার করিলাম। আজ হইতে প্রাপ্ত সর্ব্বস্ব কেবল পরের উপকারে নিয়োজিত করিব, সকল দেবতা সাক্ষী। জ্যোৎস্নাবতী আহ্লাদে চক্ষের জল মুছিলেন।

পরদিবস প্রাতে মহেশচন্দ্র অনেক অনুসন্ধান করিলেন, পিতম কি জ্যোৎস্নাবতী কাহারও সাক্ষাৎ পাইলেন না। তাঁহারা উভয়েই কোথা চলিয়া গিয়াছেন। সেই অবধি আর তাঁহাদের সহিত মহেশচন্দ্রের দেখা হইল না। মাধবী-সমভিব্যাহারে মহেশ-চন্দ্র গৃহে আসিলেন। পথে সংবাদ পাইলেন, রাজা ইন্দ্রভূপ আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার দেওয়ান্ কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। চূড়াধন বাবু রাণীর বিশ্বাস-পাত্র হইয়া রাজকার্য্য চালাইতেছেন।